Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগস্ট ২০০৯

মাসিক
আত-তাহরীক
১২তম বর্ষ আগস্ট ২০০৯ ইং ১১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

শিক্ষা দর্শন ও কিছু প্রস্তাবনা

'পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'। 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে'। 'পড়! আর তোমার পালনকর্তা হ'লেন সর্বাধিক দয়ালু'। 'যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন'। 'শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না' *(আলাক্ব ১-৫)*। মানব জাতির জন্য শেষনবীর মাধ্যমে পাঠানো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র আসমানী তারবার্তা এটি। ইসলামের প্রথম নির্দেশ হ'ল 'পড়'। যা অন্য কোন ধর্মে নেই। কার নামে পড়বে? কি পড়বে? কিসের মাধ্যমে শিখবে? শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে? চারটি বিষয়ের জওয়াব রয়েছে উক্ত পাঁচটি আয়াতে। এর মধ্যেই রয়েছে ইসলামের শিক্ষা দর্শন। আর তা হ'ল আত্মিক ও জৈবিক চাহিদার সর্বোত্তম পরিচর্যার মাধ্যমে মানবতার সর্বোচ্চ উন্নয়ন সাধন। আর এটাই হ'ল বিশ্ব মানবতার শিক্ষা দর্শন। কেননা ইসলাম এসেছে মানব জাতির কল্যাণে। তার সকল নির্দেশনা বিশ্ব সমাজের উদ্দেশ্যে বিধৃত। মনে রাখা উচিত যে, ইসলাম এসেছিল অমুসলিমদের কাছে। তারাই এ শিক্ষাদর্শন কবুল করেছিল ও জগতে বরেণ্য হয়েছিল। তাই ইসলামী শিক্ষা দর্শনই মানব জাতির জন্য প্রকৃত শিক্ষাদর্শন। আয়াত পাঁচটির গুরুত্ব বিবেচনায় এর পর থেকে 'অহি' নাযিল হওয়া কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। যাকে 'অহি-র বিরতি কাল' বলা হয়।

উক্ত দর্শনে বলা হয়েছে যে, মানুষ পড়বে তার প্রভুর নামে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি হ'লেন সর্বচেয়ে দয়ালু। তাঁর উপরে কেউ নেই। অর্থাৎ **মানব শিশু প্রথমেই জানবে** যে সে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। সে প্রকৃতির সৃষ্টি নয় বা আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি, কিংবা বানর-হনুমানের বিবর্তিত কোন লেজখসা দ্বিপদ প্রাণী নয়। **দ্বিতীয় প্রশ্নঃ** সে কি পড়বে? জওয়াব: সে পড়বে এমন কিছু যা তাকে তার সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দিবে ও যাকে সে উপাসনা করবে। অতঃপর সে তার বিধান সমূহ জানবে, যা তার আত্মা ও দেহ উভয়ের চাহিদা মিটাবে, যে দেহ আলাক্ব থেকে সৃষ্টি। **তৃতীয় প্রশ্নঃ** কিসের মাধ্যমে শিখবে? জওয়াব: সে কলমের মাধ্যমে শিখবে। এর মধ্যে যবান ও অন্যান্য মাধ্যমসমূহ শামিল রয়েছে। **চতুর্থ প্রশ্নঃ** শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে? জওয়াব: মানুষ যা জানে না তাই শিখবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ জন্মগত ভাবেই অজ্ঞ। সে তার ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ জানে না। তাই আল্লাহ তাকে অহি-র মাধ্যমে চূড়ান্ত সত্যের জ্ঞান প্রেরণ করেছেন। যা তার আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবন পরিচালনার জন্য যথেষ্ট হবে। বাকী তার

জৈবিক প্রয়োজনে আল্লাহ্র অসংখ্য সৃষ্টিরাজির অজানা রহস্য জানার জন্য এবং সেখান থেকে কল্যাণ আহরণের জন্য সে সর্বদা জ্ঞান-সাধনায় লিপ্ত থাকবে। আর নতুন নতুন আবিষ্কারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে সে আল্লাহ্র প্রতি সমর্পিত চিত্তে বলে উঠবে- 'রব্বানা মা খালাক্বতা হা-যা বাত্বিলান সুবহা-নাকা ফাক্বিনা আযা-বান্নার' 'হে আমাদের পালনকর্তা! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি মহা পবিত্র। তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর' *(আলে ইমরান ১৯১)*। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ জ্ঞান-গবেষণায় এবং শিক্ষা ও কর্মে যত বড়ই হৌক না কেন তাকে আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যেই থাকতে হবে। তাকে অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাকে অবশ্যই সেখানে তার সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। অতএব যেন তাকে সেখানে গিয়ে জাহান্নামের অধিবাসী না হ'তে হয়, দুনিয়াতে সে লক্ষ্যে তাকে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সকল কর্মতৎপরতা নিয়োজিত রাখতে হবে।

এবারে **পঞ্চম** একটি মৌলিক প্রশ্নঃ আল্লাহ মানুষকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? জওয়াব: 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য' *(যারিয়াত ৫৬)*।

এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় আল্লাহ্র দাসত্ব শিখানো হবে, শয়তানের দাসত্ব নয়। আর এটাই হ'ল তাওহীদে ইবাদত, যা না থাকলে কেউ 'মুসলিম' হ'তে পারে না। এক্ষণে **ষষ্ঠ ও শেষ প্রশ্নঃ** আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ও তাঁর বিধান সমূহ কোথায় পাব, যা জেনে নিয়ে পথ চলতে হবে? জওয়াব: তা পাওয়া যাবে পবিত্র কুরআনে। যা তিনি স্বীয় করুণা বশে মানব জাতির জন্য সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত গ্রন্থ হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'আর-রহমান'! 'আল্লামাল কুরআন'। 'পরম করুণাময়'। 'তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন' *(রহমান ১-২)*। অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের প্রতি ও বিশেষ করে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্র দয়াগুণের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল তাদের জন্য 'কুরআন' প্রেরণ। কুরআন নাযিল করাই হ'ল বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। কেন? কেননা এর মধ্যেই রয়েছে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। কুরআনের বিধান সমূহের আনুগত্য করার অর্থই হ'ল আল্লাহ্র দাসত্ব করা। আর সেগুলি অমান্য করার অর্থ হ'ল আল্লাহ্র অবাধ্যতা করা ও শয়তানের দাসত্ব করা। আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র অবাধ্যতায় মানুষ শয়তানের গোলামী করে। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই দাওয়াত নিয়ে যে, তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব কর এবং তাগূত (শয়তান) হ'তে বিরত থাক' *(নাহ্ল ৩৬)*।

এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিশপ্ত জাতি হ'ল ইহুদীরা এবং পথভ্রষ্ট জাতি হ'ল নাছারারা *(আহমাদ, তিরমিযী)*। তাদের বিপরীতে আল্লাহ মুসলমানদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন মানব জাতির কল্যাণে। যারা মানুষকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে *(আলে ইমরান ১১০)*। যতদিন মুসলমানদের 'খেলাফত' ছিল, রাজনৈতিকভাবে জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল, শিক্ষা-দীক্ষা কুরআনী লক্ষ্যে পরিচালিত ছিল, ততদিন তারা বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে একচ্ছত্র অধিপতি ছিল। পরবর্তীতে ইহুদী-নাছারাদের চক্রান্তে এবং তাদের চালান করা শয়তানী মতবাদ সমূহের লোভনীয় ফাঁদে পা দিয়ে মুসলমানরা নিজেদের হাতে নিজেদের 'খেলাফত' ধ্বংস করে। ফলে তাদের বিশ্ব নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিনায়কত্ব তাদের শত্রুদের হাতে চলে যায়। ইসলামী বিশ্ব বর্তমানে ৫৬টি ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে, তাদের লেখাপড়া ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই আল্লাহ্র শত্রুদের পাতানো জালে আটকা পড়েছে। আর সেকারণেই সাবেক বৃটিশ

রাজত্বভুক্ত বর্তমানে বাহ্যতঃ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থা সবই চলছে বৃটিশ নীতি ও আদর্শের অনুসরণে। তারা এদেশে তাদের বশংবদ একদল শিক্ষিত লোক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৮৩৫ সালে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল সেখানে তারা বলেছিল, We must at Present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern: a class of persons, Indians in blood and colour, but English in tastes, opinions, in morals and in intellect. 'আমরা বর্তমানে অবশ্যই আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করব এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টির লক্ষ্যে, যারা আমাদের ও আমাদের শাসিত লক্ষ লক্ষ জনগণের মধ্যে ব্যাখ্যাতা হিসাবে কাজ করবে। যারা রক্তে ও রংয়ে ভারতীয় হবে। কিন্তু রুচিতে, চিন্তা-চেতনায়, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ'।

এ লক্ষ্যে তারা 'সাধারণ শিক্ষা' ও 'ধর্মীয় শিক্ষা' নামে প্রথমে শিক্ষাকে দু'ভাগ করে। সাধারণ শিক্ষাকে তারা পুরোপুরি সেক্যুলার অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষ করে ঢেলে সাজায়। এতে তাদের চিন্তা-চেতনায় এমনকি চেহারা ও পোষাকেও আমূল পরিবর্তন আসে। ইসলামের নাম নেওয়া

এমনকি নিজেদের 'মুসলিম' পরিচয়কেও তারা 'সংকীর্ণতা' বলে ভাবতে থাকে। এই অবস্থা আজও অব্যাহত রয়েছে। তারপর ধর্মীয় শিক্ষিতরা যাতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হ'তে না পারে সেজন্য মাদরাসা শিক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করে।একটা সরকারী সিলেবাসভুক্ত ও সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত আলিয়া মাদরাসা এবং আরেকটি জনগণের স্বেচ্ছাকৃত দানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কওমী বা খারেজী মাদরাসা। জনগণের সরাসরি অনুদানে প্রতিষ্ঠিত ও তাদের সরাসরি তদারকিতে পরিচালিত হওয়ায় এখানে লেখাপড়া তুলনামূলকভাবে ভাল হ'তে থাকে। যদিও এসব মাদরাসার ডিগ্রীর কোন সরকারী স্বীকৃতি ছিল না। ফলে তাদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয় আলিয়া শিক্ষিতদের। এভাবে একই পিতার তিনটি ছেলে তিনমুখী হয়ে পড়ে, যা মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে ত্রিধাবিভক্ত করে এবং তা ইংরেজদের উদ্দেশ্য হাছিলে সহায়ক হয়। এই বিভক্তিকে হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত করে দেওয়ার জন্য তারা মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসে কুরআন ও হাদীছকে গৌণ রেখে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের ফিক্বহকে মুখ্য পাঠ্য করে দেয়। যার এমন কোন পৃষ্ঠা সম্ভবতঃ পাওয়া যাবে না, যেখানে একই বিষয়ে একই মাযহাবের বিদ্বান গণের মধ্যে রয়েছে মতভেদের ছড়াছড়ি। ছাত্রদের তরুণ মনে এগুলি দারুন প্রভাব বিস্তার করে এবং ইসলামকে তারা একটি ঝগড়ার ধর্ম বলে ভাবতে থাকে। ভাইয়ে ভাইয়ে মহব্বত, ভালোবাসা ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ চেতনা তাদের মধ্যে লোপ পেতে থাকে। বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আপোষে বাহাছ-মোনাযারায় তারা লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজ বেনিয়ারা ও তাদের দোসররা দূর থেকে এগুলি দেখে মুখ চেপে হাসতে থাকে। এভাবেই মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা অধর্মীয় লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আজ বৃটিশ চলে গেলেও তাদের শিক্ষানীতি পূর্বের ন্যায় বহাল আছে; বরং অতি আধুনিক হ'তে গিয়ে মাদরাসাগুলি থেকে ক্রমেই ইসলামী রূহ চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে অতি সেক্যুলার হ'তে গিয়ে কলেজ-ভার্সিটির শিক্ষিতরা না ঘরকা না ঘাটকা হিসাবে গড়ে উঠছে।

আদর্শ ও লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার এই দুর্দশা ঘুচানোর সরকারী কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা বিগত ৬২ বছরেও লক্ষ্য করা যায়নি। রাজনীতিকরা ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান এবং অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় শিক্ষা সেক্টরেও তারা তাদের নিজস্ব আনাড়ী চিন্তা চাপিয়ে দিতে চান। যা বাস্তবায়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কথায় বলে, পেঁয়াজ খেলে পেঁয়াজের ঢেকুর ওঠে। ফলে সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিতরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেয়ে যখন শিক্ষানীতি ঢেলে সাজাতে যায়, তখন পুরা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই তারা দুর্গন্ধময় করে তোলে। বর্তমানের প্রতারণাপূর্ণ ও বিদেশ-নির্ভর রাজনীতি থেকে যতদিন জাতি মুখ না ফিরাবে, ততদিন এ অবস্থার নিরসন হবে বলে মনে হয় না।

শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক বিষয় হ'ল (১) শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ (২) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংশোধন। এ ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাব হ'ল: তাওহীদ ও রিসালাতের ভিত্তিতে শিক্ষায় আখেরাতমুখী জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দেশে একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমন্বিত সিলেবাস রেখে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা নামে বিভিন্ন মৌলিক বিভাগ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গিয়ে বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। ব্যবহারিক সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা স্তরে কমপক্ষে ২০০ নম্বরের ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। (২) বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংশোধন করতে হবে। সরকার প্রশাসনিক ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। তবে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হ'লে এবং অন্যান্য কোন বড় ক্ষতির কারণ দেখা দিলে চূড়ান্ত পর্যায়ে সরকার অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সহ অন্যান্য আর্থিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা দিবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে সকলপ্রকার রাজনৈতিক দলাদলি নিষিদ্ধ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের সময় মেধা ও যোগ্যতা নিরূপনের জন্য সর্বস্তরে উচ্চতর শ্রেণী দেখার সাথে সাথে তাদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিতে হবে এবং তাদের আক্বীদা, আখলাক ও দেশপ্রেম যাচাই করতে হবে। (৩) বর্তমানের সহশিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য পৃথক ক্যাম্পাস ও ভৌত কাঠামো সম্ভব না হ'লে একই ক্যাম্পাসে পৃথক সময় ভাগ করে শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৪) ইসলাম বিরোধী ও আক্বীদা বিনষ্টকারী সকল প্রকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে মুক্ত রাখতে হবে। (৫) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতি বাদ দিয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও পাঠমুখী পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা আবশ্যক। তাতে গাইড বুক, সাজেশন ও নকল প্রবণতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। *[স.স] (বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য: মাননীয় লেখকের নিবন্ধ 'শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস: কিছু পরামর্শ'। আত-তাহরীক ফেব্রু '০৪; ৭/৫ সংখ্যা। মোট ১১টি প্রস্তাব)- সম্পাদক।*

ইসলামে কোন উত্তম বা মন্দ রীতি চালু করলে সে ব্যক্তি তার ও তার অনুসারীদের সমপরিমাণ নেকী অথবা পাপের ভাগীদার হবে

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَعَنْ جَرِيْرٍ، قَالَ: كُنَّافِى صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابَى النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُّضَرٍ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرٍ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: (يَآأَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ (إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً)، وَالآيَةُ الَّتِى فِى الْحَشْرِ (اتَّقُوْا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمَرِهِ، حَتَّى قَالَ: وَلَوْبِشِقِّ تَمَرَةٍ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تُعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّ رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَاب. حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مَذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، رواه مسلم–

অনুবাদ: হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) বলেন, একদিন পূর্বাহ্নে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একদল অর্ধনগ্ন লোক কালো ডোরাকাটা ছিন্নবস্ত্র অথবা (সাধারণ আরবী পোষাক) ‘আবা’ পরিধান করে তরবারি ঝুলিয়ে এসে উপস্থিত হ’ল। যাদের অধিকাংশ বরং সকলেই ছিল ‘মুযার’ গোত্রের লোক। তাদের মধ্যে অনাহারের চিহ্ন দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বেরিয়ে এলেন এবং বেলালকে আযান ও এক্বামতের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর (সকলকে নিয়ে) ছালাত আদায় করলেন এবং ছালাত শেষে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি প্রথমে সূরা নিসার ১ম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

অনুবাদঃ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন ব্যক্তি হ’তে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে। অতঃপর ঐ দু’জন থেকে বিস্তৃত করেছেন অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট থেকে (নিজেদের অধিকার) দাবী করে থাক এবং (ভয় কর) আত্মীয়তার বন্ধনকে (তা ছিন্ন করা হ’তে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন’ *(নিসা ৪/১)*। অতঃপর তিনি সূরা হাশরের ১৮ আয়াতটি পড়লেন। **অনুবাদঃ** ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত আগামীকালের জন্য (ক্বিয়ামতের জন্য) সে কি (নেক আমল) অগ্রিম পেশ করেছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কিছু কর, সব খবর রাখেন’ *(হাশর ৫৯/১৮)*।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ছাদাক্বা করা তার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) থেকে, দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) থেকে, কাপড়-চোপড় থেকে, গমের ছা‘ থেকে বা খেজুরের ছা‘ থেকে। এমনকি তিনি বললেন, যদিও খেজুরের একটি টুকরা হয়’। রাবী বলেন, অতঃপর আনছারদের জনৈক ব্যক্তি একটা ভরা থলি নিয়ে উপস্থিত হ’ল, যা উঠাতে লোকটির হাত অক্ষম হচ্ছিল বরং অক্ষমই হয়ে পড়েছিল। অতঃপর একে একে আসতে শুরু হ’ল। এমনকি আমি দেখলাম যে, (অল্প সময়ের মধ্যে) খাদ্য ও বস্ত্রের দু’টি স্তূপ জমে গেল এবং আমি দেখলাম যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের চেহারা খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠেছে, যেন তা স্বর্ণমণ্ডিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম রীতি চালু করল, তার জন্য তার পুরস্কার রয়েছে এবং পুরস্কার রয়েছে তাদের, যারা তার পরে উক্ত কাজ করে। অথচ এর ফলে তাদের নিজস্ব পুরস্কারের কোনই কমতি হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন মন্দ রীতি চালু করল, তার জন্য তার গোনাহ রয়েছে এবং গোনাহ রয়েছে তাদের, যারা তার পরে উক্ত মন্দ কাজ করে। অথচ এর ফলে তাদের নিজস্ব গোনাহের কিছুই কম করা হবে না’।[১]

* ইমাম মুসলিম হাদীছটি ‘যাকাত’ অধ্যায়ে এবং ‘ইল্‌ম’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ ‘যাকাত’ অধ্যায়ে হাদীছটি দীর্ঘায়িতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীছটি ‘ইল্‌ম’ অধ্যায়ে এবং ইবনু মাজাহ ‘সুন্নাহ’ অধ্যায়ে এনেছেন ঘটনার বর্ণনা ছাড়াই সংক্ষিপ্তভাবে।

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ (১৩) ‘ইল্‌ম’ অধ্যায়।*

Contents

রাবীর পরিচয়:

নাম: জারীর বিন আব্দুল্লাহ বিন জাবের আল-বাজালী আল-ক্বাসরী। কুনিয়াত: আবু আমর অথবা আবু আবদুল্লাহ আল-ইয়ামানী। ১০ম হিজরীতে ইসলাম কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সমাদর করে নিজের কাপড় বিছিয়ে বসতে দেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো আমাকে বাধা দেননি। বরং যখনই আমাকে দেখতেন মুচকি হেসে সমাদর করতেন'। অনিন্দ্য সুন্দর চেহারার কারণে তাঁর উপাধি ছিল يوسف هذه الأمة 'এই উম্মতের ইউসুফ'। আব্দুল মালেক ইবনু ওমায়ের বলেন, আমি জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র চেহারা দেখতাম যেন চাঁদের টুকরা رأيت جرير وكأن وجهه شقة قمر। তিনি মাদায়েন বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। ক্বাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন তিনি ডান পার্শ্বের সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি মোট ১০০টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ ৮টি, বুখারী ১টি ও মুসলিম ৬টি বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে একদল বিদ্বান হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি কূফায় বসবাস করেন এবং পরে ক্বারক্বীসিয়া (قرقيسة) গমন করেন। সেখানে তিনি ৫১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

সারমর্ম: ইসলামে কোন উত্তম বা মন্দ রীতি চালু করলে সে ব্যক্তি তার ও তার অনুসারীদের সমপরিমাণ নেকী অথবা পাপের ভাগীদার হবে।

হাদীছের ব্যাখ্যা:

(كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صـــ) অর্থ كنا حاضرين في أول النهار عند رسول الله صـــ يوما 'আমরা দিনের প্রথমাংশে অর্থাৎ পূর্বাহ্নে একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির ছিলাম'। (فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ) 'এমন সময় একদল অর্ধনগ্ন লোক কালো ডোরাকাটা ছিন্নবস্ত্র অথবা 'আবা' পরিধান করে তরবারি ঝুলিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল'। (عُرَاةٌ) একবচনে عار অর্থ উলঙ্গ। অর্থাৎ يغلب عليهم العرى বস্ত্রাভাবে অর্ধনগ্ন। (مُجْتَابِى) মূলে ছিল مجتابين অর্থ لابسين পরিহিত। সম্বন্ধ পদ হওয়ার কারণে نون جمع পড়ে গেছে। বাবে - افتعال এর মাছদার الاجتياب থেকে اسم فاعل হয়েছে مجتابين। (النِّمَارِ) এক বচনে نمرة অর্থ بردة من صوف فيها خطوط بيض وسود يلبسها الأعراب 'সাদা-কালো ডোরাকাটা পশমী কম্বল, যা বেদুইন আরবরা পরিধান করে'। অর্থাৎ তারা ছেঁড়াফাটা ডোরাকাটা পশমী চাদর গায়ে দিয়ে এসেছিল। (أَوِ الْعَبَاءِ) অথবা 'আবা'। 'আবা' হ'ল আরবদের সাধারণ ঢিলা পোষাক, যা দিয়ে তারা পুরা দেহকে আবৃত করে। (مُتَقَلِّدِيْ) অর্থ أنهم متقلدون سيوفهم من جوانبهم 'তারা তাদের কোমরে তরবারি ঝুলানো অবস্থায় এসেছিল'। কোন কোন বর্ণনায় واو সহকারে ومتقلدي السيوف এসেছে।

(عَامَّتُهُمْ مِنْ مُّضَرٍ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرٍ) অর্থ أكثرهم أو غالبهم من قبيلة مضر 'তাদের অধিকাংশ অথবা সকলেই মুযার গোত্রের লোক ছিল'। مبالغة বা আধিক্য বুঝানোর জন্য এটা বলা হয়েছে। يمكن أن يكون بعضهم من غير مضر 'হ'তে পারে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুযার গোত্রের বহির্ভূত ছিল'।

(فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ) অর্থ فتغير وجه رسول الله وظهر عليه آثار الحزن لما رأى بهم من الفقر الشديد 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের কঠিন দারিদ্র্য দেখে তাঁর উপরে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠলো'।

(فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ:) অর্থ فدخل في بيته لعله لاحتمال أن يجد في البيت ما يدفع به فاقتهم ولعله ما وجد فخرج، 'তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন সম্ভবতঃ এই ধারণায় যে, সেখানে এমন কিছু পাবেন, যা দিয়ে এদের অভাব দূর করা যাবে। কিন্তু সম্ভবতঃ তা পাননি। ফলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন'। অতঃপর বেলালকে আযান ও এক্বামত দেওয়ার হুকুম দিলেন। অতঃপর ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর ভাষণ দিলেন এবং বললেন'। আযান ও এক্বামত দিতে বলায় এটা নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, এটি কোন ফরয ছালাত ছিল। অতঃপর এটি যে যোহরের বা জুম'আর ছালাত ছিল, সেটা বুঝা যায় صدر النهار বা পূর্বাহ্নে কথার মাধ্যমে। ভাষণে তিনি বললেন, (يَاأَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ...) অর্থাৎ তিনি সূরা নিসা-র ১ম আয়াত এবং

Contents

সূরা হাশরের ১৮ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। কেননা উক্ত আয়াত দু'টিতে মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে পরস্পরের হক আদায়ের এবং পরকালীন জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয়ের আহ্বান জানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি উপস্থিত সবাইকে ছাদাক্বা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করেন।

(تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ ...) অতঃপর তিনি বললেন, ليتصدق أحد من ديناره ودرهمه 'প্রত্যেকের উচিত তার দীনার, দিরহাম, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি থেকে ছাদাক্বা করা'। এখানে (تَصَدَّقَ) ক্রিয়াটি মূলে ছিল ليتصدق অর্থাৎ أمر غائب 'অনির্দিষ্ট আদেশসূচক'। যেমন কুরআনে এসেছে ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، 'ওদেরকে ছেড়ে দাও, ওরা খেয়ে-পরে নিক, মজা লুটে নিক ও রঙিন আশায় লিপ্ত থাকুক। সত্বর ওরা জানতে পারবে' *(হিজর ১৫/৩)*। এখানে يَأْكُلُواْ অর্থ ليأكلوا। একইভাবে এসেছে জাহেলী আরবের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরাউল ক্বায়েস-এর বিখ্যাত ক্বাছীদার শুরুতে قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل، এখানে نبك শেষ অক্ষর ى জযমযুক্ত হয়েছে এবং সেটি বিলুপ্ত হয়েছে أمر বা আদেশ সূচক ক্রিয়া হবার কারণে। আসলে ছিল فلنبك 'অতএব আমাদের কাঁদা উচিত'। অনুরূপভাবে আলোচ্য হাদীছে تصدق অতীত ক্রিয়া বাচক না হয়ে আদেশ সূচক ليتصدق 'ছাদাক্বা দেওয়া উচিত' অর্থ হবে। এটা না হ'লে পরবর্তী বক্তব্য (وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) 'যদি একটি খেজুরের টুকরাও হয়' বলার কোন অর্থ থাকে না। ফলে বাক্য হবে وليتصدق رجل ولو بشق تمرة 'এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ছাদাক্বা করা উচিত একটি খেজুরের টুকরা হ'লেও'।

(رَجُلٌ) অনির্দিষ্টবাচক একবচন আনা হয়েছে যা বহুবচনের স্থলাভিষিক্ত। এর দ্বারা বহুবচন অর্থাৎ 'লোকেরা' বুঝানো হয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে وَلَوْ انَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، 'যদি পৃথিবীর বৃক্ষ সব কলম হয়' *(লোকমান ৩১/২৭)*। এখানে شَجَرَةٌ একবচন, যা বহুবচন أشجار -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

(مِنْ دِيْنَارِهِ)-এর মধ্যে من দু'অর্থে হতে পারে। এক- تبعيضية অর্থাৎ ليتصدق مما عنده من دينار أو درهم وهلم جرا 'যার কাছে যে দীনার ও দেরহাম বা অন্যান্য বস্তুসমূহ রয়েছে, তা থেকে কিছু অংশ দান করা কর্তব্য'। দুই- ابتدائية অর্থাৎ ليتصدق بما هو مختص به وهو مفتقر إليه 'সে যেন ঐ বস্তু দান করে, যা তার জন্য নির্ধারিত এবং সে ব্যক্তি তার মুখাপেক্ষী'।

হাদীছটি কুরআনের আয়াতের সমার্থক। যেখানে আল্লাহ মদীনার আনছারদের প্রশংসায় বলেন, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 'তারা নিজেদের উপরে (মুহাজিরদের) অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত...' *(হাশর ৫৯/৯)*।

(حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) অর্থ إلى أن قال رسول الله صـــ ليتصدق كل رجل منكم ولو بشق تمرة 'অবশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ছাদাক্বা করা, খেজুরের একটা টুকরা হ'লেও'।

(قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تُعْجِزُ عَنْهَا) অর্থ قال الراوي أي جرير: فجاء رجل من الأنصار بربطة من الدراهم او الدنانير بل الدراهم على الظاهر تعجز عن حمل الصرة لثقلها لكثرتها– রাবী জারীর বলেন যে, জনৈক আনছার ব্যক্তি একটি থলি নিয়ে এলেন যা দীনার বা দেরহামে ভর্তি ছিল। তবে প্রকাশ্যতঃ সেটা দেরহামের (রৌপ্য) মুদ্রা হবে যা আধিক্যের ফলে ভারী হওয়ার কারণে লোকটি তা বহনে অক্ষম হচ্ছিল। বরং অক্ষম হয়ে গেল'! تُعْجِزُ -এর জীমে যের ও যবর দু'টিই পড়া যায়।

(ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ) অর্থ توالوا في إعطاء الصدقات واتيان المبرات 'ছাদক্বা দেওয়া এবং দান-সামগ্রী আসা শুরু হয়ে গেল'। এখানে প্রামাণ্য বিষয় হ'ল, প্রথম ব্যক্তির দান। কেননা তিনি সূচনা করাতেই অন্যেরা তার অনুসরণ করে। আর এজন্যেই প্রথম ব্যক্তি পরের ব্যক্তিদের দানের সমপরিমাণ নেকীর হকদার হবেন। এতে সৎকর্মে প্রতিযোগিতা এবং সর্বাগ্রে দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

(حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ) 'এমনকি আমি দেখলাম যে, খাদ্য ও বস্ত্রের দু'টি স্তূপ জমে গেল'। الكوم 'কাফ' পেশ যুক্ত পড়লে তার অর্থ হবে العظيم من كل شيء 'প্রত্যেক বস্তুর বৃহত্তম'। আর 'কাফ' যবরযুক্ত

পড়লে তার অর্থ হবে المكان المرتفع كالرابية ‘শিখর চূড়ার ন্যায় উঁচুস্থান’। ক্বাযী আয়ায বলেন, যবরযুক্ত পাঠ করাই উত্তম হবে। কেননা দানের আধিক্য বুঝানোই এখানে উদ্দেশ্য।

(حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مَذْهَبَةٌ) অর্থ حتى رأيت وجه النبي صــ يستنير ويظهر عليه امارات السرور كأنه مامؤه بالذهب– ‘এমনকি আমি রাসূলের চেহারাকে দেখলাম আলোকোজ্জ্বল এবং সেখানে খুশীর চিহ্ন সমূহ ফুটে উঠেছে, যেন তা সোনা দিয়ে মোড়ানো’।

(فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً...) অর্থ من أتى بطريقة مرضية لها أصل في الشرع و يقتدي به فيها فله أجر تلك الطريقة وثواب العمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ‘অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি মূলক কোন রীতি চালু করল, শরী‘আতে যার ভিত্তি রয়েছে। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে উক্ত কাজে অনুসরণ করা হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি ঐ রীতি চালু করার ছওয়াব এবং পরবর্তীতে তার উপরে আমলকারীদের সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। অথচ তাদের নিজস্ব ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না’।

(وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا...) অর্থ ومن أتى بطريقة غير مرضية ليست لها أصل في الشرع وهي البدعة الشرعية ويقتدي به فيها كان عليه اثمها واثم من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من آثامهم شيء ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিজনক কোন রীতি চালু করল, শরী‘আতে যার কোন ভিত্তি নেই, অর্থাৎ কোন শারঈ বিদ‘আত চালু করল এবং ঐ ব্যক্তিকে উক্ত কাজে অনুসরণ করা হয়ে থাকে, ঐ ব্যক্তির উপরে ঐকাজের পাপ এবং পরবর্তীতে তার উপরে আমলকারীদের সমপরিমাণ পাপের বোঝা চাপানো হবে। অথচ তাদের নিজস্ব পাপে কোনরূপ কমতি করা হবে না।’

ফায়েদাঃ ছাহেবে মিরক্বাত এখানে سنة سيئة অর্থ بدعة مذمومة বলেছেন, যা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা এর দ্বারা তিনি সম্ভবতঃ ভাল ও মন্দ দু’ধরনের বিদ‘আতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অথচ শারঈ বিদ‘আত সবটাই বিদ‘আত। এর কোন ভাগ নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ‘সকল বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’।[২] হাদীছটির শেষাংশ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বয়ের সমার্থক। যেমন আল্লাহ বলেন, لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ– ‘ফলে কেয়ামতের দিন ওরা পূর্ণ মাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং তাদেরও পাপভার যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু পথভ্রষ্ট করেছে। সাবধান! এটা খুবই নিকৃষ্ট বোঝা, যা তারা বহন করে’ *(নাহ্ল ১৬/২৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ‘আর অবশ্যই তারা তাদের পাপের বোঝা বহন করবে এবং তাদের পাপের সাথে অন্যদের পাপের বোঝা। আর তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে ক্বিয়ামতের দিন ঐসব বিষয়ে যেসব মিথ্যা তারা উদ্ভাবন করেছে’ *(আনকাবূত ২৯/১৩)*।

অনেকে অত্র হাদীছকে তাদের কল্পিত বিদ‘আতে হাসানাহ্র পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেন। অথচ এটা মারাত্মক ভুল। কেননা বিদ‘আতের পারিভাষিক অর্থ হ’ল ‘ধর্মের মধ্যে নতুন সৃষ্টি’। যেমন মীলাদ, ক্বিয়াম, কুলখানি, চেহলাম, মাযহাবী তাক্বলীদ এবং শবে মে‘রাজ, শবেবরাত প্রভৃতি নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যেসবের কোন ভিত্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় ছিল না। নতুনভাবে সৃষ্ট ব্যবহারিক ও বৈষয়িক বস্তু সমূহ আভিধানিক অর্থে বিদ‘আত হ’লেও পারিভাষিক অর্থে বিদ‘আত নয় (যা গোনাহের কারণ হয়)। যেমন সাইকেল, ঘড়ি, মোটরগাড়ি, উড়োজাহায, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। এরূপ আবিষ্কার ক্বিয়ামত পর্যন্ত হতেই থাকবে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে। এসব আবিষ্কারের জন্য ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সর্বদা উৎসাহিত করেছে। এগুলি আদৌ কোন পারিভাষিক অর্থাৎ ধর্মীয় বিদ‘আত নয়। অথচ এগুলিকে অজুহাত করে একদল লোক সমাজে ধর্মের নামে নানা বিদ‘আত চালু করেছেন। যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। অবস্থা এমন হয়েছে যে, ঐ বিদ‘আতগুলিকেই লোকেরা প্রকৃত ইসলাম ভেবেছে এবং এসবের বিরোধিতা করাকে ধর্মের বিরোধিতা ভেবে নিচ্ছে। এই মানসিকতা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হ’তে হবে।

আলোচ্য হাদীছে বিদ‘আতীদের জন্য কোন দলীল নেই। কেননা এখানে ‘সুন্নাতান হাসানাতান’ বলা হয়েছে।

---

২. *মুসলিম, মিশকাত ১৪১/২ ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।*

Contents

'বিদ'আতান হাসানাতান' বলা হয়নি। ঐ ছাহাবী নবীর সম্মুখে কোন বিদ'আত চালু করেননি; বরং রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হত দরিদ্র গরীবদের ছাদাক্বা দানের প্রথম সূচনা করেছিলেন। যার নির্দেশ কুরআনে ও হাদীছে আগে থেকেই মওজূদ ছিল। অথচ পারিভাষিক অর্থে বিদ'আত তো কেবল তাকেই বলা হয়, যার কোন ভিত্তি কুরআন বা ছহীহ হাদীছে নেই।

পরিত্যক্ত সুন্নাত নতুনভাবে চালু করাটাই সুন্নাতে হাসানাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত। যেমন (১) ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে রাসূলের যামানায় চালু করা বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আতের সাথে মসজিদে নববীতে পুনরায় চালু করেন।[৩] যা আবুবকর (রাঃ)-এর যামানায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দু'বছর বন্ধ ছিল। ওমর (রাঃ) খুশীতে একে 'সুন্দর বিদ'আত' (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ) বলেছিলেন।[৪] আভিধানিক অর্থে, পারিভাষিক অর্থে নয়। কেননা ওমর (রাঃ) জেনেবুঝে ধর্মের নামে কোন পাপের কাজ চালু করবেন, এটা কল্পনাই করা যায় না। অতএব ওমর (রাঃ)-এর কথার মধ্যে বিদ'আতীদের কোন আশ্রয় নেই।

(২) বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান বিশ রাক'আত তারাবীহ্‌র বিদ'আতী প্রথার অনুসরণ করেন। এক্ষণে যদি কোন ভাই বা বোন নবীর সুন্নাতকে যিন্দা করার নিয়তে ওমরের ন্যায় বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ চালু করেন, তাহ'লে তিনি আলোচ্য হাদীছ অনুযায়ী রাসূলের ভাষায় 'সুন্নাতে হাসানাহ' চালু করার নেকী পাবেন।

(৩) একইভাবে এদেশের অধিকাংশ মুসলমান ৬ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেন। যার কোন ভিত্তি ছহীহ হাদীছে নেই এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় যার কোন প্রচলন ছিল না। এক্ষণে যদি কেউ সাহস করে ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত চালু করেন, তবে তিনি হযরত ওমরের মত 'সুন্নাতে হাসানাহ' চালুর নেকী পাবেন।

(৪) হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী- চার মাযহাব মান্য করা ফরয (?)। এগুলির কোন একটি না মানলে তাকে লা-মাযহাবী ও বেদ্বীন গণ্য করা হয়। অথচ চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে এসব মাযহাবী তাক্বলীদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এক্ষণে যদি কেউ তাক্বলীদের গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসারী হন, তাহ'লে তিনিও 'সুন্নাতে হাসানাহ্‌'র নেকী পাবেন।

(৫) মুসলিম দেশগুলির অধিকাংশ ইহুদী-নাছারাদের প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে ও নিজেদের তৈরী আইনে শাসিত হচ্ছে। সেখানে আল্লাহকৃত হারামকে হালাল করা হচ্ছে এবং হালালকে হারাম করা হচ্ছে। জনগণকে এসব আইন মানতে বাধ্য করা হচ্ছে। এক্ষণে যদি কোন মুসলিম শাসক বা সরকার এগুলি পরিত্যাগ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করেন, তাহ'লে তিনি বা উক্ত সরকার সুন্নাতে হাসানাহ্‌র মহান নেকী লাভে ধন্য হবেন।

(৬) এক মজলিসে এক সাথে তিন তালাকের বিদ'আতী তালাককে 'তিন তালাক বায়েন' গণ্য করার পরিণতিতে সৃষ্ট 'হিল্লা' প্রথা এ দেশের মুসলিম নারী জীবনে এক মর্মান্তিক অভিশাপ হিসাবে চালু আছে। জাহেলী যুগ থেকে চলে আসা এই নোংরা প্রথার বিরুদ্ধে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে যদি কোন আলেম ও সমাজনেতা রাসূলের যুগের সুন্নাতী তালাকের পদ্ধতি অর্থাৎ এক মজলিসে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করে তিন মাসে তিন তালাকের সুন্নাতী পদ্ধতি চালু করার দৃঢ় পদক্ষেপ নেন, তাহ'লে তিনিও 'সুন্নাতে হাসানাহ' যিন্দা করার অফুরন্ত নেকী লাভে ধন্য হবেন এবং সাথে সাথে অসংখ্য মযলূম মা-বোনের। প্রাণখোলা দো'আ পেয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হবেন।

এমনিতরো অগণিত বিষয় রয়েছে, যা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। যেগুলি পরিবর্তন করার জন্য সাহস করে এগিয়ে আসার মত লোকের অভাব খুবই বেশী। বরং ঘরে-বাইরে দেখা যায় আপোষকামী লোকের ছড়াছড়ি। এক্ষণে যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হবেন এবং এ ব্যাপারে সর্বদা জনমত সংগঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন, ইনশাআল্লাহ তারাই 'সুন্নাতে হাসানাহ' চালু করার নেকী লাভ করে আল্লাহ্‌র নিকটে মহান পুরস্কারে ভূষিত হবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

শিক্ষা : হাদীছটিতে ভাল কাজ সর্বাগ্রে শুরু করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যাতে অন্যেরা তার অনুসরণ করে। অনুরূপভাবে মন্দরীতি চালু করার প্রতি ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যাতে তার অনুসারীদের পাপের বোঝা তার ঘাড়ে না চাপে। আলেম ও সমাজ নেতাদের প্রতি অত্র হাদীছে হুঁশিয়ারী রয়েছে, তারা যেন সর্বদা সমাজে সুন্দর রীতির সূচনায় তৎপর থাকেন এবং মন্দ রীতি চালু করা হ'তে বিরত থাকেন।

হাদীছটিকে 'ইল্‌ম' অধ্যায়ে আনা হয়েছে এজন্যে যে, সঠিক ইল্‌ম থাকলেই তবে কোন ব্যক্তি কল্যাণময় রাস্তা খুঁজে পায় ও তার অনুসরণ করতে বা তা চালু করতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সমর্থ হয়।

[চলবে]

৩. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২ সনদ ছহীহ; 'ছালাত' অধ্যায় 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।*
৪. *বুখারী, মিশকাত হা/১৩০১; বুখারী হা/২০১০ 'তারাবীহ্‌র ছালাত' অধ্যায়।*

সংগ্রহ

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১১তম কিস্তি)

ইউসুফের ব্যবহৃত জামা প্রেরণ

ভাইদেরকে মাফ করে দেওয়ার পর ইউসুফ তাঁর ব্যবহৃত জামাটি বড় ভাইদের হাতে দিয়ে বললেন, এই জামাটি নিয়ে পিতার চেহারার উপরে রেখো। তাতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। অতঃপর তাঁকে সহ তোমাদের সকলের পরিবারবর্গকে নিয়ে এখানে চলে এসো। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, এই সময় ইয়াহূদা বলেছিল, বড় ভাই হিসাবে পিতা সেদিন আমার হাতেই তোমাকে সোপর্দ করেছিলেন। কিন্তু আমি ভাইদের চাপের মুখে তোমার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে পিতাকে দেখিয়েছিলাম। আজ আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তোমার এ জামাটি আমিই স্বহস্তে পিতার মুখের উপরে রাখব। এর বিনিময়ে তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করে দেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এই বড় ভাই-ই সে সময় তিনদিন ধরে গোপনে ইউসুফকে কূয়ায় দেখাশুনা করতেন। এরই পরামর্শে ভাইয়েরা তাকে হত্যা করেনি। বেনিয়ামীনকে হারিয়ে মনের দুঃখে এই বড় ভাই-ই মিসর থেকে আর কেন‘আনে ফিরে যাননি। তাই আজকে ইউসুফকে ফিরে পাওয়ার সুসংবাদ এবং তার জামা নিয়ে পিতার চেহারার উপরে রাখার এ মহান দায়িত্ব পালনের অধিকার স্বভাবতঃ তার উপরেই বর্তায়। অতঃপর ইউসুফের জামা নিয়ে ভাইদের কাফেলা মিসর ত্যাগ করে কেন‘আনের পথে রওয়ানা হ’ল। ওদিকে আল্লাহ্র বিশেষ ব্যবস্থাপনায় প্রায় ২৫০ মাইল দূরে ইয়াকূবের নিকটে উক্ত জামার গন্ধ পৌঁছে গেল। তিনি আনন্দের আতিশয্যে সবাইকে বলে ফেললেন যে, ওগো তোমরা শুনো! আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি’ *(১২/৯৫)*। নিঃসন্দেহে এটি ছিল মু‘জেযা, যা আল্লাহ যথাসময়ে ইয়াকূবকে প্রদর্শন করেছেন। কেননা মু‘জেযা নবীগণের ইচ্ছাধীন নয়। এটা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি সময় ও প্রয়োজন মাফিক নবীগণের মাধ্যমে তা প্রদর্শন করে থাকেন। যদি এটা নবীগণের ইচ্ছাধীন হ’ত, তাহ’লে বাড়ীর অদূরে জঙ্গলের এক পরিত্যক্ত কূয়ায় ইউসুফ তিনদিন পড়ে রইলেন, তার রক্তমাখা জামা পিতার কাছে দেওয়া হ’ল তখন তো তিনি ইউসুফের খবর জানতে পারেননি।

ভাইদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের তাৎপর্য:

ইউসুফ ভাইদের উপরে কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে চাননি। বরং তিনি চেয়েছিলেন তাদের তওবা ও অনুতাপ। সেটা তিনি যথাযথভাবেই পেয়েছিলেন। কেননা এই দশ ভাইও নবীপুত্র এবং তাদেরই একজন ‘লাভী’ (لاوى)-এর বংশের অধঃস্তন চতুর্থ পুরুষ হয়ে জন্ম নেন অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মূসা (আঃ)।

বস্তুতঃ ইয়াকূব (আঃ)-এর উক্ত বারোজন পুত্রের বংশধারা হিসাবে বনু ইস্রাঈলের বারোটি গোত্র সৃষ্টি হয় এবং তাদের থেকেই যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করেন লক্ষাধিক নবী ও রাসূল। যাঁদের মধ্যে ছিলেন দাঊদ ও সুলায়মানের মত শক্তিধর রাষ্ট্রনায়ক, রাসূল ও নবী এবং বনু ইস্রাঈলের সর্বশেষ রাসূল হযরত ঈসা (আঃ)। অতএব বৈমাত্রেয় হিংসায় পদস্খলিত হ’লেও নবী রক্তের অন্যান্য গুণাবলী তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ইউসুফ (আঃ) তাই তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে নিঃসন্দেহে বিরাট মহত্ত্ব ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ এই ঘটনার প্রায় আড়াই হাযার বছর পরে বনু ইসমাঈলের একমাত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর জানী দুশমন মক্কার কাফেরদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তিনিও সেদিন ইউসুফের ন্যায় একই ভাষায় বলেছিলেন, لاتثريب عليكم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء ‘তোমাদের প্রতি আজ কোন অভিযোগ নেই। যাও! তোমরা মুক্ত’। শুধু তাই নয়, কাফের নেতা আবু সুফিয়ানের গৃহে যে ব্যক্তি আশ্রয় নিবে, তাকেও তিনি ক্ষমা ঘোষণা করে বলেন, من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ‘যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নিবে, সে নিরাপদ থাকবে’।[৫] তাতে ফল হয়েছিল এই যে, যারা ছিল এতদিন তাঁর রক্ত পিয়াসী, তারাই হ’ল এখন তাঁর দেহরক্ষী। পরবর্তী হুনায়েন যুদ্ধে নওমুসলিম কুরায়েশদের বীরত্ব ব্যঞ্জক ভূমিকা এবং দু’বছর পরে আবুবকরের খেলাফতকালে ইয়ারমূকের যুদ্ধে আবু জাহ্ল-পুত্র ইকরিমার কালজয়ী ভূমিকা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তাই বিদ্বেষী সৎ ভাইদের ক্ষমা করে দিয়ে ইউসুফ (আঃ) নবীসুলভ মহানুভবতা এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

ঘটনাটির কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপঃ

اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ- وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ- قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ-

৫. *আর-রাহীকুল মাখতূম (কুয়েতঃ ১৪১৪/১৯৯৪), পৃঃ ৪০৫, ৪০১।*

ইউসুফ তার ভাইদের বললেন, 'তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার চেহারার উপরে রেখো। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আস'। 'অতঃপর কাফেলা যখন রওয়ানা হ'ল, তখন (কেন'আনে) তাদের পিতা বললেন, إِنِّي لَأَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُوْنِ، যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না ভাবো, তবে বলি যে, আমি নিশ্চিতভাবেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি'। 'লোকেরা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন' *(ইউসুফ ১২/৯৩-৯৫)*।

ইয়াকূব (আঃ) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন:

যথাসময়ে কাফেলা দীর্ঘ সফর শেষে বাড়ী পৌঁছল এবং বড়ভাই ইয়াহূদা ছুটে গিয়ে পিতাকে ইউসুফের সুসংবাদ দিলেন। অতঃপর ইউসুফের প্রদত্ত জামা পিতার মুখের উপরে রাখলেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। খুশীতে উদ্বেলিত ও আনন্দে উৎফুল্ল বৃদ্ধ পিতা বলে উঠলেন, أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ، 'আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না'। অর্থাৎ ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে আমার সাক্ষাত হবে, এ খবর আল্লাহ আমাকে আগেই দিয়েছিলেন। বিষয়টির কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيْ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ–

'অতঃপর যখন সুসংবাদ দাতা (ইয়াহূদা) পৌঁছল, সে জামাটি তার (ইয়াকূবের) চেহারার উপরে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা জানি, তোমরা তা জানো না'? *(ইউসুফ ১২/৯৬)*।

ঘামের গন্ধে দৃষ্টিশক্তি ফেরা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য:

ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যবহৃত জামা প্রেরণ ও তা মুখের উপরে রাখার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার বিষয়টি মু'জেযা হিসাবেই আমরা বিশ্বাস করে থাকি। সেকারণ একে কেউ গবেষণার বিষয়বস্তু বলে মনে করেনি। কিন্তু বর্তমানে এর উপরে গবেষণা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, রক্ত সম্পর্কীয়ের দেহের ঘামের প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসা সম্ভব। বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এটা প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত গবেষণার মূল সূত্র ছিল ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যবহৃত জামা মুখের উপরে রাখার মাধ্যমে ইয়াকূব (আঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কুরআনী বর্ণনা। এ বিষয়ে পত্রিকায় ইতিপূর্বে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

পিতার নিকটে ছেলেদের ক্ষমা প্রার্থনা:

প্রকৃত ঘটনা সবার নিকটে পরিষ্কার হয়ে গেলে লজ্জিত ও অনুতপ্ত বিমাতা ভাইয়েরা সবাই এসে পিতার কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং আল্লাহ্‌র নিকটে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুরোধ করল। যেমন আল্লাহ বলেন,

قَالُوْا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ– قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

'তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের অপরাধ মার্জনার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আমরা গোনাহগার ছিলাম'। 'পিতা বললেন, সত্বর আমি আমার পালনকর্তার নিকটে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউসুফ ১২/৯৭-৯৮)*।

ইয়াকূব-পরিবারের মিসর উপস্থিতি ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন:

৯৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ তার ভাইদেরকে তাদের পরিবারবর্গসহ মিসরে আসতে বলেছিলেন। মিসরে তাদের এই যাওয়াটাই ছিল কেন'আন থেকে স্থায়ীভাবে তাদের মিসরে হিজরত। আরবের ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিল, ইয়াকূব পরিবারের মিসরে হিজরতের কারণ কি? তার জবাব এটাই যে, ইউসুফের আহ্বানে ইয়াকূব পরিবার স্থায়ীভাবে মিসরে হিজরত করেছিল এবং প্রায় চারশ' বছর পরে সেখানে মূসা (আঃ)-এর আবির্ভাবকালে তাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লাখে পৌঁছে গিয়েছিল।[৬] এ সময় তাদের সংখ্যা ছিল মিসরের মোট জনসংখ্যার ১০ হ'তে ২০ শতাংশের মত।[৭]

মিসর থেকে ভাইদের কেন'আনে ফেরৎ পাঠানোর সময় কোন কোন বর্ণনা মোতাবেক ইউসুফ (আঃ) দু'শো উট বোঝাই খাদ্য-শস্য ও মালামাল উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন, যাতে তারা যাবতীয় দায়-দেনা চুকিয়ে ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে মিসরে স্থায়ীভাবে ফিরে আসতে পারে। ইয়াকূব পরিবার সেভাবেই প্রস্তুতি নিলেন। অতঃপর গোটা পরিবার বিরাট কাফেলা নিয়ে কেন'আন ছেড়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। এই সময় তাদের সংখ্যা নারী-পুরুষ সব মিলে ৭০ জন অথবা তার অধিক ছিল বলে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৮]

অপর দিকে মিসর পৌঁছার সময় নিকটবর্তী হ'লে ইউসুফ (আঃ) ও নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য বিশাল আয়োজন করেন। অতঃপর পিতা-মাতা ও ভাইদের নিয়ে তিনি শাহী মহলে প্রবেশ করেন। ইউসুফের শৈশবকালে তার মা মৃত্যুবরণ করার কারণে তার আপন

---

৬. *তারীখুল আম্বিয়া ১/১৪০*।
৭. *মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (ঢাকাঃ ১৯৯৬), ৫/২৫০ পৃঃ*।
৮. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/২০৪*।

খালাকে পিতা বিবাহ করেন, ফলে তিনিই মা হিসাবে পিতার সাথে আগমন করেন। তবে কেউ বলেছেন, তাঁর আসল মা এসেছিলেন।[৯] অতঃপর তিনি পিতা-মাতাকে তাঁর সিংহাসনে বসালেন। এর পরবর্তী ঘটনা হ'ল শৈশবে দেখা স্বপ্ন বাস্তবায়নের অনন্য দৃশ্য। এ বিষয়ে বর্ণিত কুরআনী ভাষ্য নিম্নরূপ:

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِنْ شَاء اللّهُ آمِنِيْنَ- وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَـذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيْ إِذْ أَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ إِنَّ رَبِّيْ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ-

'অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে নিলেন এবং বললেন, আল্লাহ চাহেন তো নিঃশংকচিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন'। 'অতঃপর তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সম্মুখে সিজদাবনত হ'ল। তিনি বললেন, হে পিতা! এটিই হচ্ছে আমার ইতিপূর্বে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার পালনকর্তা একে বাস্তবে পরিণত করেছেন। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, সুক্ষ্ম কৌশলে তা সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই তিনি বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(ইউসুফ ১২/৯৯-১০০)*।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পিতা-পুত্রের মিলনের সময় ইউসুফের কথাগুলি লক্ষণীয়। তিনি এখানে ভাইদের দ্বারা অন্ধকূপে নিক্ষেপের কথা এবং পরবর্তীতে যোলায়খার চক্রান্তে কারাগারে নিক্ষেপের কথা চেপে গিয়ে কেবল কারামুক্তি থেকে বক্তব্য শুরু করেছেন। তারপর পিতাকে গ্রাম থেকে শহরে এনে মিলনের কথা ও উন্নত জীবনে পদার্পণের কথা বলেছেন। অতঃপর ভাইদের হিংসা ও চক্রান্তের দোষটি শয়তানের উপরে চাপিয়ে দিয়ে ভাইদেরকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। সবকিছুতে আল্লাহ্র অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি উচ্চাঙ্গের বর্ণনা এবং এতে মহানুভব ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইয়াকূবী শরী'আতে সম্মানের সিজদা বা সিজদায়ে তা'যীমী জায়েয ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদী শরী'আতে এটা হারাম করা হয়েছে। এমনকি সালাম করার সময় মাথা নত করা বা মাথা ঝুঁকানোও হারাম। এর মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি সিজদা করার দূরতম সম্ভাবনাকেও নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে।

ইউসুফের দো'আ:

এভাবে ইউসুফের শৈশবকালীন স্বপ্ন যখন স্বার্থক হ'ল, তখন তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে আল্লাহ্র নিকটে প্রাণভরে দো'আ করেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ-

'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে (স্বপ্নব্যাখ্যা সহ) বাণীসমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা দানের শিক্ষা প্রদান করেছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের হে সৃষ্টিকর্তা! আপনিই আমার কার্যনির্বাহী দুনিয়া ও আখেরাতে। আপনি আমাকে 'মুসলিম' হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করুন' *(ইউসুফ ১২/১০১)*।

ইউসুফের উক্ত দো'আর মধ্যে যুগে যুগে সকল আল্লাহভীরু মযলূমের হৃদয় উৎসারিত প্রার্থনা ফুটে বেরিয়েছে সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারী ও সমর্পিত চিত্ত ব্যক্তির জন্য ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনী নিঃসন্দেহে একটি অনন্য সাধারণ প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত।

ইউসুফের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা:

সূরা আল-আন'আমের ৮৩ হ'তে ৮৬ আয়াতে আল্লাহ পাক একই স্থানে পরপর ১৮ জন নবীর নাম উল্লেখ পূর্বক তাঁদের প্রশংসা করে বলেন, আমি তাদের প্রত্যেককে সুপথ প্রদর্শন করেছি, সৎকর্মশীল হিসাবে তাদের প্রতিদান দিয়েছি এবং তাদের প্রত্যেককে আমি সারা বিশ্বের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি (وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ)। তারা প্রত্যেকে ছিলেন পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত (كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ)। বস্তুতঃ ঐ ১৮ জন প্রশংসিত নবীর মধ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ)ও রয়েছেন *(আন'আম ৬/৮৪)*।

ইউসুফকে আল্লাহ সম্ভবতঃ ছহীফা সমূহ প্রদান করেছিলেন, যেমন ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আঃ)-কে প্রদান করা হয়েছিল *(আ'লা ৮৭/১৯)*। আল্লাহ তাঁকে নবুঅত ও হুকুমত উভয় মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। মানুষ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকলেও মিসরবাসী সকলে তাঁর দ্বীন কবুল করেনি। উক্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ ইউসুফের প্রশংসা করেন এবং মানুষের সন্দেহবাদের নিন্দা করে বলেন,

---

৯. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১/১৮৪, ২০৪*।

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوْلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ–

'ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল। অতঃপর তোমরা তার আনীত বিষয়ে সর্বদা সন্দেহ পোষণ করতে থাক। অবশেষে যখন সে মারা গেল, তখন তোমরা বললে, আল্লাহ ইউসুফের পরে কখনো আর কাউকে রাসূল রূপে পাঠাবেন না... (অথচ রিসালাতের ধারা অব্যাহত ছিল)। আল্লাহ এমনিভাবে সীমালংঘনকারী ও সন্দেহবাদীদের পথভ্রষ্ট করে থাকেন' *(মুমিন ৪০/৩৪)*।

শেষনবীর প্রতি আল্লাহ্র সম্বোধন ও সান্ত্বনা প্রদান:

৩ থেকে ১০১ পর্যন্ত ৯৯টি আয়াতে ইউসুফের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করার পর আল্লাহ পাক শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন, ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ– 'এগুলো হ'ল গায়েবী খবর, যা আমরা তোমার কাছে প্রত্যাদেশ করলাম। তুমি তাদের নিকটে (অর্থাৎ ইউসুফ ভ্রাতাদের নিকটে) ছিলে না, যখন তারা তাদের পরিকল্পনা আঁটছিল এবং ষড়যন্ত্র করছিল' *(ইউসুফ ১২/১০২)*।

এর দ্বারা আল্লাহ একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রায় আড়াই হাযার বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া ইউসুফ ও ইয়াকূব পরিবারের এই অলৌকিক ঘটনা ও অশ্রুতপূর্ব কাহিনী সবিস্তারে ও সঠিকভাবে বর্ণনা করা নবুঅতে মুহাম্মাদীর এক অকাট্য দলীল। কুরআন অবতরণের পূর্বে এ ঘটনা মক্কাবাসী মোটেই জানত না। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَـذَا، 'ইতিপূর্বে (নবীদের) এ সকল ঘটনা না তুমি জানতে, না তোমার স্বজাতি জানত' *(হূদ ১১/৪৯)*। ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, (মদীনা থেকে প্রেরিত) ইহুদী প্রতিনিধি এবং কুরায়েশ নেতারা একত্রিতভাবে রাসূলকে ইউসুফ ও ইয়াকূব-পরিবারের ঘটনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তাদের প্রশ্নের জবাবে অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপরোক্ত ঘটনাবলী সুন্দরভাবে বলে দেওয়া সত্ত্বেও এবং তা তাওরাতের অনুকূলে হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা অবিশ্বাস ও কুফরীতে অটল রইল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্তরে দারুন আঘাত পেলেন। এ সময় আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে পরবর্তী আয়াত নাযিল করেন, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ– 'তুমি যতই আকাংখা কর, অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়' *(ইউসুফ ১২/১০৩; তাফসীরে বাগাভী)*। অর্থাৎ নবী হিসাবে একমাত্র কাজ হ'ল প্রচার করা ও সাধ্যমত সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করার দায়িত্ব বা ক্ষমতা কোনটাই নবীর এখতিয়ারাধীন নয়। কাজেই লোকদের অবিশ্বাস বা অস্বীকারে দুঃখ করার কিছুই নেই। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدِ–

'তারা যা বলে আমরা তা সম্যক অবগত আছি। তুমি তাদের উপরে যবরদস্তিকারী নও। অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দাও' *(ক্বাফ ৫০/৪৫)*।

ইউসুফের কাহিনী এক নযরে

(১) জন্মের বৎসরাধিক কাল পরেই মায়ের মৃত্যু (২) অতঃপর ফুফুর কাছে লালন-পালন (৩) ফুফু ও পিতার স্নেহের দ্বন্দ্বে ফুফু কর্তৃক চুরির অপবাদ প্রদান। অতঃপর চুরির শাস্তি স্বরূপ ফুফুর দাসত্ব বরণ (৪) শৈশবে স্বপ্ন দর্শন ও পিতার নিকটে বর্ণনা (৫) পিতৃস্নেহের আধিক্যের কারণে ভ্রাতৃ হিংসায় পতিত হন এবং তাকে হত্যার চক্রান্ত হয় (৬) পরে জঙ্গলে নিয়ে হত্যার বদলে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হয় (৭) সেখান থেকে প্রসিদ্ধ মতে তিন দিন পরে একটি পথহারা ব্যবসায়ী কাফেলার নিক্ষিপ্ত বালতিতে করে উপরে উঠে আসেন (৮) অতঃপর ভাইদের মাধ্যমে ব্যবসায়ী কাফেলার নিকটে ক্রীতদাস হিসাবে স্বল্পমূল্যে বিক্রি হয়ে যান (৯) অতঃপর 'আযীযে মিছর' ক্বিৎফীরের গৃহে ক্রীতদাস হিসাবে পদার্পণ করেন ও পুত্রস্নেহে লালিত-পালিত হন (১০) যৌবনে গৃহস্বামীর স্ত্রী যোলায়খার কু-নযরে পড়েন (১১) অতঃপর সেখান থেকে ব্যভিচার চেষ্টার মিথ্যা অপবাদে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন (১২) প্রসিদ্ধ মতে সাত বছর কারাগারে থাকার পর বাদশাহ্র স্বপ্ন ব্যাখ্যা দানের অসীলায় বেকসূর খালাস পান এবং তার পূর্বে সম্ভবতঃ জেলখানাতেই তাঁর নবুঅত লাভ হয় (১৩) অতঃপর বাদশাহ্র নৈকট্যশীল হিসাবে এক বছর রাজ্য পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করেন (১৪) এ সময় ক্বিৎফীরের মৃত্যু এবং বাদশাহ্র উদ্যোগে যুলায়খার সাথে ইউসুফের বিবাহ হয় বলে ইস্রাঈলী বর্ণনায় প্রতিভাত হয়। তবে এতে মতভেদ রয়েছে। (১৫) বাদশাহ ইসলাম কবুল করেন বলে বর্ণিত হয়েছে এবং ইউসুফকে অর্থ মন্ত্রণালয় সহ দেশের পুরা শাসনভার অর্পণ করে তিনি নির্জনবাসী হন (১৬) দুর্ভিক্ষের সাত বছরের শুরুতে কেন'আন থেকে ইউসুফের সৎ ভাইয়েরা খাদ্যের সন্ধানে মিসরে আসেন এবং তিনি তাদের চিনতে পারেন। দ্বিতীয়বার আসার সময় তিনি তাদেরকে বেনিয়ামীনকে সাথে আনতে বলেন (১৭)

Contents

বেনিয়ামীনকে আনার পর বিদায়ের সময় তার খাদ্য-শস্যের বস্তার মধ্যে ওযনপাত্র রেখে দিয়ে কৌশলে 'চোর'(?) বানিয়ে তাকে নিজের কাছে আটকে রাখেন (১৮) বেনিয়ামীনকে হারানোর মনোকষ্টে বেদনাহত পিতা ইয়াকূব স্বীয় পুত্র ইউসুফ ও বেনিয়ামীনকে একত্রে পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট থেকে বিশেষ জ্ঞান অথবা গোপন অহী লাভ করেন (১৯) ইউসুফ ও বেনিয়ামীনকে খুঁজে আনার জন্য ছেলেদের প্রতি তিনি কড়া নির্দেশ দেন এবং সেমতে তারা পুনরায় মিসর গমন করেন (২০) এই সময় আযীযে মিছরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে ভাইদের মুখে বৃদ্ধ পিতার ও দুস্থ পরিবারের দুরবস্থার কথা শুনে ব্যথিত ইউসুফ নিজেকে প্রকাশ করে দেন। (২১) তখন ভাইয়েরা তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন (২২) ইউসুফের নির্দেশে ভাইয়েরা কেন'আনে ফিরে যান এবং ইউসুফের দেওয়া তার ব্যবহৃত জামা তার পরামর্শমতে অন্ধ পিতার চেহারার উপরে রাখার সাথে সাথে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান (২৩) অতঃপর ইউসুফের আবেদনক্রমে গোটা ইয়াকূব-পরিবার মিসরে স্থায়ীভাবে হিজরত করে (২৪) মিসরে তাদেরকে রাজকীয় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় এবং প্রসিদ্ধ মতে চল্লিশ বছর পর পিতা ও পুত্রের মিলন হয়। (২৫) অতঃপর পিতা-মাতা ও ১১ ভাই ইউসুফকে সম্মানের সিজদা করেন। (২৬) এভাবে শৈশবে দেখা ইউসুফের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় এবং একটি করুণ কাহিনীর আনন্দময় সমাপ্তি হয়।

ইয়াকূব (আঃ)-এর মৃত্যুঃ

ইয়াকূব (আঃ) মিসরে ১৭ বছর বসবাস করার পর ১৪৭ বছর বয়সে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন এবং অছিয়ত অনুযায়ী তাঁকে কেন'আনে পিতা ইসহাক্ব ও দাদা ইবরাহীম (আঃ)-এর কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।[১০]

ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যুঃ

ইউসুফ (আঃ) ১২০ বছর বয়সে মিসরে ইন্তেকাল করেন। তিনিও কেন'আনে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য অছিয়ত করে যান। তাঁর দুই ছেলে ছিল ইফরাঈম ও মানসা। *=(ঐ, পৃঃ ১/২০৬, ১৯৬)*। কেন'আনের উক্ত স্থানটি এখন ফিলিস্তীনের হেবরন এলাকায় 'আল-খলীল' নামে পরিচিত। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ، 'নিশ্চয়ই নবীগণের কাহিনীতে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে' *(ইউসুফ ১২/১১১)*।

[চলবে]

ইসলামী শরী'আতে সালামের গুরুত্ব

-ড.এ.এস.এম.আযীযুল্লাহ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। কথাটি শুধু পুঁথিগত নীতিবাক্য নয়। ব্যবহারিক জীবনের বাস্তবতায় এটি চরম সত্য। মহানবী (ছাঃ)-এর সমগ্র জীবনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এমনকি আন্তর্জাতিক জীবনেও এর উদাহরণ পরিব্যাপ্ত। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যেই নিহিত আছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*। মানুষের জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিক নির্দেশনা নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং প্রাত্যহিক জীবনে ছুবহে ছাদিক হ'তে শুরু করে রাত্রে শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। নবী করীম (ছাঃ) হ'লেন ইসলামের সর্বশেষ নবী। আর ইসলাম হ'ল শান্তির ধর্ম। 'ইসলাম' শব্দটি আরবী, যা মূলতঃ 'সালাম' শব্দ থেকে উৎপন্ন। যার আভিধানিক অর্থ বিপদ-আপদ কিংবা দোষ-ত্রুটি থেকে নিরাপদে থাকা, শান্তিতে থাকা। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে 'সালাম' শব্দটি শান্তি ও নিরাপত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবহারিকভাবে ইসলামী শরী'আতে 'সালাম' এমন একটি দো'আ, যা মুসলমানরা পরস্পরে সাক্ষাতকালে সুনির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে বিনিময় করে থাকেন। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সময় জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পরকে স্বাগত জানাতে নানা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিজ নিজ ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক প্রথা অনুযায়ী সম্ভাষণের পৃথক পৃথক পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে জাতি বা ধর্ম ভেদে পারস্পরিক স্বাগত বা সম্ভাষণের এমন কিছু নিয়ম চালু আছে, যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমনিভাবে বয়সভেদে পরিবর্তন হয়; তেমনি সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা তথা সময়ের প্রভেদেও পরিবর্তন ঘটে। যেমন- Good morning, Good afternoon, Good evening, Good night ইত্যাদি। অপরদিকে ইসলাম তথা মুসলমানদের পারস্পরিক সম্ভাষণ পদ্ধতি 'সালাম'-এর কোন পরিবর্তন নেই। 'সালাম' যেমন ছোট-বড়, আমীর-ফকীর সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য; তেমনি সময়ের ব্যবধানেও এর কোন পরিবর্তন হয় না। সেই দিক থেকে বলা যায় যে, ইসলামের সম্ভাষণ পদ্ধতি তথা 'আস-সালামু আলাইকুম' (অর্থ- আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) একটি আন্তর্জাতিক মানসম্মত সার্বজনীন সম্ভাষণ পদ্ধতি। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সম্ভাষণ নীতি বা পদ্ধতিতে সেই সার্বজনীনতা নেই, যা ইসলামী সম্ভাষণ পদ্ধতিতে নিহিত আছে। নিম্নে ইসলামী শরী'আতে সালামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল-

সালামের সূচনা :

মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ)-এর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম সালামের প্রচলন হয়। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীছ থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে বললেন, যাও এবং অবস্থানরত ফেরেশতার দলটিকে সালাম কর। আর তাঁরা তোমার সালামের কি জওয়াব দেয় তাও শ্রবণ কর। এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম। তখন তিনি তাঁদের নিকট গিয়ে বললেন, 'আস-সালা-মু আলাইকুম'। তাঁরা (ফেরেশতারা) বললেন, 'আস-সালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'।[১১] অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে বলেন, হে আদম! ঐ যে দেখ একদল ফেরেশতা বসে আছেন, তাদের কাছে যাও এবং বল 'আস্-সালা-মু আলাইকুম'। তিনি গিয়ে বললেন, 'আস-সালা-মু আলাইকুম'। জওয়াবে তাঁরা (ফেরেশতারা) বললেন, 'আলাইকাস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ'। অতঃপর তিনি তাঁর প্রভুর নিকট ফিরে আসলেন। আল্লাহ বললেন, এটাই তোমার ও তোমার সন্তানের মধ্যে পরস্পরের অভিবাদন।[১২] উল্লিখিত দু'টি হাদীছের বর্ণনা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, পারস্পরিক সম্ভাষণে সালামের প্রচলন নতুন কিছু নয়। এটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা আদম (আঃ) থেকেই শুরু হয়েছে।

সালামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

প্রথমেই আলোচিত হয়েছে যে, সালাম অর্থ শান্তি। আর পৃথিবীর সকল মানুষ শান্তিকামী। সুতরাং আন্তরিকভাবে পারস্পরিক শান্তি কামনায় সালামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং সালামের প্রচলন ঘটাও'।[১৩] জনৈক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামে কোন কাজটি উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, 'অভুক্তকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করা।[১৪] অর্থাৎ একজন প্রকৃত মুসলমানের দায়িত্ব হ'ল দুনিয়ার সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করা, চাই সে পরিচিত হোক অথবা অপরিচিত হোক। আর তার সর্বোত্তম প্রক্রিয়া হ'ল 'সালাম'। শুধু মানুষের কল্যাণ কামনাতেই নয়; বরং পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হয়ে পরকালে কাঙ্ক্ষিত জান্নাত লাভ করতেও সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ)

---

১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬২৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*
১২. *তিরমিযী হা/৩৩৬৮; মিশকাত হা/৪৬৬২।*
১৩. *ইবনু মাজাহ হা/ ৩৬৯৪, হাদীছ ছহীহ।*
১৪. *বুখারী-মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৯।*

বলেন, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনয়ন করবে। আর তোমরা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন উপায় নির্দেশ করব না যা অবলম্বন করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে'।[১৫] প্রচলিত সমাজে পিতার উপরে পুত্র-কন্যার যেমন হক্ব আছে, স্বামীর উপরে স্ত্রীর যেমন হক্ব আছে, শিক্ষকের উপরে ছাত্রের যেমন হক্ব আছে, ধনীর ধনে গরীবের যেমন হক্ব আছে, সরকারের উপরে নাগরিকের যেমন হক্ব আছে, তেমনি একজন সাধারণ মুসলমানের উপরেও অপর মুসলমানের হক্ব আছে। একাধিক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাগরিকের পারস্পরিক অধিকারের কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একটি হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'এক মুমিনের উপর অপর মুমিনের ছয়টি হক্ব বা অধিকার আছে। তার অন্যতম হক্ব হ'ল 'যখন তার সাথে সাক্ষাত হবে তখন তাকে সালাম করবে'।[১৬] সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বের সকল নাগরিকের ইহকালীন জীবনে শান্তি এবং পরকালীন জীবনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে সালামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সালামের ফযীলত :

সালাম করা শুধু হক্ব বা দায়িত্বই নয়; এটি অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণও বটে। একদা এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, 'আস-সালামু আলাইকুম'। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। লোকটি বসে পড়ল। তখন তিনি বললেন, লোকটির জন্য দশটি নেকী লেখা হয়েছে। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে বললেন, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জওয়াব দিলেন। সেও বসে পড়ল। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, লোকটির জন্য বিশ নেকী লেখা হয়েছে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে বললেন, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তারও জওয়াব দিলেন। সে বসে পড়ল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, লোকটির জন্য ত্রিশ নেকী লেখা হয়েছে'।[১৭]

সালাম না দেওয়া কৃপণতা :

সালাম যেমন ফযীলতপূর্ণ, তেমনি সালাম দেওয়া থেকে বিরত থাকা বদ অভ্যাস। সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক কল্যাণ কামনায় যেমন একে অপরের প্রতি হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়; তেমনি সালাম থেকে বিরত থাকলে মানব মনে অহংকার সৃষ্টি হয়, অন্তরে সংকীর্ণতা বাসা বাঁধে, হৃদয়ে কৃপণতা সৃষ্টি হয়। যা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক জীবনে অশান্তির বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সালাম না দেওয়া যে কৃপণতা তা নিম্নে বর্ণিত হাদীছ থেকে সহজে অনুমান করা যায়। একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে এসে বললেন, আমার বাগানে অমুক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ আছে। তার গাছটি আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এটি শুনে নবী করীম (ছাঃ) লোকটিকে ডেকে বলেন, তোমার ঐ ফলবান খেজুর গাছটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। সে বলল, আমি বিক্রি করব না। তিনি বললেন, তাহ'লে আমাকে দান কর। সে বলল, আমি দানও করব না। এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে জান্নাতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে এটি বিক্রি করে দাও। সে বলল, না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি তোমার চেয়ে অধিক কৃপণ আর কাউকে দিখিনি। তবে হাঁ, ঐ ব্যক্তি তার চেয়েও কৃপণ, যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে'।[১৮] সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত বেশি বেশি সালাম প্রদান করা; যাতে আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয়, অহংঙ্কার বিদূরিত হয় এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায় ও সুসংহত হয়। পাশাপাশি অধিক নেকী অর্জিত হয়, যার ফলে পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হয়।

কে কাকে সালাম করবে?:

যদিও সালাম প্রদান করা প্রত্যেকের আপন আপন দায়িত্ব। তথাপি ইসলামী শরী'আতে এরও একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারীকে, পদব্রজে চলাচলকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, আর কম সংখ্যক লোক অধিকসংখ্যক লোককে সালাম করবে'।[১৯] অন্য এক হাদীছে আছে, কম বয়সী ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠকে সালাম করবে'।[২০] এ নীতিমালার বাস্তব অনুসারী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই। একদা তিনি কতিপয় বালকের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে সালাম করলেন। যদিও তিনি বয়সে বড় তথাপি তারা সংখ্যায় বেশি সেহেতু তিনি তাদের সালাম করলেন'।[২১] এ নীতি যেমন বালকদের জন্য প্রযোজ্য, তেমনি মহিলাদের জন্যও। একদা নবী করীম (ছাঃ) কতিপয় মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাদেরকে সালাম করলেন।[২২]

বর্তমান সমাজে অচেনা পুরুষে পুরুষে অল্পাধিক সালামের প্রচলন থাকলেও অচেনা পুরুষ-মহিলার মধ্যে পারস্পরিক সালামের প্রচলন নেই বললেই চলে। অথচ এ হাদীছ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অচেনা পুরুষ-মহিলার মধ্যে পারস্পরিক সালাম বিনিময়ে কোন দোষ নেই; বরং সুন্নাত।

---

১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১।*
১৬. *তিরমিযী হা/২৭৩৭; মিশকাত হা/৪৬৩০, হাদীছ ছহীহ।*
১৭. *তিরমিযী হা/২৬৮৯; আবূ দাঊদ হা/৫১৯৫; মিশকাত হা/৪৬৪৪, হাদীছ ছহীহ।*
১৮. *আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৬৬৫।*
১৯. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩২।*
২০. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৩৩।*
২১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৪।*
২২. *আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৪৭, হাদীছ ছহীহ।*

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে কোনভাবেই সালাম করা যাবে না। এমনকি পারস্পরিক সালাম বিনিময়ে তাদের সাদৃশ্যও অবলম্বন করা যাবে না। যদি কোন স্থানে মুসলমান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী একসাথে থাকে তবে তাদের উদ্দেশ্যে সালাম করা যাবে। একদা রাসূল (ছাঃ) এমন এক সমাবেশের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন যেখানে মুসলমান ও মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সালাম করলেন।[২৩] অপরদিকে যদি কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন মুসলমানকে সালাম করে তবে তার উত্তরে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলতে হবে, এর বেশি কিছু নয়।[২৪] তবে সর্বদা একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে সেটি হ'ল, সালাম প্রদানের সময় কোন প্রকার তড়িঘড়ি করা যাবে না, যাতে শব্দের উচ্চারণ ভুল হয়ে যায়। জেনে রাখা ভাল যে, সালাম প্রদানে উচ্চারণ ভুল হ'লে তার অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এজন্য সালাম প্রদানে শুদ্ধভাবে বলতে হবে 'আস-সালামু আলাইকুম'। অনেকে তড়িঘড়ি করে সালাম দিতে গিয়ে বলেন, 'স্যার সালামালে কম', 'সালামে কুম' 'সামেকুম' বা স্লামালাইকুম ইত্যাদি। এগুলো ইহুদী-নাছারাদের স্বভাব ও দুষ্টমী। এক হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ইহুদীরা যখন তোমাদেরকে সালাম করে তখন তারা বলে 'আস-সামু আলাইকা' (অর্থ- তোমার মৃত্যু বা ধ্বংস হোক)। সুতরাং এর জওয়াবে তুমি বলবে 'ওয়া আলাইকা' (অর্থাৎ তোমারও মৃত্যু বা ধ্বংস হোক)।[২৫] মনে রাখবেন, ইহুদী-নাছারারা মুসলমানদের চিরস্থায়ী শত্রু। তারা কোন দিনই মুসলমানের কল্যাণ কামনা করে না। তাই সর্বদা সর্তক থাকতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই কোন মুসলমান ইহুদী-নাছারাদের পাতানো ফাঁদে পা না দেয়। বিশেষ করে সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে যেন নিজেদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তড়িঘড়ি করে সালাম দিতে গিয়ে একজন মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করতে গিয়ে নিজের অজান্তে তার ধ্বংস কামনা না করা হয়। মহান আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

একদল মুসলমানের মধ্য থেকে একজন সালাম করা বা সালামের উত্তর দেওয়াই যথেষ্ট। পৃথক পৃথকভাবে সকলকে সালাম করার প্রয়োজন নেই। এর অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল সালামের প্রচলিত বাক্যটি সর্বদাই বহুবচন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার অর্থ 'আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একজনের জন্যও বহুবচন ব্যবহার করাই নীতিসিদ্ধ। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সর্বদা ফেরেশতা থাকে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে বর্ণিত আছে, যখন একদল লোক পথ অতিক্রম করে, তখন তাদের মধ্য থেকে কোন একজন সালাম করলেই তা সেই দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে উপবিষ্ট দলের পক্ষ থেকে যে কোন এক ব্যক্তি তার উত্তর দিলেই তা সেই দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।[২৬] এতসব নীতিমালার শেষ কথা হ'ল, যে আগে সালাম করবে সেই বেশি লাভবান হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকটে অধিক নিকটবর্তী যে আগে সালাম করে'।[২৭] অন্য এক হাদীছে আছে, আগে সালাম প্রদানকারী অহঙ্কার হ'তে মুক্ত *(বায়হাক্বী)*। তবে এখানে একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাস্তায় যানবাহনে চলমান কোন ব্যক্তিকে আগে সালাম না দেওয়াই শ্রেয়। কেননা আরোহী ব্যক্তি সালাম শুনে উত্তর দেওয়ার আশায় মনযোগ বিঘ্নিত হ'তে পারে; যার ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ার আশঙ্কা থাকা বিচিত্র কিছু নয়। সে কারণেই রাস্তার ধারে বসে থাকা ব্যক্তিকে রাস্তার হক্ব আদায়ের কথা বলতে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ) সালাম দেওয়ার কথা না বলে বরং সালামের উত্তর দেওয়ার কথাই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা রাস্তায় বসে থাকা থেকে বিরত থাক। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের তো রাস্তার উপর বসা ছাড়া অন্য গতি নেই। কারণ সেখানে বসে আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন, যদি তোমরা সেখানে বসতে একান্ত বাধ্য হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত করা, কাউকে কষ্ট না দেয়া, সালামের জবাব দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা'।[২৮]

কখন সালাম করবে :

একজন মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হওয়ার সাথে সাথে প্রথম কাজই হবে সালাম করা। সালাম প্রদানের আগে অন্য কোন কথা এমনকি কুশলাদি বিনিময়ও করা যাবে না। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কথাবার্তার আগেই সালাম করবে'।[২৯] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কারো কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হয় তখন সে যেন তাকে সালাম করে। অতঃপর যদি তাদের উভয়ের মধ্যখানে কোন বৃক্ষ, প্রাচীর কিংবা পাথরের আড়াল পড়ে, পরে পুনরায় সাক্ষাত হয় তখনও যেন আবার সালাম করে'।[৩০] এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারো সাথে যদি অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক বারও দেখা-সাক্ষাত হয় তাহ'লে প্রত্যেকবারই তাকে সালাম করতে হবে। যখন

২৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৯।*
২৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৭-৮।*
২৫. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৬।*
২৬. *আবুদাউদ হা/৫২১০, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৬৪৮।*
২৭. *আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাউদ হা/৫১৯৭; মিশকাত হা/৪৬৪৬, সনদ ছহীহ।*
২৮. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০।*
২৯. *তিরমিযী হা/২৬৯৯, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৬৫৩।*
৩০. *আবূদাউদ হা/৫২০০, সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৬।*

নিজের বাড়িতে পরিবার-পরিজনের কাছে প্রবেশ করবে, তখন সালাম করতে হবে। এতে গৃহকর্তার ও গৃহবাসীর জন্য কল্যাণ হবে।[৩১] শুধু বাড়িতে নয় কোন মজলিসের ক্ষেত্রেও এ নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন মজলিসে উপস্থিত হয় সে যেন সালাম করে এবং তথায় বসার প্রয়োজন হ'লে বসে। অতঃপর যখন সেখান থেকে প্রস্থান করতে চায় তখনও যেন সালাম করে। কেননা প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম অপেক্ষা উত্তম নয়'।[৩২] অর্থাৎ স্বাগত সালাম এবং বিদায়ী সালামের মধ্যে ইসলামী শরী'আতে কোন প্রভেদ নেই।

কারো মাধ্যমে সালাম প্রদান :

দূরে অবস্থানরত কাউকে কোন ব্যক্তির মাধ্যমে সালাম পাঠানোর বিধান ইসলামী শরী'আতে আছে। সেক্ষেত্রে সালাম পৌঁছে দেওয়া এবং কারো মাধ্যমে প্রাপ্ত সালামের উত্তর সাধারণ উত্তরের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম, যা নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে জানা যায়। জনৈক ব্যক্তি তার দাদা থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, আমার দাদা বলেন, একদিন আমার পিতা আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পাঠালেন এবং বললেন, তাঁকে আমার সালাম জানাবে। আমি তাঁর খিদমতে এসে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তখন তিনি উত্তরে বললেন, 'আলাইকা ওয়া আলা আবীকাস সালাম' অর্থাৎ 'তোমার উপর এবং তোমার পিতার উপর আমার সালাম'।[৩৩]

সালামের মাধ্যমে অনুমতি প্রার্থনা :

যেকোন ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রার্থনার বিষয়টি ইসলামী শরী'আতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে' *(নূর ২৭-২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও বিভিন্ন হাদীছে বিষয়টি আরও স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন। ছাহাবায়ে কেরামও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এবিষয়ের অত্যন্ত কঠোর অনুসারী ছিলেন। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একটি হাদীছে আছে, একদা আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) আমাদের কাছে এসে বললেন, ওমর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সে মতে আমি তাঁর বাড়ি গেলাম এবং (প্রবেশের অনুমতির উদ্দেশ্যে) তিনবার সালাম করলাম। কিন্তু তিনি সালামের জবাব দেননি, তাই আমি ফিরে এসেছিলাম। পরে ওমর (রাঃ) আমাকে (কৈফিয়তের সুরে) জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছে আসতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল? আমি বললাম, আমি অবশ্যই আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালামও করেছিলাম। কিন্তু আপনারা আমার সালামের জওয়াব দেননি, তাই আমি ফিরে এসেছি। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি না পায়, তবে সে যেন ফিরে আসে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, এ কথার উপর তুমি প্রমাণ পেশ কর। (কেননা বিষয়টি ওমর (রাঃ)-এর জানা ছিল না)। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তখন আমি আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর সাথে ওমর (রাঃ)-এর নিকট গেলাম এবং সাক্ষ্য দিলাম (যে বিষয়টি সঠিক)।[৩৪] এ হাদীছ কারো গৃহে প্রবেশ করতে গেলে যেমন অনুমতির বিষয়ে শিক্ষা দেয়, তেমনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটে উঠেছে। তাহ'ল অজানা কোন বিষয় সামনে আসলেই তা গ্রহণ করা যাবে না। তার উপযুক্ত প্রমাণ থাকতে হবে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর মত একজন প্রসিদ্ধ ছাহাবীর নিকট থেকে শুনার পরও নিজের অজানা থাকার কারণে ওমর (রাঃ)-এর মত আর একজন প্রসিদ্ধ ছাহাবী প্রমাণ উপস্থাপন না করা পর্যন্ত সেটি বিশ্বাস করলেন না। এখেকে প্রত্যেক মুসলমানের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, শরী'আতের বিধান অনুসরণে অবশ্যই যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন আছে।

অনুমতি বিষয়ে অপরাপর হাদীছে আরো বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। যেমন কালাদাহ্ ইবনু হাম্বল (রাঃ) বলেন, একদা সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা (রাঃ) (আমার মাধ্যমে) কিছু দুধ, ছোট একটি হরিণ-শাবক ও কিছু কাঁকড় নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার উচ্চ প্রান্তে (যাকে মু'আল্লা বলে) অবস্থানরত ছিলেন। কালাদাহ বলেন, আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম, কিন্তু তাঁকে সালাম করলাম না। তখন নবী (ছাঃ) আমাকে বললেন, চলে যাও এবং পুনরায় বল, 'আস-সালামু আলইকুম' আমি কি আসতে পারি?[৩৫] যদি কেউ কাউকে ডাকতে পাঠায় এবং সে যদি তার সাথেই চলে আসে তবে তার জন্য পৃথকভাবে আর অনুমতির প্রয়োজন হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কাউকেও ডাকা হয় এবং সে বার্তাবাহকের সাথে চলে আসে, তবে সেটাই হবে তার জন্য অনুমতি।[৩৬] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'কোন ব্যক্তি কারও কাছে লোক পাঠানোই তার জন্য অনুমতি'।[৩৭]

৩১. *তিরমিযী*।
৩২. *তিরমিযী হা/২৭০৬; আবূদাউদ হা/৫২০৮; মিশকাত হা/৪৬৬০, সনদ হাসান ছহীহ*।
৩৩. *আবূদাউদ হা/৫২৩১; মিশকাত হা/৪৬৫৫, সনদ হাসান*।
৩৪. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৬৭*।
৩৫. *তিরমিযী হা/২৭১০ ও আবূদাউদ হা/৫১৭৬ হাদীছ ছহীহ*।
৩৬. *আবূদাউদ, মিশকাত হা/৪৬৭২ সনদ ছহীহ*।
৩৭. *আবূদাউদ হা/৫১৮৯, হাদীছ ছহীহ*।

কারো বাড়িতে গিয়ে সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে সরাসরি দরজা বরাবর মুখ করে দাঁড়ানো উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কারো বাড়িতে যেতেন তখন সরাসরি দরজা বরাবর মুখ করে দাঁড়াতেন না। বরং দরজার ডানে কিংবা বাম পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, 'আস-সালামু আলাইকুম'।[৩৮]

মুছাফাহার গুরুত্ব : ইসলামী শরী'আতে সালামের পাশাপাশি মুছাফাহার গুরুত্বও কম নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন দু'জন মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় এবং তারা মুছাফাহা করে, পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের উভয়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যায়'।[৩৯]

সালাম সম্পর্কে কতিপয় কুসংস্কার :

সালাম যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, তেমনি সালামের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে নানারকম কুসংস্কারও প্রচলিত আছে। যেগুলো পরিহার করা একান্ত যরূরী। যেমন পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা। এটি মূলতঃ হিন্দু সমাজের কদমবুচি থেকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। মুসলিম সমাজে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার ব্যাপক প্রচলন নেই। সাধারণতঃ নব দম্পতির ক্ষেত্রে এটির প্রচলন বেশী দেখা যায়। ইসলামী শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং সালামের নামে এ ধরনের হিন্দুয়ানি প্রথা থেকে প্রত্যেক মুসলমানের বিরত থাকা অতীব যরূরী। সালামের আর একটি বিষয় হ'ল অফিসের বসের আহ্বান। বর্তমানে দেশের অনেক অফিসে কর্মকর্তারা অধঃস্তনদের কোন কাজে ডাকার প্রয়োজন বোধ করলে পিয়নকে বলেন, অমুককে আমার সালাম দাও। তার অর্থ অমুককে আমার নিকটে আসতে বল। এ পদ্ধতিও শরী'আত সম্মত নয়। বরং এর মাধ্যমে সালামের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কার্যতঃ অবমাননা করা হয়। তাই এ পদ্ধতিও এড়িয়ে চলা উত্তম। সালামের পরে মুছাফাহার পর বুকে হাত বুলাতে অনেককে দেখা যায়। এটা আরেকটি কুসংস্কার। এ ব্যাপারে শারঈ কোন দলীল নেই। এসব কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, একজন মুসলমানের নিকটে সালাম শুধু পারস্পরিক সম্ভাষণ পদ্ধতিই নয়, বরং একই সাথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও বটে। তাই সামাজিক শান্তি -শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সৌহার্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি পরকালীন জীবনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বেশী বেশী সালামের প্রচলন করা উচিত। একই সাথে সালামের ক্ষেত্রে শারঈ বিধান বহির্ভূত যেসকল রীতি-প্রথার প্রচলন আছে তা থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন! আমীন

৩৮. *আবূদাঊদ হা/৫১৮৬ হাদীছ ছহীহ।*
৩৯. *আবূদাঊদ হা/৫২১২, তিরমিযী হা/২৭২৭, ইবনু মাজাহ হা/৩৭০৩ হাদীছ ছহীহ।*

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত

-*আব্দুল ওয়াদূদ**

(৩য় কিস্তি)

৫. দয়া (الرحمة) :

আল্লাহ্র পথের দাঈদেরকে রহমদিল হ'তে হবে। দাঈ তার দয়াপূর্ণ কথা ও মুহাব্বত দ্বারা মানুষকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের দিকে ডাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম গুণ ছিল উম্মতের প্রতি তাঁর রহমত ও দয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ–

'তোমাদের নিকট আগমন করেছেন তোমাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়। তিনি হচ্ছেন তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মুমিনদের প্রতি মেহেরবান' *(তওবাহ ৯/১২৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দয়ার একটি উদাহরণ হ'ল, তিনি উম্মতকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাতেন। এ বিষয়ে তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন ঐ ব্যক্তির সাথে যে আগুন প্রজ্বলিত করল এবং আগুন দেখে পোকামাকড় আগুনে পড়তে লাগল। আর লোকটি পোকামাকড়কে আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগল।[৪০]

অন্য হাদীছে তিনি বলেছেন, لاَيَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَيَرْحَمُ النَّاسَ– 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না'।[৪১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাফেররা অনেক কষ্ট দিলেও তিনি তাদের জন্য বদদো'আ করেননি; বরং তাদের হেদায়াতের জন্য এই বলে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَإِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ 'হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয়ই তারা বুঝে না'।[৪২]

৬. নম্র ও অনুগত থাকা (التواضع) :

দাঈকে হিংসা ও অহংকার মুক্ত এবং বিনম্র হ'তে হবে। তাকে আল্লাহ্র ক্ষমতা সম্পর্কে জেনে সেই ক্ষমতার সামনে মাথা নত করতে হবে। লোক্বমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

* *তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*
৪০. *বুখারী হা/৬৪৮৩।*
৪১. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৯৪৭।*
৪২. *বুখারী হা/৩২১৮ 'নবীদের ঘটনাবলী' অধ্যায়।*

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

'অহংকারবসে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(লোক্বমান ৩১/১৮)*।

দাঈ যদি অহংকারী হয়, নিজেকে বড় মনে করে, আল্লাহ্র নে'মতকে অস্বীকার করে তাহ'লে লোকদের মাঝে তার দাওয়াতের প্রভাব পড়বে না।

৭. আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখা (التوكل على الله) :

আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দান কোন সহজ রাস্তা দিয়ে চলা নয়; বরং এটা কঠিন রাস্তা দিয়ে চলা। এ পথে যেই চলেছে তাকেই কষ্ট করতে হয়েছে। চাই সে নবী হন বা অন্য কেউ হন। তাই দাঈর জন্য অপরিহার্য গুণ হ'ল আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। একজন দাঈ কাউকে দাওয়াত দিয়ে কখনো হেদায়াত করতে পারবে না, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চেয়েছিলেন আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করুক। কিন্তু সে ইসলাম কবুল করেনি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ-

'তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই তাকে হেদায়াত দিতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত দান করেন এবং তিনিই ভাল জানেন হেদায়াতকারীদের সম্পর্কে' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*।

ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে যত বিপদ এসেছিল সব সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছিলেন। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক যুদ্ধ থেকে যখন ফিরে এলেন তখন তিনিও তাঁর সাথে ফিরে এলেন। দুপুরে তারা সকলে এমন এক ময়দানে এসে হাযির হ'লেন যেখানে অনেক কাটাওয়ালা গাছপালা ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে নামলেন আর অন্যান্য লোকেরা গাছের ছায়ার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি একটি বাবলা গাছের নিচে গেলেন এবং তাঁর তরবারিটি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখলেন। জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ডাকলেন, সে সময় তার নিকট একজন গ্রাম্য লোক দেখলাম। তিনি বললেন, এই লোকটি ঘুমন্ত অবস্থায় আমার উপর তলোয়ার উঁচু করেছিল। আমি জেগে দেখি তার হাতে উলঙ্গ তলোয়ার। সে আমাকে বলল, কে তোমাকে এখন আমার হাত থেকে বাঁচাবে? আমি তিনবার বললাম, আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকটিকে কোন শাস্তি দিলেন না। অতঃপর তিনি বসে পড়লেন'।[৪৩]

আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে (মদীনায় হিজরতের সময় ছওর পাহাড়ের) গুহায় অবস্থানকালে মুশরিকদের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আর তারা তখন আমার মাথার উপর ছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি এখন তাদের কেউ তাদের পায়ের দিকে তাকায়, তবে আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবুবকর! দু'জন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের সাথে তৃতীয়জন আছেন আল্লাহ'?[৪৪]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হ'ল তখন তিনি বলেছিলেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক'। আর লোকেরা যখন মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর সাথীদেরকে বলেছিল, মুশরিকরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। তোমরা তাদের ভয় কর তখন তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বলল যে, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক'।[৪৫]

আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তাঁর উপরই নির্ভর করে' *(যুমার ৩৯/৩৮)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট' *(তালাক্ব ৬৫/৩)*।

৮. দাওয়াত অনুযায়ী আমল করা (الداعية يعمل بدعوته) :

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানকারীর অপরিহার্য গুণ হ'ল, তিনি মানুষদেরকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাবেন, তা আগে নিজে আমল করবেন। দাঈ যদি তার দাওয়াত অনুযায়ী আমল না করেন তাহ'লে একদিকে মানুষ যেমন তার কথা মানবে না, অন্যদিকে মহান আল্লাহ্র নিকট তাঁর দাওয়াতের বিনিময়ে পুরস্কারের পরিবর্তে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ-

---

৪৩. *বুখারী হা/২৯১০; মুসলিম হা/৮৪৩; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭৮*।
৪৪. *বুখারী হা/৪৬৬৩; মুসলিম হা/৬৩৮১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৮১*।
৪৫. *বুখারী হা/৪৫৬৩*।

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরাই কর না? তা বলা আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ’ *(ছফ ৬১/২-৩)*।

এ ধরনের অভ্যাস ছিল ইহুদী আলেমদের। তারা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিত, কিন্তু নিজেরা সে আমল করত না। তাই আল্লাহ তাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন:

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ-

‘তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, অথচ তোমরা নিজেরাই তা করতে ভুলে যাও? আর তোমরা কিতাব পাঠ করছ, তারপরও কি তোমরা উপলব্ধি করবে না’? *(বাক্বারাহ ২/৪৪)*।

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِى النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاءَ فَيَجْمَعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَىْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتَ آمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ أَتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَتِيْهِ،

‘এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে উদরের বাইরে ঝুলতে থাকবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা যাতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার কাছে সমবেত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ করতে না? সে জবাবে বলবে, হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে ভালকাজের আদেশ করতাম কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আর খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতাম অথচ আমি তা নিজেই করতাম’।[৪৬]

৯. হক্ব প্রকাশ করা ও বাতিলের সাথে তার সংমিশ্রণ না ঘটানো (إظهار الحق وعدم لبسه بالباطل) :

হক্ব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আসে, যা বাতিলের সাথে কখনো মিশ্রিত হয় না। তাই দাঈকেও তার হক্বের দাওয়াতের সাথে কখনো মিথ্যাকে মিশ্রিত করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- ‘তোমরা হক্বের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ করো না, আর তোমরা জেনেশুনে হক্বকে গোপন করো না’ *(বাক্বারাহ ২/৪২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দানের প্রাক্কালে কুরাইশরা প্রস্তাব দিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছুদিন কাফেরদের মূর্তি পূজা করবে, কাফেররাও কিছুদিন রাসূলের আদেশ মানবে। কুরাইশদের এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আল্লাহ সূরা কাফিরূন নাযিল করে জানিয়ে দিলেন- হক্ব কখনো বাতিলের সাথে মিশতে পারে না। আল্লাহ বলেন, ‘(হে রাসূল!) আপনি বলুন, হে কাফিরকুল! আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি। আর আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য’ *(কাফিরূন ১০৯/১-৬)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ হক্বকে গোপন রাখার শাস্তি সম্পর্কে বলেন, ‘যারা সে সব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন, আর এর বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করে, তারা তো তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ঢুকায় না। আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামত দিবসে তাদের সাথে কথা বলবেন না। আর তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব’ *(বাক্বারাহ ২/১৭৪)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আপনি বলুন! হক্ব তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে, যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনবে, যার ইচ্ছা কুফুরী করবে। আর আমি যালিমদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি’ *(কাহ্ফ ১৮/২৯)*।

১০. সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া (التحلى بمكارم الأخلاق) :

দাঈর আরেকটি অপরিহার্য গুণ হ’ল সৎ চরিত্রবান হওয়া। দাঈর চরিত্র দেখেই মানুষ অনেক সময় হক্বের দাওয়াত গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তা‘আলা রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ‘তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে’ *(আহযাব ৩৩/২১)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ‘আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী’ *(কলম ৬৮/৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র দেখেই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

দাঈর জন্য লক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(ক) যে বিষয়ের প্রতি মানুষকে ডাকবে সে বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে : দাঈ যখন কোন লোককে ভাল কাজের দিকে ডাকবে, সেটা হক্ব না বাতিল, ভাল কাজ না মন্দ

৪৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৯ ‘সৎ কাজের আদেশ’ অনুচ্ছেদ; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৯৮*।

কাজ সে সম্পর্কে দাঈর অবশ্যই সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা বর্তমানে অনেক দাঈ ভাল কাজের নাম করে মানুষকে বিদ'আতের দিকে ডাকেন। তারা সেটাকে মন্দ কাজ মনে করেন না, বরং ভাল কাজ মনে করেন। অনুরূপভাবে কাউকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে হ'লেও দাঈকে জানতে হবে সেটা আসলে খারাপ কাজ, না ভাল কাজ? এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلاً–

'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

তাই কোন আমল করার আগে, কোন মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার পূর্বে অবশ্যই সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর যদি জ্ঞান হাছিল না করে মানুষকে সে দিকে ডাকতে থাকে আর বাস্তবে যদি সেটা ভাল না হয় তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন এ আমল কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ বলেন, 'বলুন! আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই সে লোক যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয় অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*।

(খ) যাকে ডাকবে তার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা :

দাওয়াত দেওয়ার আগে যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে তার সম্পর্কে জানতে হবে। কেউ খারাপ কাজ করতে দেখলে দাঈ তার সম্পর্কে না জেনে তাকে কাফির, মুশরিক বলে ফৎওয়া দিতে পারবে না। দাঈকে আগে জানতে হবে যে, সে কেন খারাপ কাজ করছে? সে কি জানে যে, কাজটি খারাপ? খারাপ জানলেও সে কি ইচ্ছায় করছে না কারো চাপের মুখে করছে? অনুরূপভাবে কেউ ভাল কাজ না করলে দাঈকে জানতে হবে সে কী কারণে ভাল কাজটি করছে না।

(গ) মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার মত শক্তি থাকা :

সামর্থ্যের বাইরে আল্লাহ কোন কাজ কারো উপর চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوْا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করব তখন তোমরা যথাসাধ্য তা পালন করবে এবং যখন নিষেধ করব তখন তা হ'তে বিরত থাকবে'।[৪৭]

৪৭. *মুসলিম হা/২৩৮০।*

তৃতীয় ভিত্তি : আহূত ব্যক্তি (المدعو)

ইসলাম সর্বকালের সর্বস্থানের জন্য উপযোগী একটি ধর্ম। আর ইসলামের দাওয়াতও সকল মানুষের জন্য। প্রত্যেক নবী ও রাসূলগণ নির্দিষ্ট জাতি, নির্দিষ্ট বংশ, নির্দিষ্ট অঞ্চলের হ'লেও মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন সারা বিশ্বের জন্য রাসূল। মহান আল্লাহ্র বাণী- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعاً، (হে রাসূল!) আপনি বলুন, হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবারই নিকট আল্লাহ্র রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْراً وَنَذِيْراً 'আমি তো আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি' *(সাবা ৩৪/২৮)*। যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে তার স্তর অনুযায়ী দাঈকে বিভিন্ন পন্থায় দাওয়াত দিতে হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ،

'তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হ'তে দেখবে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রতিহত করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে, তবে যেন মুখ দ্বারা প্রতিহত করে, যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তর দ্বারা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হ'ল ঈমানের দুর্বলতম এবং নিম্নতম স্তর'।[৪৮]

দাওয়াত দেওয়ার সময় দাঈ যাকে দাওয়াত দিবে তার দিকে লক্ষ্য রাখবে যে, সে কি দাওয়াতের প্রতি মনোযোগী না অমনোযোগী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার কুরাইশ নেতাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কুরাইশ নেতারা রাসূলের কথা অনাগ্রহের সাথে শুনতে লাগল। এমন সময় একজন অন্ধ ব্যক্তি দ্বীন শিক্ষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসলে তিনি তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এতে আল্লাহ নারাজ হ'লেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে রাসূলকে সাবধান করে দিলেন।

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، وَهُوَ يَخْشَى، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، كَلاَّ

৪৮. *মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৮, 'সৎকাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৪।*

إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ، مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ-

'যে পরওয়া করে না, আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। অথচ সে নিজে বিশুদ্ধ না হ'লে আপনার কোন দায়িত্ব নেই, অন্যপক্ষে যে আপনার নিকট ছুটে আসল, সে ভয় করে, আর আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন! না, এই আচরণ অনুচিত। এটা তো উপদেশ, যে ইচ্ছা করবে সে গ্রহণ করবে। এটা মহিমান্বিত পত্রসমূহে (লিখিত) উন্নত, পূত-পবিত্র লেখকদের হস্তে (সুরক্ষিত), (ঐ লেখকগণ) মহৎ ও সৎ' *(আবাসা ৮০/৫-১৬)*।

এটা কখনো ঠিক নয় যে, দাঈ নিজের পসন্দ মত কথা বলতে থাকবে, চাই সেটা শ্রোতা শুনুক বা না শুনুক। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে,

وَلاَ أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِيْ حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِهِمْ تَقُصُّ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ انصِتْ وَإِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُوَ يَشْتَهُوْنَهُ،

'আমি তোমাকে এমন অবস্থায় যেন না দেখি যে, তুমি কোন দলের কাছ দিয়ে যাচ্ছ, তখন তারা নিজেদের কোন কাজে ব্যস্ত রয়েছে, আর এই অবস্থায় তুমি তাদেরকে ওয়ায শুনানো আরম্ভ করে দিলে। বরং তোমার তখন চুপ থাকা উচিত। যখন তারা তোমাকে বলার সুযোগ দেবে তখন তুমি তাদের কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করবে। তাহ'লে তারা আগ্রহ সহকারে তোমার কথা শুনবে'।

তাবি'ঈ শাক্বীক্ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذَلِكَ إِنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّيْ أَتَخَوَّلُكُمْ بِالموعظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَّةِ عَلَيْنَا،

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের সামনে ওয়ায-নছীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! আমি চাচ্ছিলাম আপনি প্রতিদিন আমাদের জন্য ওয়ায-নছীহত করবেন। আব্দুল্লাহ বললেন, এরূপ করতে আমাকে একথা বাধা দেয় যে, আমি তোমাদের বিরক্তি সৃষ্টি করতে অপসন্দ করি। একারণে আমি তোমাদের জন্য মাঝে মধ্যেই ওয়ায করে থাকি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বিরক্তির ভয়ে মাঝে মধ্যেই আমাদের উদ্দেশ্যে ওয়ায নছীহত করতেন'।[৪৯]

৪৯. *বুখারী হা/৭০; মিশকাত হা/২০৭*।

যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তাদের শ্রেণী বিভাগ:

দাঈ যাদেরকে দাওয়াত দিবে তারা মোট তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন-

প্রথম প্রকার নেতৃস্থানীয় লোক:

একজন দাঈ প্রথমে তার সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দাওয়াত দিবেন। তবে যুগে যুগে সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকজনই হক্বের দাওয়াতকে অস্বীকার করে আসছে। তারা নবীদেরকে মিথ্যাবাদী, যাদুকর, গরীব বলে দোষারোপ করে নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের ক্ষমতার মাধ্যমে অন্যকে দূরে সরানোর চেষ্টা করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيْرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ- وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ-

'যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরো বলত, আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না' *(সাবা ৩৪/৩৪, ৩৫)*।

নূহ (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ- قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ-

'আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তাই সে তাদের সম্বোধন করে বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই, আমি তোমাদের প্রতি এক গুরুতর দিবসের শাস্তির আশংকা করছি। তখন তার জাতির প্রধান ও নেতাগণ বলল, আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি' *(আ'রাফ ৭/৫৯, ৬০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কায় হক্বের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন কাফের নেতারা বিভিন্ন কৌশলে হক্বের দাওয়াত থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ- مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ-

'তাদের (মক্কাবাসীদের) কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন

বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়' *(ছোয়াদ ৩৮/৬-৭)*।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হক্বের দাওয়াতের বিরোধিতা করার কারণ:

(ক) অহংকার: যুগে যুগে সমাজের বড় বড় লোকেরা হক্বের দাওয়াত বুঝার পরেও অহংকারের কারণে তা গ্রহণ করেননি। সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকজন রাসূলদেরকে লক্ষ্য করে বলত, সে কি করে রাসূল হ'ল? সে তো একজন মানুষ, সে তো গরীব, আর গরীব লোকেরা তার অনুসরণ করে, আমাদের অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই ইত্যাদি। নূহ (আঃ)-এর যুগের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন,

فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ قَوْمِه مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِيْنَ-

'তাঁর (নূহের) কওমের কাফের প্রধানরা বলল, আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না। আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার অনুগত্য করতে দেখি না এবং আমাদের উপর আপনার কোন প্রাধান্য দেখি না। বরং আপনাকে আমরা সবাই মিথ্যাবাদী বলে মনে করি' *(হূদ ১১/২৭)*।

মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوْسَى وَأَخَاهُ هَارُوْنَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ- إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْماً عَالِيْنَ- فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ- فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ-

'অতঃপর আমি মূসা ও হারূণকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট সনদ সহ ফেরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে। অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। তারা বলল, আমরা কি আমাদের মতই এ দুই ব্যক্তিকে বিশ্বাস করব; অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস? অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল' *(মুমিনূন ২৩/৪৫-৪৮)*।

জীবনী গ্রন্থগুলো প্রমাণ করে, কুরাইশরা এই বলে রাসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল যে, আমরা কি ঐ লোকদের সাথে থাকব যারা সমাজের নিকৃষ্ট, দরিদ্র যেমন বেলাল, আম্মার, খাব্বাব প্রমুখ।

(খ) নেতৃত্ব ও সম্মানের ভালবাসা: সমাজের নেতারা নিজেদের নেতৃত্ব ও সম্মানকে ভালবাসার কারণে নবীদের দাওয়াত হক্ব জেনেও গ্রহণ করতে পারেনি। তারা জানত যে, যদি আমরা নবীদের অনুসরণ করি তাহ'লে আমাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থাকবে না। ফলে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হক্বের দাওয়াত বন্ধের জন্য ধন-সম্পদ, এমনকি সুন্দরী নারী দেওয়ারও প্রস্তাব করেছিল।

(গ) মূর্খতা: নেতৃস্থানীয় লোকজন দাওয়াত গ্রহণ না করার আরেকটি কারণ হ'ল মূর্খতা বা অজ্ঞতা। অধিকাংশ সময়ই বিত্তবান বা নেতৃস্থানীয় লোকজন দ্বীন সম্পর্কে, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে হক্বের দাওয়াত গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকত ও অপরকে দূরে রাখার চেষ্টা করত। তারা মনে করত নবীগণ পূর্বপুরুষদের বিরোধিতা করছে, সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। আল্লাহ বলেন,

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ-

'এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি' *(যুখরুফ ৪৩/২৩)*।

দ্বিতীয় প্রকার: সাধারণ মানুষ

একজন দাঈ যাকে দাওয়াত দিবেন তার দ্বিতীয় দল হ'ল সমাজের বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন গোত্রের লোক। যুগে যুগে সমাজের গরীব ও সাধারণ মানুষরাই তাড়াতাড়ি ইসলাম কবুল করেছিল। সিরিয়ার বাদশাহ হিরাকল যেমনটি আবু সুফিয়ানকে বলেছিলেন যে, মুহাম্মাদের অনুসারী কি সমাজের দুর্বল লোকেরা না সম্মানিত লোকেরা? আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, দুর্বল লোকেরা। হিরাকল তখন বলেছিলেন, তারা রাসূলের অনুসরণ করছে।

সমাজের গরীব লোকেরা ইসলামের দাওয়াত তাড়াতাড়ি কবুল করার কারণ হ'ল, তাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের বাধাগুলো নেই যা ছিল বিত্তবানদের মাঝে। তবে সমাজের বিত্তবান লোকেরা নিজেদের ক্ষমতা, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে অনেক সময় সমাজের সাধারণ লোকদেরকে হক্বের দাওয়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পেরেছে।

তৃতীয় প্রকার : গোনাহগার

গোনাহগার দ্বারা ঐ সকল লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। কিন্তু এ কালেমার হক্ব সমূহ বাস্তবায়ন করেনি এবং নিষেধ থেকে বিরত হয়নি। দাঈ এ সকল লোকদেরকে আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে আল্লাহ্র কাছে তওবা করে সঠিকভাবে আমল করার জন্য আহ্বান জানাবেন।

একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভয় কর

*রফীক আহমাদ**

মানব জীবন অসংখ্য দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত। দৃশ্য বস্তুর মধ্যে আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, তারকা, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, সমভূমি, মালভূমি, মরুভূমি, বন-জঙ্গল, উদ্ভিদরাজি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে, তাপ, বায়ু, শব্দ, ভূমিকম্প, হ্যারিকেন, সুনামি ইত্যাদি প্রধান। মানব জীবনের ন্যায় মানব দেহেও রয়েছে অসংখ্য দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর সমাবেশ। মানবদেহের অদৃশ্য বস্তু বা শক্তির মধ্যে ভয় হ'ল সর্বাধিক স্পর্শকাতর, নম্র ও ভদ্র উপাদান বা শক্তি। ভয় বলতে ভীতি, শঙ্কা, আতঙ্ক, ত্রাস ইত্যাদি অন্তরের শিহরণকে বুঝায়। ভয় সমস্ত জীব-জগতের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে। বিশ্বজগতের সকল প্রাণী একে অপরের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত থাকে। মানুষও কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের নিরাপত্তায় আতঙ্কিত থাকে। তবে মানুষ ভয় হ'তে আত্মরক্ষার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু এই ভয়-এর সৃষ্টিকর্তা কে? তাঁর শক্তির পরিমাণ কী? তাঁর ক্ষমতার সীমা কত? এই বিষয়গুলো চিন্তা করলে আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং অসীম ও অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপনের পথ সুগম হবে। অতঃপর মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান অনুসন্ধান ও অনুধাবন করলে মানব সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হবে এবং ভয়ঙ্কর পরিণতি জানা যাবে।

সারা বিশ্বে ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, টর্ণেডো, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি ইত্যাদির ভয়াবহ আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষার জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে ব্যয়বহুল বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেগুলোকে প্রতিহত করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করাও সম্ভব হচ্ছে না এবং হওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই। কারণ এসবই হয়ে থাকে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে। মূলতঃ এসব দুর্যোগই প্রাগৈতিহাসিক যুগে সীমালঙ্ঘনকারী পাপী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিল। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোতে এর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঐসব কাহিনীর সূত্র ধরেই বর্তমান বিশ্বে এগুলোর সামান্য নমুনা রয়েছে মাত্র। সুতরাং ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞই ভয়ের উৎস, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অবশ্য উক্ত ভীতি কেবল ইহকালীন জীবনের, পরকালের নয়। যারা পরকালে বিশ্বাসী, তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌র প্রত্যেক বান্দাকে ইহজগতের ভাল-মন্দ কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যারা বেপরওয়া তারা ব্যর্থ হবে এবং কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত এবং ভীতি সহকারে কাজ করে তারা পরিত্রাণ পাবে এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। আর যারা আল্লাহ্‌র বিচারে শাস্তিযোগ্য হবে তাদের শাস্তি ইহকালীন ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদির সাথে তুলনীয় নয়। এর চেয়ে বহুগুণে বেশী কঠিন ও যন্ত্রণাপ্রদ। যা মানুষের কল্পনাতীত। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তা'আলার মহাজ্ঞান হ'তেই কঠিন শাস্তিযোগ্য বস্তুর জন্ম হয়েছে এবং ভয় হ'তে পরিত্রাণের উপযোগী শান্তিপূর্ণ বস্তুরও সৃষ্টি হয়েছে।

অতএব ইহকালীন বা পরকালীন ভয়ঙ্কর কোন বস্তুকে ভয় না করে সেগুলোর স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌কেই ভয় করা উচিত। তিনি চান সৃষ্টির সকল বস্তু তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্যে থাকুক। এই আনুগত্যের পরিসরকে কলুষমুক্ত করার প্রয়াসে মহান আল্লাহ তাঁকে স্মরণ করার জন্য বান্দাদের প্রতি পুনঃপুন আদেশ ও নির্দেশ দান করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ، 'বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর' *(যুমার ৩৯/১০)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ، 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(মায়েদাহ ৫/৫৭)*। তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُوْنُواْ مَعَ الصَّادِقِيْنَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবাহ ৯/১১৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, أَنَّهُ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُوْنِ 'আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকে ভয় কর' *(নাহল ১৬/২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللَّهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْداً، 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বলো' *(আহযাব ৩৩/৭০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ 'আমি তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং আমাকেই ভয় কর' *(মুমিনূন ২৩/৫২)*। বিষয়বস্তুর সাবলীলতা বৃদ্ধির প্রয়াসে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ،

'আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। وَاتَّقُوْنِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ 'হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَاتَّقُوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে অনুগ্রহ লাভ করতে পার' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। তিনি আরো বলেন, وَاتَّقُواْ اللّهَ وَعَلَى اللّهِ

** শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ، 'আল্লাহ্কে ভয় কর এবং মুমিনদের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত' *(মায়েদাহ ৫/১১)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্কে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। আর অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء،

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী' *(নিসা ৪/১)*।

অন্য আয়াতে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ বলেন,

وَلِلّه مَا فِيْ السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ،

'আসমান সমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্র। বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় করতে থাক আল্লাহ্কে' *(নিসা ৪/১৩১)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভয়ে ভীত বান্দার পরিচয় জানিয়ে বলেন, سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، 'যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে, আর যে হতভাগ্য, সে উপেক্ষা করবে' *(আ'লা ৮৭/১০-১১)*।

আলোচনার প্রথমেই ভয় সম্পর্কিত অদৃশ্য বস্তুগুলোর উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ভয় সংক্রান্ত অলৌকিক শক্তিগুলোর সাময়িক কার্যক্রমও আলোচিত হয়েছে। আসলে ভয় অলৌকিক শক্তিরই একটা সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষকে অনুধাবন করার জন্যই উহার সৃষ্টি।

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, নিকৃষ্ট নয়। তাই তার কার্যাবলীও শ্রেষ্ঠ হ'তে হবে। কিন্তু শয়তান শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শে সন্দেহের বীজ বপণ করে পৃথিবীব্যাপী এক অনাকাংখিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। শয়তানের এই দৌরাত্ম্য দমন করতে এবং মানুষকে সঠিক পথে অনড় রাখতে মহান স্রষ্টা আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। যার সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে পবিত্র কুরআন। এতে আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ মত চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর মানব সৃষ্টির কারণ, নশ্বর পৃথিবীতে অবস্থান, কবর, ক্বিয়ামত, বিচার, বিচারের মূল্যায়নে প্রাপ্ত জান্নাত ও জাহান্নাম, অবিনশ্বর জগৎ ইত্যাদির বিশদ বিবরণও প্রদান করা হয়েছে।

সুতরাং যারা আল্লাহ্র আনুগত্য করবে তারা জান্নাতে স্থান পাবে। আর যারা আল্লাহ্র আনুগত্য করবে না, বরং বিরোধিতা করবে, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। 'ভয়' হ'ল জাহান্নামের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। জাহান্নামের ভয়াবহ বিভীষিকার সমাপ্তি ঘটাতেই যেন ভয়ের আগমন ঘটানো হয়েছে এবং তার অনুভূতির দ্বারাই জাহান্নামের মত শাস্তি হ'তে বাঁচতে চাওয়া হচ্ছে। আল্লাহ্র নিকট জান্নাত-জাহান্নাম সহ যাবতীয় সৃষ্টির গুরুত্ব এক। কিন্তু মানব জাতির শাস্তি দানে জাহান্নামের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই জাহান্নামের শাস্তি হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্যই মহান আল্লাহ্র ভয় প্রয়োজন। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে তাই বার বার বিভিন্নভাবে আল্লাহ্কে ভয় করার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা সুবিচারের ভিত্তিতেই তাঁর বান্দা বা দাসকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ، 'আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(মায়েদাহ ৫/২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ 'আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী' *(মায়েদাহ ৫/৪)*। আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ 'আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)*।

কিন্তু আল্লাহ্র ভয়ে ভীত বান্দার মুক্তির পথ বের করে দিবেন বলেও আল্লাহ তা'আলা আশার বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً 'যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিস্কৃতির পথ করে দেবেন' *(ত্বালাক ৬৫/২)*। আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً،

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন' *(ত্বালাক ৬৫/৩)*।

উপরোক্ত আয়াতের সমর্থনে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً،

'যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন' *(ত্বালাক ৬৫/৪)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন,

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً-

'এটা আল্লাহ্র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন' *(তালাক্ব ৬৫/৫)*।

মানুষের কর্মফল পরীক্ষার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট দিন তারিখ নির্ধারিত আছে। উক্ত তারিখ একমাত্র আল্লাহই জানেন। ঐদিনের নাম প্রতিফল দিবস। ঐদিন বিশ্বজগতের সকল নর-নারীকে একত্রিত করা হবে বিচারের জন্য। আল্লাহভীতির সাথে সম্পাদিত কাজ-কর্ম সেদিন আল্লাহ্র রহমতরূপে অলৌকিকভাবে বান্দার সম্মুখে উপস্থিত হবে। একইভাবে যারা নির্ভীক ও বেপরোয়াভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীমত কর্ম সম্পাদন করছে, তাদের কর্মের ফলাফলও সেদিন অলৌকিকভাবে বান্দার সম্মুখে উপস্থিত হবে। যারা আল্লাহ্র মহাশাস্তির আশঙ্কা হ'তে আত্মরক্ষার জন্য এবং রহমত লাভের প্রত্যাশায় আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থেকেছে এবং তাঁর উপর নির্ভর করেছে, তারা সেদিন আল্লাহ্র দয়া, রহমত ও ভালবাসা পেয়ে বিস্ময়বোধ করবে।

ক্বিয়ামত দিবস ও উহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ- 'হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার' *(হজ্জ ২২/১)*।

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً-

'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না' *(লোক্বমান ৩১/৩৩)*।

ক্বিয়ামত দিবস হ'তে আত্মরক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ মহান আল্লাহ বলেন, وَقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ 'নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক' *(বাক্বারাহ ২/২২৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে' *(বাক্বারাহ ২/২০৩)*।

তিনি বলেন, وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ، 'আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে' *(মায়েদাহ ৫/৯৬)*।

ক্বিয়ামতের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী ও অনাস্থা জ্ঞাপনকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে সমগ্র বিশ্ববাসীর অবগতির জন্য ক্বিয়ামতের আগমন ও ন্যায়বিচারের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ-

'ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

একই ভাবার্থে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِيْ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ-

'তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যেদিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না' *(বাক্বারাহ ২/১২৩)*।

উপরের আয়াতগুলোতে মানুষকে তার কর্মফলের পরিণতির সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। অতঃপর ভবিষ্যতের কল্যাণে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে থাকার অসংখ্য বাণী স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 'তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই একমাত্র ক্ষমা করার অধিকারী' *(মুদ্দাছির ৭৪/৫৬)*। একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ، 'আল্লাহ্কে ভয় কর! নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে তিনি তোমাদেরকে 'ফুরক্বান' তথা সত্য-মিথ্যার ফায়ছালাকারী দান করবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দিবেন ও তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্র অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান' *(আনফাল ৮/২৯)*।

আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ-

'নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(মুলক ৬৭/১২)*। আল্লাহ তা'আলা হ'লেন সমগ্র জাহানের পালনকর্তা ও একমাত্র অভিভাবক। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি, তাই মানুষকে

অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই দায়িত্ব পালনে মানুষকে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। উক্ত সাবধানতায় আল্লাহ্র স্মরণ ও সাহায্য কামনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ অন্তর্যামী, তাই আন্তরিক মহল হ'তেই আল্লাহ্কে স্মরণ করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। এরপরও অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যেতে পারে। ভুল হ'তে বা সৃষ্ট অপরাধ হ'তে মুক্তি লাভের প্রয়াসে আল্লাহ্র কাছে ভীতি সহকারে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা পূরণ করেন। আবার ভুলবশতঃ কোন অপরাধ করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। এ বিষয়ে আরও অধিক জ্ঞান লাভের জন্য সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে রাসূলের অনুসরণ করার নির্দেশ সম্বলিত বহু প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

فَاتَّقُوْا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً، رَّسُوْلاً يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً–

'হে বুদ্ধিমানগণ! যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর আল্লাহ তোমাদের প্রতি উপদেশ নাযিল করেছেন। একজন রাসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎ কর্মপরায়ণদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনয়ন করেন। যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাকে উত্তম রিযিক দিবেন' *(ত্বালাক ৬৫/১০-১১)*।

এ বিষয়ে অন্যত্র এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْراً تَمْشُوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়' *(হাদীদ ৫৭/২৮)*।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও বিশেষ বিশেষ বার্তা দ্বারা অবহিত করেছেন। যেমন:

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْ يُحْشَرُوْا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ–

'আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না, যাতে তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে' *(আন'আম ৬/৫১)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ– وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ– وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُوْنَ– وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ– أُوْلَئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ–

'নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যারা যা দান করবার তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তারাই দ্রুত কল্যাণ অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী' *(মুমিনুন ২৩/৫৭-৬১)*।

আল্লাহভীরু বান্দাদের সাফল্যে অপর এক আয়াতে এসেছে, مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ– ادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ– 'যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হ'ত। তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন' *(ক্বাফ ৫০/৩৩-৩৪)*।

ভীত বান্দার ভবিষ্যৎ সুসংবাদ প্রচারের নমুনা স্বরূপ আল্লাহ বলেন,

لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ–

'যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্যে নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আল্লাহ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না' *(যুমার ৩৯/২০)*।

একই মর্মার্থে অন্য আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ–

'যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা

তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদা সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর' *(যুমার ৩৯/৭৩)*।

অন্যত্র বলা হয়েছে –وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ– 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান' *(আর-রাহমান ৫৫/৪৬)*। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلاً مِّنْ عِنْدِ اللّهِ وَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ–

'যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত আছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম' *(আলে ইমরান ৩/১৯৮)*।

এ পৃথিবীতে মানুষ সামাজিক, নিরীহ ও বিবেকবান প্রাণী, তারা হিংস্র নয়। মানুষ ব্যতীত অনেক নিরীহ প্রাণীও আছে, আবার অনেক হিংস্র প্রাণীও রয়েছে, যারা সরাসরি মানুষকে হত্যা করে খায়। এ ধরনের হিংস্র জন্তুরা মানুষের শত্রু এবং মানুষ এদেরকে ভয় করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষই মানুষের বড় শত্রু এবং মানুষই মানুষকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। এজন্যে জনৈক কবি লিখেছেন,

'আর কারে করি ভয়,
সিংহে ব্যাঘ্রে তত নয়,
মানুষ জন্তুকে যত ডরি'।

যাহোক মানুষকে দেখে মানুষের ভয়-ভীতি বর্তমান বিশ্বের একটা বাস্তব রূপ। আলোচ্য নিবন্ধে 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর' এটা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জগতের রূপ। এই উভয় প্রকারের ভয়-ভীতির মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। যেমন মানুষের ভয়ে মানুষকে পলায়ণ করতে হয়, আত্মগোপন করতে হয়, মিথ্যা বলতে হয়, কৃত্রিমতা অবলম্বন করতে হয়, জেল-হাজতে যেতে হয়, অনাহারে-অর্ধাহারে থাকতে হয় এবং আরও অসংখ্য বিচিত্র পথ অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয়ে এগুলোর একটিও করার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ্‌কে ভয় করা একটি আধ্যাত্মিক জগতের কাজ। এখানে সম্পূর্ণ নীরব পরিবেশ বিরাজ করে। আসলে এটি একটি অলৌকিক শক্তির রূপান্তর মাত্র। এই রূপান্তরিত বস্তুটি একটি অদৃশ্য শক্তি বা মন্ত্রশক্তি। যারা ইসলাম, কুরআন, নবী, ক্বিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদিতে বিশ্বাসী তারাই এ শক্তি অর্জনে সক্ষম। উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল সদস্যকে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থেকে তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর এই আহ্বানে পুরোপুরি শরীক হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন।- আমীন!!

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েল:

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েল:

১. ছিয়ামের নিয়ত: নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আ: 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩] তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি 'যঈফ' ও দ্বিতীয়টি 'হাসান'। তাই ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'। 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল'।[৪]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[৫]

৪. তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারারা ইফতার দেরীতে করে'।[৬] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৭]

---

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।
৫. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৬. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৭. নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।

Contents

৫. সাহারীর আযানঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৮] বুখারীর ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৯]

৬. ছালাতুত তারাবীহঃ ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ **১১** রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত **১১** রাক'আতের বেশী ছিল না।[১০]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'জন ছাহাবীকে রামাযান মাসে **১১** রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ) -এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১২]

(৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১৩] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৪]

(৪) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৫] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৬]

৮. ফিৎরাঃ (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১৭] এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীরঃ ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত **১২** তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১৮] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৯]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কথা আদায় করতে হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[২০] (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২১] (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২২] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[২৩] (ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[২৪]

---

৮. বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।
৯. নায়ল ২/১১৯ পৃঃ।
১০. বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ।
১১. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
১২. দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।
১৩. আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।
১৪. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরুত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।
১৫. মিশকাত হা/১৩০২।
১৬. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
১৮. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
১৯. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।
২০. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
২১. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।
২২. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
২৩. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।
২৪. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

Contents

মহিলাদের পাতা

বিনয়-নম্রতা : চারিত্রিক সৌন্দর্যের মুকুট

*শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন**

বিনয়-নম্রতা মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নি'আমত। এটি মানব চরিত্রের উত্তম স্বভাবগুলোর অন্যতম। যা ব্যতীত মানব চরিত্র সৌন্দর্য হারিয়ে আলোহীন হয়ে পড়ে। বিনয়-নম্রতা এমন একটি গুণ, যা ব্যতীত দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা যায় না। দাঈ হ'তে হ'লে অবশ্যই বিনয়ের কোলাহলমুক্ত বাহনে চড়ে মানুষকে এলাহী দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। এছাড়া দাঈদের কোনই বিকল্প পদ্ধতি নেই। ব্যক্তিগত জীবনেও রয়েছে এটির অসীম প্রভাব। একজন বিনয়ী ব্যক্তি আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলের প্রিয়পাত্র। নিম্নে বিনয়-নম্রতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হ'ল।-

নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ :

নম্রতার গুণটি একজন আদর্শ মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ। জীবনের আঁকাবাঁকা পথে নিজেকে স্বাভাবিক ও সুদৃঢ় রাখা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। চরম মুহূর্তে কোমলতার অমূল্য সিন্দুকটি খুলে দিলে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামলে যায়। আর তাই পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিনয় অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিজেকে প্রতিপালক হিসাবে দাবীকারী ফেরাউনের সাথে কোমল আচরণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে বলেন,

اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى- فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى-

'তোমরা উভয়ে সীমালংঘনকারী ফেরাউনের নিকটে যাও এবং তার সাথে কোমল আচরণ কর। সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীতি অবলম্বন করবে' *(যুমার ২৩/৪৩-৪৪)*।

লোকমান স্বীয় পুত্রকে বিনয় অবলম্বনের অনুপম দিকনির্দেশনা দান করে বলেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

'(ওহে আদরের সন্তান!) গর্বভরে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উদ্ধত, অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(লোক্বমান ৩১/১৮)*।

كل مختال فخور এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে যাবে না। জনৈক ব্যক্তি বলল, নিশ্চয়ই মানুষ চায়, তার কাপড়টা সুন্দর হোক, জুতা জোড়া আকর্ষণীয় হোক (এটাও কি অহংকার?) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে, সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'।[৫০]

লোকমান তার সন্তানকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ- 'পদচারণে তুমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। কণ্ঠস্বরকে নীচু রাখো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর' *(লোক্বমান ৩১/১৯)*।

সুতরাং উঁচু ও কর্কশ কণ্ঠস্বর আল্লাহর নিকট অপসন্দ বলে গাধার স্বরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কখনো নিজেদের আওয়াযকে নবীর আওয়াযের উপর উঁচু কর না। নিজেরা যেভাবে একে অপরের সাথে উঁচু গলায় কথা বল, নবীর সামনে কখনো সে ধরনের উঁচু গলায় কথা বল না। হ'তে পারে যে, (উঁচু স্বরের কারণে) তোমাদের অজান্তে সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে' *(হুজুরাত, ৪৯/২)*।

ইবনু আবী মুলায়কাহ (রাঃ) বলেন, উত্তম দু'ব্যক্তি আবূবকর ও ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে কণ্ঠস্বর উঁচু করে ধ্বংস হওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন। যখন বনু তামীম গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসল, তখন তাদের (আবূবকর ও ওমর রাঃ) একজন বনু মাজাশে গোত্রের আকরা ইবনু হাবিসকে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তাব করল এবং অপরজন অন্যজনের নাম প্রস্তাব করল। বর্ণনাকারী নাফে' বলেন, এ লোকটির নাম আমার মনে নেই। তখন আবূবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কেবল আমার বিরোধিতাই করতে চেয়েছেন। ওমর (রাঃ)

* *কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

৫০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮৮১, ৯/১৭৬।*

বললেন, আমি আপনার বিরোধিতা করতে চাইনি। ব্যাপারটি নিয়ে তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। তখন আয়াত নাযিল হয়, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর উপর তোমাদের গলার আওয়ায উঁচু কর না...। ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ওমর (রাঃ) এত আস্তে কথা বলতেন যে, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা শুনতে পেতেন না'।[৫১]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাবিত ইবনু কায়েস (রাঃ)-কে খুঁজে পেলেন না। জনৈক ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাঁর সংবাদ নিয়ে আসছি। লোকটি তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি মাথা নীচু করে ঘরে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, খারাপ। কারণ সে (নিজেকে ইঙ্গিত করে) নবী করীম (ছাঃ)-এর চেয়ে উঁচু গলায় কথা বলত। ফলে তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে এবং জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অতঃপর লোকটি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে খবর দিলেন যে, সে এমন এমন কথা বলছে। মূসা বলেন, এরপর লোকটি এক মহাসুসংবাদ নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, তুমি যাও এবং তাকে বল, তুমি জাহান্নামী নও; বরং তুমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত'।[৫২]

মুসলমান বিদ্বানগণ এই আদব শুধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্যন্তই সীমিত রাখেননি। বরং সকল যুগের সকল আলেম, সম্মানী ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রযোজ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ কুরআনের যাবতীয় বিধান ক্বিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপৃত। সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহঃ) বলেন,

وَقَدْ وَعَى الْمُسْلِمُوْنَ هَذَا الْأَدَبَ الرَّفِيْعَ، وَتَجَاوَزُوْا بِهِ شَخْصَ رَسُوْلِ اللهِ (ص) إِلَى كُلِّ أُسْتَاذٍ وَعَالِمٍ وَلاَ يَزْعَجُوْنَهُ حَتَّى يَخْرُجَ اِلَيْهِمْ وَلاَيَقْتَحِمُوْنَ حَتَّى يَدْعُوْهُمْ-

'মুসলমানগণ এই উচ্চতর আদব শুধু রাসূল (ছাঃ) নয়; বরং প্রত্যেক উস্তাদ ও আলেমের জন্য সংরক্ষণ করেছেন। নিজে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা কাউকে বিরক্ত করতেন না এবং না ডাকা পর্যন্ত কারো কাছে আসতেন না।[৫৩]

প্রখ্যাত জ্ঞান সাধক ও বিশ্বস্ত রাবী আবূ উবাইদ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, مَادَقَقْتُ بَابًا عَلَى عَالِمٍ قَطُّ حَتَّى يَخْرُجَ فِىْ وَقْتِ خُرُوْجِهِ- 'আমি কোনদিনই কোন আলেমের দরজায় করাঘাত করিনি যতক্ষণ না তিনি নিজে তার বেরুনোর সময়ে বেরিয়ে এসেছেন'।[৫৪]

এক্ষণে চিন্তার বিষয়, মানুষ দ্বীন থেকে কতটা গাফেল! আমলনামা বরবাদ হওয়ার হুঁশিয়ারীর পরও কি করে সম্মানী, মুরব্বীদের সামনে কণ্ঠস্বর অভদ্রভাবে উঁচু হয়? উঁচু হয় বাবা-মায়ের সামনে সন্তানের, স্বামীর সামনে স্ত্রীর, বড়দের সামনে ছোটদের?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিনয়-নম্রতা

প্রখ্যাত ছাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন,

خَدَمْتُ النَّبِى (ص) عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَال لِىْ اُفٍّ وَّلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ أَلاَ صَنَعْتَ-

'আমি এক নাগাড়ে দশ বছর নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমত করেছি। কোনদিন তিনি আমাকে উহ! শব্দটি বলেননি। এমনকি এ কথাও বলেননি যে, কেন এটি করেছ কিংবা এটি কেন করনি'?[৫৫]

মানুষ নিজেকে যতই ভালভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করুক না কেন, সহকর্মী, কাজের মানুষ কিংবা খাদেমের নিকট তার সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাদেমই তাঁর অকৃত্রিম কোমলতার সত্যায়ন করেছেন অবলীলায়।

আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড়ের একটি নাজরানী চাদর। এমন সময় একজন গ্রাম্য বেদুঈন তাঁকে পেয়ে তাঁর চাদর ধরে জোরে টান দিল। টানের চোটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত বেদুঈনের বুকের কাছে এসে পড়লেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, জোরে টান দেওয়ার কারণে তাঁর কাঁধে চাদরের ছাপ পড়ে গেছে। অতঃপর বেদুঈন লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্‌র যে মাল তোমার নিকট আছে তা থেকে আমাকে দেয়ার নির্দেশ দাও। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং হেসে ফেললেন। অতঃপর তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন'।[৫৬]

আনাস (রাঃ) বলেন,

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ فَاحِشًا وَّلاَ لَعَّانًا وَلاَ سَبَّابًا كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ مَالَهُ تَرِبَ جَبِيْنَهُ-

৫১. *ছহীহুল বুখারী (ঢাকা: তাওহীদ প্রকাশন, ২০০৫), ৫/৫৫০, হা/৪৮৪৫।*
৫২. *ঐ, পৃঃ ৫৫১।*
৫৩. *সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন।*
৫৪. *পূর্বোক্ত।*
৫৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫৩, ১০/২২৩।*
৫৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫৫, ১০/২২৪।*

Contents

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী, লা'নতকারী, গাল-মন্দকারী ছিলেন না। কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হ'লে বলতেন, তার কি হ'ল? তার কপাল ধুলি ধুসরিত হোক'।[৫৭]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ (ص) أُدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قال إِنِّيْ لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً-

'একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রস্তাব করা হ'ল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! মুশরিকদের উপর বদ দো'আ করুন। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমাকে অভিসম্পাতকারী হিসাবে পাঠানো হয়নি। বরং আমাকে রহমত স্বরূপ পাঠানো হয়েছে'।[৫৮]

আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘরে কী কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি পারিবারিক কাজ করতেন অর্থাৎ পারিবারিক কাজ আঞ্জাম দিতেন। যখন ছালাতের সময় হ'ত তখন ছালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন'।[৫৯]

শুধু মানব জাতির উপর নয়, সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অগাধ ভালবাসা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের প্রতি দয়া-মায়াপূর্ণ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছেন। অতএব তোমরা কোন প্রাণীকে হত্যা করলে উত্তমভাবে হত্যা করবে এবং কোন প্রাণীকে যবহ করলে উত্তমভাবে যবহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার ছুরিকে শানিত করে নেয় এবং যবহ করার সময় প্রাণীকে আরাম দেয়'।[৬০]

বিনয়-নম্রতার গুরুত্ব ও ফযীলত

মানব জীবনে নম্রতা ও সংযত আচরণের গুরুত্ব অনেক। কোমল আচরণের মাধ্যমে শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ মহাসৌভাগ্যবান বলে আখ্যায়িত করে বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ- وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ-

'ভাল ও মন্দ সমান নয়। মন্দকে প্রতিহত কর উত্তম পন্থায়। ফলে যার সাথে তোমার শত্রুতা রয়েছে সে হয়ে যাবে তোমার পরম বন্ধুর ন্যায়। একমাত্র ঐ ব্যক্তিই এরূপ কল্যাণ লাভ করতে পারে যে ধৈর্যশীল ও মহা সৌভাগ্যবান' *(হা-মীম সাজদা ৩৪-৩৫)*।

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ক্রোধের উপর দয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টি জগত সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন একটি গ্রন্থ লিখলেন, যা তাঁর নিকট তাঁর আরশের উপর রয়েছে। এতে লিখা আছে আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পেয়েছে'। অপর বর্ণনায় রয়েছে, 'আমার ক্রোধের উপর বিজয় লাভ করেছে'।[৬১]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকে পসন্দ করেন। তিনি কোমলতার কারণে যা দান করেন, কঠোরতা বা অন্য কিছুর কারণে তা দান করেন না'।[৬২] মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, 'কোমলতা নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হ'তে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। মূলতঃ যে বস্তুতে বিনয়-নম্রতা থাকে তা উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ হয়। আর যে বস্তু হ'তে তা ছিনিয়ে নেয়া হয় তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে'।[৬৩]

عن جرير عن النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ-

জারীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যাকে কোমলতা হ'তে বঞ্চিত করা হয়, তাকে যাবতীয় কল্যাণ হ'তে বঞ্চিত করা হয়'।[৬৪]

عن أبي هريرة اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ (ص) أَوْصِنِيْ قَالَ لاَتَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذَلِكَ مِرارًا قَالَ لاَتَغْضَبْ-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, 'রাগ কর না'। সে কয়েকবার একই কথা জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেকবার একই জবাব দিলেন, 'তুমি রাগ কর না'।[৬৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

৫৭. *বুখারী, মিশকাত, ১০/২২৭।*
৫৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৬৪, ১০/২২৭।*
৫৯. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৬৮, ১০/২২৮।*
৬০. *মুসলিম, রিয়ায, হা/৬৪০, ২/১৪৩।*
৬১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৫৫, ৫/১১৪।*
৬২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮।*
৬৩. *মিশকাত হা/৪৮৪৭, ৯/১৬৬।*
৬৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮৪৮, ৯/১৬৭।*
৬৫. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৮৭৭, ৯/১৭৫।*

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ،

‘ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় পরাজিত করে। বস্তুতঃ সে ব্যক্তিই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে’।[৬৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ، ‘আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তারা হচ্ছে অনর্থক কথা নিয়ে বিবাদকারী, বদ মেজাযী, অহংকারী’।[৬৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَتُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّمِنْ شَقِىٍّ ‘একমাত্র হতভাগ্যদের অন্তর হ’তেই দয়া-অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেয়া হয়’।[৬৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِىْ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ، ‘দয়াবান ব্যক্তিদের প্রতি রাহমানুর রাহীম দয়া করেন। অতএব তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর, আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন’।[৬৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يُحْرَمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ-

‘আমি কি তোমাদেরকে জানাব না, কোন লোক জাহান্নামের জন্য হারাম অথবা কার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? জাহান্নামের আগুন এমন ব্যক্তিদের জন্য হারাম যারা মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকে, যে কোমলপ্রাণ, নম্র মেজাযী, বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট’।[৭০]

হক্ব কথা বলা নম্রতার পরিপন্থী নয়

হকের উপর অবিচল থাকা দ্বীনের অংশ। এ যোগ্যতা বান্দার উপর আল্লাহ্‌র এক বিশেষ রহমত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ- ‘অত্যাচারী শাসকের সামনে হক্ব কথা বলাই সর্বোত্তম জিহাদ’।[৭১]

৬৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৭৮, ৯/১৭৫।*
৬৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৭৯, ৯/১৭৬।*
৬৮. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭৫১, ৯/১৩২।*
৬৯. *আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭৫২, ৯/১৩২।*
৭০. *তিরমিযী, রিয়ায হা/৬৪২, ২/১৪৪; ছহীহুল জামে‘ হা/২৬০৯।*
৭১. *আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭০৫, হাদীছ ছহীহ।*

শরী‘আতের মৌলিক বিধান হচ্ছে- আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা, তাঁর জন্যই শত্রুতা পোষণ করা, তাঁর জন্য রাগ করা কিংবা কোমলাচারী হওয়া।

শরী‘আতের বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অকুণ্ঠচিত্তে শরী‘আত মেনে নেয়ার নামই বিনয়-নম্রতা। যদিও অনেক সময় এলাহী বিধান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কঠোর ও অনড় অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। নম্রতা-কোমলতা দ্বারা আমরা অনেকেই কলুর বলদের মত নীরবে সব কিছু মেনে নেয়াকে বুঝে থাকি। যেমনটি মনে করেছিলেন সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাছের মুশরিকা মাতা হামনা। পুত্র সা‘দের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত অশান্ত ও অস্থির হয়ে ওঠেন। ধর্মের খোটা দিয়ে তিনি বলেন,

أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللهُ بِالْبِرِّ؟ وَاللهِ لاَأَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَأَشْرِبُ شَرَابًا حَتَّى أَمُوْتَ أَوْتَكْفُرَ-

‘আল্লাহ কি তোমাকে মায়ের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেন নি? আল্লাহ্‌র কসম! যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হবে কিংবা তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আহার পানীয় গ্রহণ করব না’। লোকেরা জোরপূর্বক তার মুখ ফাঁকা করে খাবার খাওয়াতো। অবশেষে আয়াত নাযিল হয়,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

‘আমি মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছি মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করতে। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে শরীক করতে এমন বিষয়ে, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না। আমার নিকট তোমার প্রত্যাবর্তনস্থল। আমিই তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করব’ *(আনকাবূত ২৯/৮)*।[৭২]

নিম্নের আয়াতটিও সা‘দ (রাঃ)-এর ব্যাপারে নাযিল হয়।

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفاً،

‘তোমার পিতা-মাতা যদি আমার সাথে শরীক করার ব্যাপারে তোমার অজানা বিষয়ে বল প্রয়োগ করে তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়াতে তুমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে’ *(লোক্বমান ৩১/১৫)*।

৭২. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী, হা/৩১৮৯, হাদীছ ছহীহ; ইবনু কাসীর, পূর্বোক্ত, ৩/২৯।*

Contents

সা'দ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে তার মাতা অনশন করেন ৩ দিন ৩ রাত। ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লে লোকেরা সা'দ (রাঃ)-কে قَاتِلُ أُمِّه 'মায়ের হত্যাকারী' রূপে অভিহিত করে। অবশেষে মায়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়লে দীপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে দেন,

يَا اُمَّهُ تَعْلَمِيْنَ وَاللهِ لَوْكَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْساً مَاتَرَكْتُ دِيْنِىْ هَذَا لِشَيْءٍ فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِىْ وَاِنْ شِئْتِ لاَ تَأْكُلِىْ فَأَكَلَتْ-

'ওগো আম্মা! জেনে রাখো আল্লাহ্‌র কসম! তোমার মত শত মায়ের জীবন যদি এক এক করে বের হয়ে যায়, তবুও আমি আমার দ্বীন পরিত্যাগ করব না। সুতরাং ইচ্ছা হ'লে আহার করো নতুবা আহার থেকে বিরত থাক। অতঃপর সে খেতে শুরু করে'।[৭৩]

আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম ছাহাবী সা'দ (রাঃ) তো সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় পিতা-মাতা উৎসর্গ করেছিলেন।

عن على قال مَاسَمِعْتُ النَّبِىَّ (ص) جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ مَلِكٍ فَإِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ أُحُدٍ يَاسَعْدُ ارْمِ فداك أَبِىْ وَأُمِّىْ-

আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে আমি সা'দ বিন মালেক (পিতার উপনাম আবূ ওয়াক্কাছ) ব্যতীত আর কারো উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা-মাতাকে একত্রিত করতে শুনিনি। ওহোদ যুদ্ধের দিন তিনি বলেছেন, হে সা'দ! তীর নিক্ষেপ কর। তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত'।[৭৪]

এমন মর্যাদামণ্ডিত ছাহাবীর স্বীয় মায়ের বিরুদ্ধে এমন আপোষহীন মনোভাব তাঁর চারিত্রিক কোমলতার গায়ে আঁচড় লাগায়নি; বরং শরী'আতের প্রতি তাঁর কোমলতা-দুর্বলতা বৃদ্ধি করেছে।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত অন্যতম অপর ছাহাবী আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ। তিনি তাঁর পিতার সাথে যে অবিশ্বাস্য আচরণ করেছেন, তা আমাদের শরীরকে শিহরিত করে তুলে।

হিজরী ২য় সনে সংঘটিত বদর যুদ্ধে পিতা-পুত্র উভয়ই অংশগ্রহণ করেন। একে অপরের প্রতিপক্ষ। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে ধীরে ধীরে প্রকট আকার ধারণ করে। উভয় পক্ষের লক্ষ্য উভয় পক্ষের শক্তি স্তিমিত করা। এলক্ষ্যে আবূ উবায়দা পিতার বিরুদ্ধে খড়গ হয়ে ওঠেন। অবশেষে জড়দেহের পার্থিব মায়া ত্যাগ করে দুর্দান্ত এক আঘাতে পিতাকে হত্যা করে ফেলেন। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়-

لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْآ أَبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ...-

'আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদারগণকে কখনো এমন পাবে না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কারীদের প্রতি তারা ভালবাসা পোষণ করবে, যদিও তারা তাদের পিতা হয় কিংবা সন্তান বা ভাই অথবা আত্মীয় হয়...' *(মুজাদালাহ ৫৮/২২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর প্রসঙ্গে বলেন, لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ وَأَمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، 'প্রত্যেক উম্মতের এক আমানতদার ব্যক্তি থাকে। এই উম্মতের আমানতদার হ'ল আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ'।[৭৫]

হক্ব কথা বলতে আল্লাহ নিজেও লজ্জাবোধ করেন না। হক্বের ব্যতিক্রম হ'লে আল্লাহ নবীদেরকেও ধমক দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন, 'যদি সে আমার নামে কোন কথা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। অতঃপর তার গলা কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না' *(হাক্কাহ ৪৪-৪৭)*।

এ ব্যাপারে একটি ঘটনা এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, বদরের বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের মতামত জানতে চাইলে ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, يَارَسُوْلَ الله كَذَّبُوْكَ وَأَخْرَجُوْكَ فَقَدِّمْهُمْ فَاضْرِبْ اَعْنَاقَهُمْ، 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। তাদেরকে আমার হাতে সোপর্দ করুন। আমি তাদের গর্দান উড়িয়ে দিই'।

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, يَارَسُوْلَ الله (ص) أَنْتَ فِى وَادٍ كَثِيْرِ الْحَطَبِ فَاضْرِمِ الْوَادِىَ عَلَيْهِمْ نَارًا ثُمَّ اَلْقِهِمْ فِيْهِ- 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মাঠে বহু কাঠ রয়েছে। এগুলোতে আগুন লাগিয়ে তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করুন'।

৭৩. *ইবনু কাছীর, পূর্বোক্ত, ৩/৭৫।*
৭৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৫৩, ১১/১৬১।*
৭৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৫৬, ১১/১৬২।*

Contents

আবূবকর (রাঃ) বলেন, يَارَسُوْلَ اللهِ (ص) قَوْمَكَ وَأَهْلَكَ، اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَتِبْهِمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ، 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এরা তো আপনার কওমের লোক এবং আপনার পরিবারের লোক। সুতরাং এদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হোক এবং তওবা করিয়ে নেয়া যাক। হয়তবা আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন'। অনেক আলোচনার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকরের মত গ্রহণ করেন এবং ফিদইয়া দিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেন। অতঃপর আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন-

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيْدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيْدُ الآخِرَةَ-

'কোন নবীর জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত কোন লোক বন্দী রাখা শোভনীয় নয়, যতক্ষণ না ভূপৃষ্ঠ হ'তে শত্রুবাহিনী নির্মূল না হয়। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ আল্লাহ চান পরকালের কল্যাণ' (*আনফাল ৮/৬৭*)।[২৬]

অতএব, আমাদেরকেও পার্থিব জীবনে শরী'আত নির্দেশিত স্থানে কোমলাচারী হ'তে হবে এবং স্থান বিশেষে পাথরের চেয়েও কঠোর হ'তে হবে।

সমাপনী

মহান আল্লাহ বলেন,

لاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً-

'পৃথিবীতে তুমি উগ্রভাবে চলাফেরা করো না। কারণ তুমি যমীন ফুঁড়ে যেতে পারবে না। পারবে না পাহাড় প্রমাণ উচ্চ হ'তে' (*ইসরা ১৭/৩৭*)।

আমরা যখন দুনিয়াতে একবার এসেছি তখন আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতেই হবে। এজন্য তাঁর বিধানের সামনে মাথা নত না করে উপায় নেই। মানুষের মধ্যে যারা কোমলপ্রাণ ও নম্র তাদের উপর আল্লাহ রহম করে তাদেরকে সৌভাগ্যবান করেছেন। আর যারা স্বভাবগতভাবে কর্কশভাষী ও কঠোর, তাদের কর্তব্য হবে নিজেদেরকে আল্লাহ্র করুণার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা। বেশী বেশী দো'আ করা, ছালাতুল হাজত পড়া ও ধৈর্যের মাধ্যমে তারা নম্রতা-কোমলতার গুণ হাছিল করতে পারেন। ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তা ইনশাআল্লাহ সম্ভব।

২৬. *ইবনু কাছীর ২/১১৮; বিদায়া ও নিছারাতে ও এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। বঙ্গাঃ বিদায়া ৩/৫১৭ থেকে।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে আনাস (রাঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, যখন বান্দা আমার দিকে আধা হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যখন সে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি দুই হাত এগিয়ে যাই। যখন সে হেঁটে আসে, আমি যাই দৌড়ে'।[২৮]

সুতরাং সিজদায় গিয়ে বেশী বেশী পাঠ করা উচিত يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ 'হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! দ্বীনের উপর আমার অন্তরকে সুদৃঢ় ও অটল রাখ'।[২৯]

يَامُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

'হে অন্তর সমূহের আবর্তনকারী! আমাদের অন্তর সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও'।[৩০]

আমরা আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর পসন্দনীয় জীবন ও আমলনামার আশাবাদ ব্যক্ত করি! আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

২৮. *বুখারী, রিয়ায (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০০২), ১/৯৯।*
২৯. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৯৪, ১/৮০।*
৩০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩, ১/৭৪।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

তাক্বওয়ার পুরস্কার

আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ– ‘হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর’ *(নিসা ৪/১)*। অন্যত্র তিনি ঈমানদারগণকে লক্ষ্য করে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ– ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর। আর তোমরা অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না’ *(আলে ইমরান ৩/১০২)*।

আল্লাহ পাক আরো বলেন,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ–

‘তোমরা পুণ্যের কাজে ও আল্লাহভীতিতে একে অপরকে সাহায্য কর এবং পাপ কাজে ও অত্যাচারে পরস্পরকে সাহায্য করো না, আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর’ *(মায়েদাহ ৫/২)*।

এ সম্পর্কিত উপদেশমূলক একটি ঘটনা, সিরিয়ার বিখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খ ত্বানতাভী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটা এই যে, একটি ছেলে নেক ও সৎ স্বভাবের ছিল। তার মধ্যে তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি) ও পরহেযগারীতা ছিল। বিদ্যার্জনের প্রতি তার খুব একটা স্পৃহা ছিল না। সে একটা মাদরাসায় পড়ত। সে শিক্ষকের নির্দেশ মত কাজ করত। শিক্ষার্জনের শেষ পর্যায়ে উস্তাদ তাকে এবং তার সহপাঠীদেরকে নছীহত করলেন, মানুষের মুখাপেক্ষী হবে না। কারণ মানুষের সামনে হাত সম্প্রসারণকারী আলেম কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য যে, দাতারা যা কিছু বলবে এবং যা কিছু করবে দানগ্রহণকারী আলেম তার প্রতিবাদ করতে পারে না। কারণ সে তাদের অনুগ্রহের পাত্র হয়ে পড়ে। অতএব তোমরা ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পিতার পেশা অবলম্বন করে জীবিকার্জন করবে। আর যেকোন কাজে আল্লাহকে ভয় করবে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করবে।

শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বাড়ী ফিরে গেল। ঐ ছেলেটিও বাড়ী গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, আম্মা আমার আব্বার পেশা কি ছিল? ছেলের এই প্রশ্নে মা হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বললেন, বেটা বহুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে তোমার আব্বা ইন্তিকাল করেছেন। তোমার আব্বার পেশার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? এতদিন পরে তুমি আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? ছেলে তার আব্বার পেশা জানার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আর তার মা টালবাহানা করতে থাকলেন। ছেলের পীড়াপীড়িতে এক পর্যায়ে মা ছেলের পিতার পেশা বলতে বাধ্য হ’লেন। তিনি বললেন, তোমার আব্বার কোন ভাল পেশা হ’লে তা বলতে আমার এত দ্বিধা হ’ত না। তোমার পীড়াপীড়িতে বলতে হচ্ছে, তোমার আব্বার পেশা ছিল চৌর্যবৃত্তি। ছেলে তার মায়ের উত্তর শুনে বলল, আম্মা! আমার উস্তাদ সকল ছাত্রকে বলেছেন, তোমরা তোমাদের পিতার পেশা অবলম্বন কর। আর সব কাজে তাক্বওয়ার খেয়াল রেখো। মা বললেন, চুরি করতে তাক্বওয়া অবলম্বন! এ কেমন কথা? ছেলে বলল, আম্মা! উস্তাদ এই কথাই বলেছেন।

অতঃপর ছেলেটি চুরি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে শুরু করল। যথারীতি প্রশিক্ষণ নিল। সে প্রয়োজনীয় উপকরণও সংগ্রহ করল। প্রশিক্ষণ শেষে সে চিন্তা-ভাবনা করে কাজের পরিকল্পনা তৈরী করল। একদিন এশার ছালাত আদায় করার পর লোকজনের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষা করতে লাগল। লোকজন যখন ঘুমিয়ে পড়ল, চতুর্দিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তখন সে প্রথমে প্রতিবেশীর ঘরেই চুরি আরম্ভ করার সংকল্প করল। সে প্রতিবেশীর বাড়ীতে প্রবেশ করতে গেলে উস্তাদের নছীহত তার স্মরণ হ’ল। সে মনে মনে বলতে লাগল, প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করা ও তাকে কষ্ট দেওয়া তো তাক্বওয়া বিরোধী কাজ। এতে আল্লাহ তা‘আলা অসন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং সে প্রতিবেশীর ঘর ছেড়ে অন্য ঘরের দিকে অগ্রসর হ’ল। সেটা ছিল এক ইয়াতীম-অনাথের ঘর। এর ঘরে চুরি করাও তাক্বওয়া বিরোধী কাজ। কারণ আল্লাহ তা‘আলা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। ফলে সে এ ঘর ছেড়ে অন্য ঘরের দিকে অগ্রসর হ’ল। এইভাবে যখনই সে কোন ঘরের কাছে আসে এবং চুরি করার ইচ্ছা করে তখনই কিছু না কিছু তার মনে উদয় হয়, অতঃপর তা তাক্বওয়া বিরোধী কাজ ভেবে আরও অগ্রসর হ’তে থাকে। এভাবে সে একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। এটা জনৈক ব্যবসায়ীর ঘর। সে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তার একটা মাত্র কন্যা সন্তান। মনে মনে বলল, হ্যাঁ, এই ঘরে চুরি করা চলবে। অতঃপর চাবী দিয়ে তালা খুলে ঘরে প্রবেশ করে দেখল এতে অনেকগুলি কক্ষ রয়েছে। সে ঐ বিশাল ঘরে ঘুরতে লাগল। যেন সে চোর নয়; বরং কোন মেহমান। শেষে তার দৃষ্টি পড়ল একটা সিন্দুকের উপর সেটা খুলে দেখল তা সোনা-চাঁদী, টাকা-পয়সায় পরিপূর্ণ।

সে সিন্দুক থেকে মাল-ধন বের করার ইচ্ছা করল। কিন্তু তার উস্তাদের উপদেশ মনে পড়ল। মনে মনে বলতে লাগল, প্রথমতঃ এই ব্যবসায়ী তার মালের যাকাত দিয়েছে কি-না, তা জানা নেই। সর্বাগ্রে তার যাকাতের হিসাব পর্যালোচনা করা যাক। সুতরাং সে হিসাব সংক্রান্ত খাতাপত্র বের করে সঙ্গে আনা ছোট লণ্ঠনটি জ্বেলে নিল এবং তার আলোতে খাতাপত্রগুলি তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল। সে হিসাবে বেশ অভিজ্ঞ ছিল। সে দ্রুত মালের পূর্ণ হিসাব করে ফেলল। মালের যাকাতের অংশ বের করে পৃথক রাখল। হিসাব-নিকাশে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিল যে, সময়ের কোন খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ মনে হ'ল ফজরের সময় হয়ে গেছে। সে নিজের মনেই বলল, তাক্বওয়ার চাহিদা হচ্ছে প্রথমে ফজরের ছালাত সমাপন, তারপর কাজ। সে ঘর থেকে বের হয়ে আঙ্গিনায় এসে ওযূ করল। তারপর ছালাতের জন্য ইক্বামত দিল। ঘরের মালিক ইক্বামত শুনে ঘাবড়ে গিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ছোট একটি লণ্ঠন টিপ টিপ করে জ্বলছে। সিন্দুক খোলা এবং তার সম্মুখে এক তরুণ ছালাত আদায় করার জন্য ইক্বামতের বাক্যগুলি উচ্চারণ করছে। ঘরের গৃহীনীও জেগে গেছে। সে এইসব দেখে স্বামীকে জিজ্ঞেস করছে, ওখানে কি হচ্ছে? গৃহকর্তা বলল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। অতঃপর সে দোতলা থেকে নেমে ঐ তরুণের কাছে গিয়ে বলল, তুমি কে? আর তুমি করছইবা কি? চোর ছেলেটি বলল, প্রথমে ছালাত, পরে কথা। ঘরের মালিক যথেষ্ট ঘাবড়ে গিয়েছিল। তরুণ তাকে বলল, আপনি শীঘ্র ওযূ করে আসুন। সে ওযূ করে এলো। তরুণ বলল, আপনি ছালাতে ইমামতি করুন। সে তরুণকে বলল, না, বরং তুমি ইমামতি কর। তরুণ বলল, আপনি এই ঘরের মালিক। আপনিই ইমামতি করার বেশী হকদার। সে এসব চিন্তাই করতে পারেনি। সে নিজের জানমাল নিয়ে শঙ্কিত। কোন রকমে ছালাত শেষ করল। ভয় ও শঙ্কায় তার মনের অবস্থা ভাল ছিল না। ছালাত শেষ হ'লে মালিক বলল, এখন বল তুমি কে? এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছ? তরুণ বলল, আমি চোর, চুরি করার জন্য এসেছি। কিন্তু আপনি বলুন, যাকাত আদায় করেন না কেন? আমি আপনার খাতাপত্রগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি। আপনি ছয় বছর থেকে যাকাত আদায় করেননি। এটা আল্লাহ্র হক্ব, যা ফরয। আমি হিসাব করে দিয়েছি এবং যাকাতের মাল পৃথক করে রেখেছি। যাতে আপনি যাকাতের হকদার ব্যক্তিদেরকে পৌঁছে দিতে পারেন। এসব কথা শুনে গৃহস্বামী স্তম্ভিত হয়ে গেল। তুমি এসব কি করেছ? তুমি কি পাগল? সে বলল, আমি পাগল নই, সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি। গৃহকর্তা বলল, তাহ'লে তুমি চুরি করছ কেন? উত্তরে ছেলেটা সম্পূর্ণ কাহিনী ব্যবসায়ীকে শুনাল।

ব্যবসায়ী ছেলেটির সহজ-সরল সুদর্শন চেহারা এবং হিসাব-নিকাশে তার দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বীয় স্ত্রীর কাছে গেল এবং তরুণ চোর সম্পর্কে সব বৃত্তান্ত খুলে বলল। অতঃপর সে বলল, তুমি তোমার একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য পেরেশান ছিলে। আল্লাহ তা'আলা তোমার ঘরে পাত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। সবকিছু শুনে স্ত্রীও একমত পোষণ করল।

অতঃপর সে তরুণ ছেলেটার নিকটে এসে বলল, দেখ চুরি করা খুব জঘন্য কাজ। তোমার ধন-সম্পদ দরকার হ'লে এবং তুমি চাইলে আমি তোমাকে আমার সম্পদের অংশীদার করতে পারি। তরুণ বলল, সেটা কিভাবে? ব্যবসায়ী বলতে লাগল, আমার একটি মাত্র কন্যা। আমি তার বিবাহ তোমার সঙ্গে দিতে চাই। আমি তোমাকে আমার সম্পদের প্রধান হিসাব রক্ষক নিয়োগ করতেও প্রস্তুত আছি। তোমাকে বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় অর্থ আমি প্রদান করব। তুমি তোমার আম্মার সঙ্গে পরামর্শ করে নাও।

তরুণ ছেলেটি এই প্রস্তাবে তার সম্মতি প্রকাশ করল। সে তার মাকে বলতেই তিনি রাযী হ'লেন। পরবর্তীতে দিন ধার্য করে ব্যবসায়ী ঐ তরুণের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দিলেন। প্রিয় পাঠক! এই হচ্ছে তাক্বওয়ার পুরস্কার।

Contents

চিকিৎসা জগত

মাথা ব্যথার কারণ ও চিকিৎসা

কখনো মাথাব্যথা হয়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাথাব্যথা হ'লে কী রকম কষ্ট হয় তা যার হয় শুধু তিনিই বোঝেন। যেহেতু এটি বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না তাই মাথাব্যথার কারণে প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকাটাও কিছুটা কঠিন। সব ধরনের মাথাব্যথার ৯৫ ভাগই গুরুতর অসুখ ছাড়াই হয়ে থাকে। কেমিক্যাল মেসেঞ্জার যাকে বলে নিউরোট্রান্সমিটার তার একটি হচ্ছে সেরোটোনিন। রক্তে এই সেরোটোনিন অস্বাভাবিক পরিমাণে থাকলে তা মস্তিষ্কের রক্তনালীর উপর কাজ করে মাথাব্যথা ঘটায়।

মাথাব্যথার প্রকারভেদ : প্রধানত তিন রকম মাথাব্যথা রয়েছে- (১) টেনশন হেডেক (২) মাইগ্রেন হেডেক (৩) ক্লাস্টার হেডেক।

টেনশন হেডেক : এই ধরনের মাথাব্যথায় মানুষ সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়। এটি এপিসোডিক মানে মাঝে মাঝে হ'তে পারে। আবার ক্রনিক যেমন মাসে ১৫ দিনের বেশী হ'তে পারে। এই ব্যথা মাথার দু'দিকেই হয়। চাপ চাপ ব্যথা অনুভূত হ'তে পারে এবং মনে হ'তে পারে যে, মাথার চারদিকে একটি ব্যান্ড আটকে আছে। ব্যথা ৩০ মিনিট থেকে সাতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হ'তে পারে। টেনশন হেডেকে বমি বা আলোভীতি থাকে না। সকালের দিকে মাথাব্যথা কম থাকে এবং বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা বাড়তে থাকে।

কারণ : টেনশন হেডেকের কারণ এখন পর্যন্ত পুরোপুরি জানা যায়নি। কিন্তু বলা হয় যে, মাথা ও ঘাড়ের মাংসপেশির সঙ্কোচনের জন্য এ ধরনের ব্যথা হয়।

চিকিৎসা : প্রথমতঃ এসব ক্ষেত্রে মানসিক চাপ ও অবসাদ কমাতে হবে। সাধারণত টেনশন হেডেকে ব্যথা নিরাময়ের যেসব ওষুধ কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো ভাল কাজ করে। তাছাড়া চিকিৎসকের পরামর্শমত মানসিক চাপ কমাতে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এবং মাসল রিলাক্সেন্ট গ্রহণ করা যেতে পারে। ম্যাসাজ ও যোগাসন মাথাব্যথা নিরাময়ে ভাল কাজ করে।

মাইগ্রেন হেডেক : এই প্রকার মাথাব্যথায় মহিলারাই বেশী আক্রান্ত হন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মধ্য বয়স পর্যন্ত মহিলাদের হার সবচেয়ে বেশী। তীব্র দপদপ করে মাথাব্যথা বা থ্রবিংপেইন সাধারণত মাথার একদিকে, সেই সঙ্গে বমি বা বমির ভাব এবং আলোভীতি- এই হচ্ছে মাইগ্রেনের লক্ষণ। তাছাড়া চোখের সামনে রঙিন আলোকছটা দেখা, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা, কথা বলতে বা খেতে অসুবিধা, শরীরে একপাশে দুর্বলতা বা অনুভূতিহীনতা ইত্যাদি উপসর্গ থাকতে পারে।

কারণ : মস্তিষ্কে রক্ত সংবহনকারী রক্তনালীর অতিরিক্ত প্রসারণের কারণে মাইগ্রেন হেডেক হয় বলে আগে ধারণা করা হ'ত। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অস্বাভাবিক কার্যের ফলে রক্তনালীর পরিবর্তন ঘটে এবং নিউরোট্রান্সমিটার প্রভাবিত হয়ে স্নায়ুকোষে বার্তা প্রেরণ করে। এর ফলে ব্যথা শুরু হয়। যেসব শারীরিক কারণে মাইগ্রেন ব্যথা শুরু হয় তা হ'ল- অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক অবসাদ, জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল গ্রহণ, কিছু খাদ্য যেমন চকলেট, পনির, তীব্র শব্দ, অতিরিক্ত আলো, ধোঁয়াপূর্ণ পরিবেশে বসবাস, মহিলাদের মাসিক চক্রের বিভিন্ন সময়ে হরমোনের পরিবর্তন, পরিবারের আরো কারো মাইগ্রেন থাকলে। অর্থাৎ জেনেটিক কারণে।

চিকিৎসা : যেসব কারণে আপনার এই মাথাব্যথা হচ্ছে তা চিহ্নিত করা এবং সেগুলো থেকে সতর্ক থাকা মাইগ্রেন হেডেকের চিকিৎসার প্রথম ধাপ। ওষুধের ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন বা প্যারাসিটামল কার্যকর। বমি রোধে সেই সঙ্গে মেটাক্লোপ্রোমাইড বা প্রোক্লোরপেরাজিন গ্রহণ করা যেতে পারে। তীব্র ব্যথার ক্ষেত্রে সুমাট্রিপটান ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ওষুধ ব্যথা এবং বমি দুই-ই কমায়। এটি ট্যাবলেট বা ইনজেকশন হিসাবে দেয়া যেতে পারে।

মাইগ্রেন প্রতিরোধক হিসাবে কিছু ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে। বারবার আক্রান্ত হওয়ার ফলে দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। তাই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভাল। এক্ষেত্রে প্রপানলল পিজোটিফেন, অ্যামিট্রিপটাইলিন, মিথাইসারজাইড ব্যবহৃত হয়। একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোন ওষুধ গ্রহণ করা উচিত নয়।

ক্লাস্টার হেডেক : এই প্রকার মাথাব্যথাকে মাইগ্রেন মাথাব্যথার অন্তর্ভুক্তও বলা হয়ে থাকে। ক্লাস্টার হেডেক বা গুচ্ছ মাথাব্যথায় সাধারণত ধূমপায়ী পুরুষেরা আক্রান্ত হন। প্রতিদিন একই সময় বিশেষ করে সকালের দিকে ৩০ থেকে ৯০ মিনিট তীব্র মাথাব্যথা হয়। এভাবে কয়েকদিন, সপ্তাহ বা মাস এই ব্যথা হয় এবং তারপর কয়েক মাস আবার কোন ব্যথা থাকে না। ক্লাস্টার হেডেকের সঙ্গে একচোখ ব্যথা, কনজাংটিভার ইনফেকশন, এক চোখ দিয়ে পানি ঝরা এবং নাক বন্ধ হয়ে যায়।

কারণ : এ ধরনের মাথা ব্যথার তেমন কোন কারণ নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, তবে ধূমপায়ী ও মদ্যপানকারী পুরুষদের মাঝে এর হার অনেক বেশী।

চিকিৎসা : ক্লাস্টার হেডেকের চিকিৎসার প্রথম ধাপ আক্রান্ত ব্যক্তির নিজের হাতে। ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করা একান্ত যরূরী। সেই সঙ্গে মানসিক চাপ ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম পরিহার করতে হবে। অনেক সময় বিশুদ্ধ অক্সিজেন শ্বাসের সঙ্গে টেনে নিলে এ ধরনের মাথাব্যথায় ভাল ফল পাওয়া যায়। অনেকে আক্রান্ত দিকের নাকে লোকাল অ্যানাসথেটিক এজেন্ট ব্যবহারে ফল পান। তাছাড়া সুমাট্রিপটান ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়। প্রতিরোধ হিসাবে ভেরাপামিল বা মিথাইসারজাইড ব্যবহার করা যেতে পারে। অবস্থার খুব অবনতি হ'লে সতর্কতার সঙ্গে লিথিয়াম ব্যবহার করা যায়। মাথাব্যথাকে অবহেলা করা ঠিক নয় এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়াটাও অত্যন্ত যরূরী। অনেক সময়ই আমরা মাথা ব্যথাকে গুরুত্ব দেই না। কিন্তু এ সমস্যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যহত করে। খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন, মানসিক চাপ পরিহার এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করে মাথাব্যথার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। তাহ'লে হয়তো আমাদের আর শুনতে হবে না যে, মাথা থাকলেই মাথাব্যথা হবে।

[সংকলিত

ক্ষেত-খামার

বালাইনাশক ব্যবহারে কঠোর সতর্কতা

বিভিন্ন ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি বছর আমাদের দেশে প্রায় ২৫ হাযার টন বালাইনাশক প্রয়োগ করা হয়। কৃষকরা সবজি ফসলকে রক্ষার জন্য প্রতি তিন-চারদিন অন্তর ডাইমেক্রন, সবিক্রন বা অন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রবাহমান বালাইনাশক প্রয়োগ করেন। এতে করে সবজি টাটকা বা তরতাজা দেখালেও এগুলো খেলে কি পরিমাণ ক্ষতি হ'তে পারে তা তারা অবগত নন। এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি কীটনাশক প্রয়োগকৃত সবজি গ্রহণে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে। বাইপার মেথিন গ্রুপের (সিমবুশ, রিপবর্ড, বাছথ্রিন ইত্যাদি) কীটনাশক সবজিতে ব্যবহার করলে এর বিষক্রিয়া নিষ্ক্রিয় হ'তে ৮-১০ দিন সময় লাগে। অথচ এ সময়ের আগেই মানুষ এগুলো খেয়ে থাকে। ফলে এসব রাসায়নিক সরাসরি পাকস্থলীতে যায় এবং এতে করে স্নায়ুবিক বৈকল্যসহ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং ধীরে ধীরে মানুষ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

কীটনাশক ব্যবহারে একদিকে পোকামাকড়ের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। বেপরোয়া কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মরে যাচ্ছে উপকারী পোকামাকড়, পাখি, মাছ এবং ব্যাঙ। ধ্বংস হচ্ছে মাটির জীব-অণুজীব। এ কারণে ফসলের ফলনও কমে যাচ্ছে। কৃষকরা বৈধ বা অবৈধভাবে হেপ্টাক্লোর, ইন্ডোফিল, ডিডিটি এবং একালাক্স নামে বাজারজাতকৃত প্রায় দেড় শতাধিক কীটনাশক সবজি ফসলে ব্যবহার করে থাকে। এই বিষের কণা বাতাসের মাধ্যমে নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে। ফলে পেটের পীড়া, শারীরিক দুর্বলতা, মাথায় যন্ত্রণাসহ জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে লোকজন। পাইরিথ্রয়েড গ্রুপের কিছু কিছু কীটনাশক, যেমন- ডেসিস, সুমিসাইডিন ইত্যাদি সবজিতে প্রয়োগ করলে ৪-৭ দিন অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু কৃষকরা তা মানে না। দেখা যায় যে, সকালে ফসলে কীটনাশক প্রয়োগ করে বিকালেই সবজি বাজারজাত করে থাকে। ফলে এসব সবজি খেয়ে মানুষের লিভারের রোগ, রক্তচাপ, স্নায়ুরোগ, হৃদরোগ, পঙ্গু সন্তান জন্মদান ইত্যাদি হচ্ছে। তাই কীটনাশক ব্যবহারে সতর্ক হওয়া খুবই যরূরী।

সতর্কতা : ১. সব বালাইনাশকই মারাত্মক বিষ। তাই বালাইনাশক ব্যবহারের আগে তার সঠিক নাম, প্রয়োগবিধি এবং বোতল বা প্যাকেটের গায়ে লেখা ভালভাবে দেখে নিতে হবে। ছিপি বা প্যাকেট খোলা কোন ওষুধ কেনা যাবে না। **২.** কীটনাশক গায়ে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে বেশী পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। বাতাস যেদিক থেকে প্রবাহিত হয় তার উল্টো দিকে মুখ রেখে বা সেই দিকে পিঠ দিয়ে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। **৩.** কীটনাশক প্রয়োগের যন্ত্রটি পুকুর, নদী বা খাল-বিলে ধোয়া উচিত নয়। কারণ এতে পানি দূষিত হয় এবং মাছের ক্ষতি হয়। এজন্য পুকুর থেকে পানি তুলে বাইরে এটি ধৌত করতে হবে। কীটনাশক প্রয়োগ করার পর খালি বোতল বা প্যাকেট মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। **৪.** কোন জমিতে কীটনাশক প্রয়োগের পর গরু-বাছুর বা হাঁস-মুরগির যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য ঐ জমিতে সতর্কবাণী লিখে দিতে হবে। **৫.** সবজি রান্নার আগে বেশ কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে রেখে তারপর কেটে রান্না করতে হবে। **৬.** যেসব সবজি কাঁচা খাওয়া হয় সেগুলো যেমন- শসা, টমেটো, গাজর, লেটুস, কাঁচামরিচ ইত্যাদি না ধুয়ে খাওয়া যাবে না। **৭.** ফল ও কাঁচা সবজি খোসা ছাড়িয়ে খেতে হবে।

সফল চাষী

হাঁস পালন করে স্বাবলম্বী আলী হায়দার : সিরাজগঞ্জের তারাশ উপযেলার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যবয়সী কৃষক আলী হায়দার। অভাবের সংসার ছিল তার। মহাজনের জমিতে কাজ করে নিয়মিতভাবে সামান্য মজুরীও ঠিকমত পেত না। একবেলা খেতে পেলে দু'বেলা উপুস থাকতে হয়েছে। এভাবেই খেয়ে-না খেয়ে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে দুর্বিসহ জীবন কাটিয়েছেন তিনি। অবশেষে গ্রামীণ মৎস ও পশু সম্পদ ফাউণ্ডেশনের দু'জন কর্মীর পরামর্শে ও সহায়তায় পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। মাছ চাষ করে ১ম বছরে ২২ হাযার টাকা আয় করেন। অতঃপর উক্ত ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় হাঁস পালনে মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তিনি হাঁস পালন করে আসছেন। বর্তমানে তার ৫০০টি হাঁস রয়েছে। প্রতিদিন ডিম পান ৪০০। ডিম বিক্রি করেই তার মাসিক আয় হয় ৬০ হাযার টাকা। খরচ বাদ দিয়ে নীট লাভ থাকে ৫০ হাযার টাকা। হাঁসগুলো সারাদিন বিলে চরে খাদ্য খেয়ে নেয়। ফলে খাদ্যের পেছনেও তেমন খরচ লাগে না। শুধু প্রয়োজন তদারকীর। এই হাঁস পালন করে ইতিমধ্যেই আলী হায়দার ক্রয় করেছেন ১ বিঘা জমি, তৈরী করেছেন টিনের ঘর ও আসবাবপত্র। বর্তমানে তার কোন অভাব নেই। দু'টি দুধেল গাভীও আছে তার। যা থেকে দৈনিক ২০ লিটার দুধ পান। তা বিক্রি করে আয় হয় ৪৪০ টাকা। গাভীর সংখ্যা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে আলী হায়দারের। তাছাড়া পুকুরে মাছের চাষ করে গত বছর আয় করেছেন ৩২ হাযার টাকা। এ বছরে টার্গেট আরো বেশী।

সবজি চাষ করে সাবলম্বী ২০ যুবক : জয়পুরহাট যেলার পাঁচবিবি উপযেলা মাথাইশা মঞ্জিলের ২০ জন শিক্ষিত বেকার যুবক সবজি চাষ করে চমক দেখিয়েছে। তারা হাইব্রিড টিয়া জাতের করলা ও সুইটি জাতের মিষ্টি কুমড়া চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পর চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে ২০ জন যুবক একত্রিত হয়ে 'সৃজন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। এই সংগঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে তহবিল সংগ্রহ করে সেই অর্থ দিয়ে এলাকার স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে ২ লাখ ২২ হাযার টাকায় ১৩ একর জমি লিজ নেয়। পরে স্থানীয় উপযেলা কর্মকর্তার সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ২ লাখ ১০ হাযার টাকা খরচ করে হাইব্রিড টিয়া জাতের করলা ও সুইটি জাতের মিষ্টি কুমড়া চাষ করে। বর্তমানে 'সৃজনে'র এই সবজি চাষ প্রকল্পে প্রতিদিন ১৫ জন শ্রমিক কাজ করছে। প্রতি বিঘায় ২২০ মণ করে করলা উৎপাদন হয়। যা ৩০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হয়। প্রতি বিঘায় এ করলা চাষ করতে সার, বীজসহ খরচ হয় মাত্র ১০/১২ হাযার টাকা। খরচ বাদে তাদের লাভ আসে বিঘাপ্রতি ৪০/৫০ হাযার টাকা। অপরদিকে ২২ বিঘা জমিতে মিষ্টি কুমড়া চাষ করতে খরচ হয় ১ লাখ ৫০ হাযার টাকা। সব খরচ বাদ দিয়ে তাদের লাভ হয় ৫ লাখ টাকা। সফল চাষী হিসাবে এ যুবকদের নাম এখন সবার মুখে মুখে। করলা ও কুমড়া চাষ করে তারা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, কীটনাশক ছাড়া তারা এ করলা ও মিষ্টি কুমড়ার চাষ করছে। জয়পুরহাট সহ এ অঞ্চলের হাটবাজারগুলোতে এর বেশ কদর।

কবিতা

বিদায়ী শা'বান

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

কোন্ সুখবর জানিয়ে গেল
বিদায় পথের শা'বান মাস?
মুমিন-মনে হর্ষ লহর
তাই বদনে মুচকি হাস!
জানিয়ে গেল ঐ দেখো ঐ
রামাযানেরই হাতছানি,
উঠবে হেসে গোলাপ গেঁদা
ভরবে সবার ফুলদানি।
কোন্ পাতকী পথ না পেয়ে
ঐ সাহারার মাঝখানে,
পঙ্কিলতা মাথায় নিয়ে
চলছিল সে আনমনে।
শা'বান তাকে বলল ডেকে
আর করো না চিন্তাটা
মোর পিছনে আসছে 'রোযা'
কাটবে সুখে দিন ক'টা।
চাওয়ার চেয়ে পাইবে বেশী
রামাযানের ঐ মাসটি ভর,
ধরবে রোযা জাপটে বুকে
কেউ রবে না আপন পর।
উঠল মুমিন উঠল হেসে
শা'বান মাসের সংবাদে,
দু'হাত দিয়ে লুটবে নেকী
কেউ রবে না ঘোর নিদে।

বোমাবাজদের উদ্দেশ্যে

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বোমা ফাটিয়ে তুমি মারছ কাকে
ভেবে কি দেখেছ কভু?
সে তো তোমারই ভাই বন্ধু
নয় তো বিদেশী প্রভু।
তুমি লড়ছ কি ইসলামের তরে
শারঈ আইন চাও?
বোমা ফাটিয়ে ভয় দেখিয়ে
কি ইসলাম তুমি বুঝাও?
তোমার এ নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা
দেয় না পরিচয় মুসলিমের,
ইসলামের নাম যতই বল
এ হঠকারিতা নয় ইসলামের।
ইসলামের শত্রুর পাতানো ফাঁদে
বিকার ঘটেছে তোমার মনের,
তোমার এ বর্বর হঠকারিতায়
দেশ শিকার হবে আগ্রাসনের।
আগে শিক্ষা নিয়ে সভ্য হও
বিজয় চাও যদি ইসলামের,
মুসলমানের সব মহৎ গুণে
ভূষিত কর নিজেকে ফের।
অন্ধ আবেগে মত্ত হয়ে
জাতির সেবা যায় না করা,
হঠকারিতায় শুধু বাড়বে ক্ষতি
বোকার মত খাবে ধরা।

আষাঢ় বুঝি এলোরে

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
আষাঢ় বুঝি এলোরে,
বৃক্ষরাজি সিক্ত মনে
বৃষ্টি খুঁজে পেলরে।
চাতক উড়ে মেঘের দেশে
কখন তুমি আসবে গো,
অবগাহনের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায়
আমায় ভালবাসবে গো।
আকাশ ভারী আসবে বারি
নেই তো কোন তার মানা,
আসবে উড়ে বিদেশ ঘুরে
সব দেশই তার হয় চেনা।
বৃষ্টি দেখে সোনামণির
অবাক দু'টি দৃষ্টিযে,
এমন স্বচ্ছ বারিধারা
মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিযে।

রামাযান

-আব্দুল খালেক খান
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

রামাযানের ঐ রোযার মাসে ধনী-গরীব সবে,
রবের ভয়ে দিনে তারা কিছু নাহি খাবে।
সুরুজ যখন পড়বে পাটে পশ্চিমের ঐ গায়,
ইফতারীতে খুশী তারা আর কিছু না চায়।
হর নিশিতে সবাই মিলে যাবে রবের ঘরে,
আট রাক'আত তারাবীহর ছালাত পড়বে ধীরে ধীরে।
চলে সদা দিবা নিশি ইবাদতের মিছিল,
রজম হ'ল গুনাহ মাফের সব শেষ অছিল।
সংযমী থাকে সবে এলে রামাযান মাস,
নবী (ছাঃ) বলেন এমন করে চলো বার মাস।
মরণ পরে কবর ঘরে ঢালের মত রবে,
ক্বিয়ামতে সুরুজ তাপে তুমি রক্ষা পাবে।
অধিক ছওয়াব আশায় সবাই দানে হৃদয় ঢালে,
রহম দেখে বে-নামাজী ছালাতে যায় মিলে।
যার তরে ছিয়াম পালন এই নশ্বর পৃথিবীতে,
প্রতিদান সবারে দিবেন তিনি নিজ হাতে।
আসুন সবে হৃদয় খুলে শোকর করি তার,
ষড়রিপু দমন করি হ'তে পূর্ণ ঈমানদার।
বিভেদ ভুলে চলি সবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে
অনাবিল সুখের হাসি ফুটবে সবার আননে।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. কক্সবাজার। ২. পঞ্চগড়।
৩. চাঁপাই নবাবগঞ্জ। ৪. বান্দরবান।
৫. থানচি।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১. Pabna, Patna. ২. Kidney- অর্থ বৃক্ক।
৩. Centre, Center. ৪. Snake, Serpent.
৫. Open, Shut, Hear, Bear, Snik.

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. মাত্র একজন নবীর নাম পবিত্র কুরআনের একটি সূরায় একত্রে বর্ণিত হয়েছে। সে নবীর নাম ও সূরার নাম কি?
২. মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের ঘটনা কুরআন মাজীদের কয়টি সূরায় কয়টি স্থানে বর্ণিত হয়েছে?
৩. পৃথিবীতে আগত সকল নবী মূলতঃ কয়টি বংশ ধারা থেকে এসেছেন?
৪. আবুল আম্বিয়া বা নবীগণের পিতা কে?
৫. ইস্রাঈল অর্থ কি এবং কোন নবীর অপর নাম ইস্রাঈল?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী বিজ্ঞান)

১. এ্যামিবা শব্দের অর্থ কি?
২. এ্যামিবা কোন পর্বের প্রাণী?
৩. প্রোটোজোয়া শব্দের অর্থ কি?
৪. এ্যামিবা কোন পরিবেশে সিস্ট গঠন করে?
৫. এ্যামিবা কয়কোষী প্রাণী?

** সংগ্রহেঃ শিহাবুদ্দীন আহমাদ*
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি প্রশিক্ষণ

জুন ও জুলাই '০৯ মাসে অনুষ্ঠিত সোনামণি প্রশিক্ষণ সমূহ: শিশু-কিশোরদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে আদর্শবান করে গড়ে তোলার নিমিত্তে কেন্দ্রীয় 'সোনামণি' সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সোনামণিদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। জুন ও জুলাই '০৯ মাসে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ সমূহ নিম্নরূপ:

২৬ জুন শুক্রবার: নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। ৮ জুলাই বুধবার : নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী। ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার : আতানারায়ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী; সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী। ১২ জুলাই রবিবার : ভাড়ালীপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী। উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস সহ সংশ্লিষ্ট শাখা ও এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাহানপুর, কেশবপুর, যশোর ১৯ জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় জাহানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি যশোর যেলার উদ্যোগে সোনামণি যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সোনামণি যশোর যেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হুসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সোনামণি নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার পরিচালক রবীউল আওয়াল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বযলুর রশীদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম প্রমুখ। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ মাছূম বিল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মুহাম্মাদ ওয়ালিদ। অনুষ্ঠানে আব্দুল আহাদকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ গঠন করেন।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ২৫ জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর দৌলতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কুষ্টিয়া পশ্চিম যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আমীরুল ইসলাম মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি জনাব নযরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান ও সাবেক সভাপতি মাজেদুর রহমান। উক্ত সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয সাজ্জাদুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আশীকুর রহমান। সমাপণী বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব মুহসিন আলী। অনুষ্ঠানে আশীকুর রহমানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি কুষ্টিয়া পশ্চিম যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ২৬ জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কুষ্টিয়া পূর্ব যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন নব মনোনীত পরিচালক জনাব আখতারুয্যামান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন রাজিব আহমাদ এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন হাবীবুর রহমান।

কালাইহাটা, গাবতলী, বগুড়া ১৪ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর কালাইহাটা মধ্য ফকীর পাড়ায় এক বিশেষ মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ফাতিমা।

সোনামণি কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের জন্য
মোবাইল নম্বর ০১৭১৫-৭১৫১৪৩; ০১৭২৬-৩২৫০২৯।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সুন্দরবন কিনতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন কিনে নিতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কার্বন ট্রেডিংয়ের অংশ হিসাবে বাংলাদেশকে এ প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের বৃহত্তম গ্রীন হাউজ গ্যাস (জিএইচজি) বা কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপাদনকারী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত কার্বন গ্যাসের একটি অংশ শোষণের জন্য ব্যবহার করা হবে সুন্দরবনকে। এজন্য প্রতিটন কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণের বিনিময়ে বাংলাদেশকে প্রতিবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০ ডলার প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে। তবে বাংলাদেশ চেয়েছে ৫০ মার্কিন ডলার।

হাজারীবাগ ট্যানারি এলাকা দেশের সবচেয়ে দূষিত অঞ্চল

হাজারীবাগ ট্যানারি এলাকা এখন দেশের সবচেয়ে দূষিত অঞ্চল। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের এক গবেষণায় দেখা গেছে, হাজারীবাগ ট্যানারি এলাকার মাটি ভয়ানকভাবে দূষিত হয়ে গেছে। মাটি থেকে বিষাক্ত মৌল ঢুকে পড়ছে উদ্ভিদে, যা খাদ্যচক্রের মাধ্যমে জমা হচ্ছে মানব ও পশুর দেহে। ফলে এখানকার মানুষ ক্যান্সারসহ নানা ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

৬ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় হতাহত ৭৮৭৭

দেশে গত ছয় মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় হতাহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ হাযার ৮৭৭ জন। এর মধ্যে ১৪৪ ব্যক্তি নিহত এবং ৭,৭৩৩ জন আহত হয়েছে। এছাড়া 'ক্রসফায়ারে' নিহত হয়েছে ৩৮ জন। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর রিপোর্ট থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

দেশে তৈরী কাদামাটির টাইলস যাচ্ছে ইটালীতে

টালি থেকে টাইলস তৈরী করে সাতক্ষীরার কলারোয়ায় রীতিমতো বিপ্লব ঘটেছে। এখানকার টাইলস রফতানী হচ্ছে ইটালীতে। সাতক্ষীরা যেলার সীমান্তবর্তী কলারোয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে পালপাড়া। সেখানে তৈরী হচ্ছে পোড়া মাটির সোনা। পালপাড়ার নতুন নামকরণ হয়েছে ইটালীপাড়া। কলারোয়া ও তার আশেপাশের পালপাড়ায় গড়ে উঠেছে প্রায় দেড়শ' কারখানা। এসব কারখানায় ২০ রকমের টাইলস তৈরী হচ্ছে। এতে ৬ সহস্রাধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত সুরক্ষায় বর্ডার রোড নির্মাণ অত্যন্ত যরূরী

সুন্দরবনের কৈখালী থেকে কুষ্টিয়ার চিলমারী পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৬ শতাধিক কিলোমিটার সীমান্তের সিংহভাগেই বিডিআর জোয়ানদের যরূরী চলাচলে পাকা সড়ক নেই। যার কারণে সীমান্ত সুরক্ষা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। বেশ কয়েক বছর আগেই ভারতীয় অংশে হাইওয়ে পাকা সড়ক ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণসহ বিএসএফ নজরদারীর যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর বিপরীতে বিডিআরের পক্ষ থেকে 'বর্ডার রোড' নির্মাণের একটা পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি দীর্ঘদিনেও। জানা গেছে, সীমান্তের ৩০ শতাংশের মতো সড়ক পাকা হয়েছে। বাকী ৭০ শতাংশই কাঁচা। ফলে বর্ষা মৌসুমে বিডিআর জোয়ানদের সীমান্তে টহল দিতে নাভিশ্বাস উঠে।

সাড়ে ৯ বছরে ৭৮৯ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বিএসএফ

২০০০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে চলতি বছরের ১০ জুলাই পর্যন্ত সাড়ে ৯ বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মোট ৭৮৯ জন বাংলাদেশীকে হত্যা, ৮৪৬ জনকে নির্যাতন এবং ৮৯৫ জনকে অপহরণ করেছে। চলতি বছরের শুরু থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত ৫৯ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বিএসএফ। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' এ তথ্য দিয়েছে।

এনজিওর সূদের ঋণ থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা

(১) ঝিনাইদহ যেলার কালীগঞ্জ উপযেলার মহিষাডেরা গ্রামে এনজিওর ঋণ ও সূদখোর মহাজনদের হাত থেকে রেহাই পেতে মোস্তফা নামে এক ব্যক্তি গলায় রশি লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জানা গেছে, পুত্রকে বিদেশ পাঠানোর জন্য দরিদ্র মোস্তফা বিভিন্ন এনজিও ও সূদখোর মহাজনদের নিকট থেকে চড়া সূদে ঋণ নিয়ে এক আদম ব্যাপারীর নিকট প্রায় ২ লাখ টাকা প্রদান করে। কিন্তু সে এই টাকা আত্মসাৎ করে গা ঢাকা দিলে এই ঋণের টাকা পরিশোধ ও সংসার চালাতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে মোস্তফা। প্রতিদিন সূদখোর মহাজন বাড়ীতে এসে চাপ প্রয়োগ করতে থাকলে গত ১৩ জুলাই রাতে সে সবার অজান্তে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

(২) নওগাঁর নিয়ামতপুর উপযেলা সদরের বালাহৈর গ্রামের ঋণগ্রস্ত আব্দুছ ছামাদ (৫৫) ও তার স্ত্রী জরিনা বেগম (৪৭) গত ৩ জুলাই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জানা গেছে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বিভিন্ন এনজিও ও স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে সূদে ঋণ নিয়ে হাঁস-ছাগলসহ বিভিন্ন রবকম দ্রব্যাদি বেচাকেনা করত। এক পর্যায়ে তাদের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা আত্মহত্যা করেছে।

(৩) যশোর সদর উপযেলার আবাদ কচুয়া গ্রামের পারুল নামের এক মধ্যবয়সী মহিলা ব্র্যাক থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করেছে। জানা গেছে, কয়েক মাস আগে পারুল ব্র্যাক থেকে ২৭ হাযার টাকা ঋণ নেন। প্রতি কিস্তিতে ৬৭৫ টাকা করে কয়েক সপ্তাহ ঋণ পরিশোধও করেন তিনি। কিন্তু চালের ব্যবসায় মুনাফা না হওয়ায় সম্প্রতি তিনি কিস্তি পরিশোধ করতে পারছিলেন না। অন্যদিকে ব্র্যাকের ঋণ আদায়কারীরা বাড়ীতে এসে কিস্তির জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। উপায়ান্তর না পেয়ে পারুল বিষ পান করে আত্মহত্যা করে।

সারাদেশে মাযারের সংখ্যা ৩ হাযার ৯৫০টি

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচালিত পরিসংখ্যান মতে সারাদেশে মাযারের সংখ্যা ৩ হাযার ৯৫০টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ৬০৯টি মাযার রয়েছে চট্টগ্রাম যেলায়। বান্দরবান ও রাঙামাটি যেলায় কোন মাযার নেই। সবচেয়ে কম ৩টি মাযার রয়েছে গোপালগঞ্জ যেলায়। মাযারের সংখ্যায় বেশির দিক থেকে ২য় অবস্থানে আছে সিলেট যেলা। এখানে ২৯০টি মাযার আছে। এরপর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাযার অবস্থিত এলাকা হচ্ছে- ময়মনসিংহ যেলায় ২৩১টি, বি-বাড়িয়া ২০৮টি, নারায়ণগঞ্জ ১৬৯টি, কিশোরগঞ্জ ১৬৫টি, কুমিল্লায় ১৩৮টি, বগুড়ায় ১২৯টি, হবিগঞ্জে ১০৪টি এবং ঢাকায় ১০১টি।

Contents

মেয়েদের জন্য সবচেয়ে অনিরাপদ দেশ ভারত

মেয়েদের জন্য সবচেয়ে অনিরাপদ দেশগুলোর অন্যতম হচ্ছে ভারত। দেশটিতে প্রতি বছর ২০ হাযারেরও বেশী ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। ধর্ষিত নারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরই বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার সাম্প্রতিক প্রতিবেদন 'মাইন্ড অফ এ রেপিষ্ট'-এ এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য সূত্রে বলা হয়, ২০০৭ সালে দেশটিতে রিপোর্ট বা অভিযোগ হয়েছে এমন ধর্ষণের ঘটনা ২০ হাযার ৭৩৭টি। এই সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে ৭ দশমিক ২ শতাংশ বেশী। দেশটিতে মেয়েদের উপর অপরাধ সংঘটনের যেসব ঘটনা ঘটে থাকে তার মধ্যে ১১ শতাংশই হচ্ছে ধর্ষণ।

নেপালে ঘুষ দমনে অভিনব উদ্যোগ

নেপালী এয়ার লাইন কর্তৃপক্ষ যাত্রীদেরকে এয়ারপোর্টের কর্মচারীদের ঘুষ গ্রহণ থেকে নিস্কৃতি দেয়ার জন্য পকেটবিহীন নতুন সরকারী পোশাক তৈরী করেছে। দেশটির বিমানবন্দরগুলোতে ঘুষ প্রকট আকার ধারণ করলে 'দ্য কমিশন ফর দ্য ইনভেস্টিগেশন অব অ্যাবিউজ অব অথরিটি' (সিআইএএ) নামক সংস্থার সুপারিশক্রমে এ অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নেপালী কর্তৃপক্ষ পকেটবিহীন ট্রাউজার পরা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পকেটের অভাবে ঘুষ নেওয়া হ'তে বিরত থাকবে বলে আশা করছেন।

১৭ বছর পর বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার রিপোর্ট

সুদীর্ঘ ১৭ বছর পর বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে লিবারহান কমিটি। ১৯৯২ সালে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় উগ্রপন্থী হিন্দুদের হাতে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাটি ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত ঘটনাগুলোর একটি। এ ন্যক্কারজনক ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট ১৯৯৩ সালের ১৬ মার্চ জমা দেয়ার কথা থাকলেও ৪৮ বার সময় বৃদ্ধি করতে হয়েছে। অবশেষে গত ৩০ জুন এ রিপোর্ট জমা পড়েছে। তদন্ত রিপোর্টটি বিজেপির বিপক্ষে যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছেন।

কোস্টারিকা বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ

কোস্টারিকা বিশ্বের সবচেয়ে সুখী ও অন্যতম পরিবেশবান্ধব দেশ। ব্রিটেনের বেসরকারী সংস্থা 'দ্য নিউ ইকনোমিক ফাউন্ডেশন' বিশ্বের ৯৯ শতাংশ মানুষের আবাসস্থল ১৪৩টি দেশ নিয়ে এ জরিপ চালায়। কোস্টারিকার পরে রয়েছে ডোমেনিকান রিপাবলিকের স্থান। জরিপে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান যথাক্রমে ৩য়, ৭৪তম ও ১১৪তম।

ভারতের উদয়পুর বিশ্বের সেরা পর্যটন নগরী

'প্রাচ্যের ভেনিস'খ্যাত ভারতের উদয়পুর ২০০৯ সালে বিশ্বের সেরা পর্যটন নগরী নির্বাচিত হয়েছে ট্রাভেল-লেইজার ম্যাগাজিন পরিচালিত এক অন লাইন জরিপে। ঐতিহাসিক নানা প্রাসাদ ও খালের জন্য বিখ্যাত উদয়পুর এখন পর্যটকদের সবচেয়ে পসন্দনীয় ভ্রমণস্থল। এছাড়া পসন্দের তালিকায় শীর্ষ ১০ নগরীর মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্ক সিটি, ফ্লোরেন্স, রোম এবং সানফ্রান্সিককো।

নিরামিষভোজীদের ক্যান্সারের ঝুঁকি কম

গোশতভোজীদের চেয়ে সবজিভোজী কিংবা নিরামিষভোজীদের ক্যান্সারের ঝুঁকি কম। যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ডের একদল গবেষক ব্রিটেনের ৬১ হাযার ৫৬৬ জন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। গবেষকরা দেখতে পান যে, সবজিভোজীদের রক্ত, পিত্তথলি পাকস্থলিতে ক্যান্সার কম হয়।

ইউরোপের কোকেন রাজধানী লন্ডন

ইউরোপের সবচেয়ে বড় কোকেন আস্তানা লন্ডন। এক গবেষণায় জানা যায়, এক মিলিয়ন লোক কোকেন সেবন করে লন্ডনে। জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিভাগের তথ্য থেকে জানা যায়, ইংল্যান্ড ও ওয়েলস এ আট লাখ ষাট হাযার এবং নর্দান আয়ারল্যান্ডে ও স্কটল্যান্ডে ১৪ হাযার জন মাদক সেবন করে। লন্ডনে চার জনের মধ্যে একজন মাদক সেবন করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, আফগানিস্তান হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশী আফিম উৎপাদনের স্থান। বিশ্বের অর্ধেক কোকেন উৎপাদন হয় কলাম্বিয়া।

রক্তস্বল্পতায় ভুগছে ৯২ শতাংশ শিশু

দেশে ছয় থেকে ১১ মাস বয়সী ৯২ শতাংশ শিশু রক্তস্বল্পতার শিকার। মা ও কিশোরীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাবও বেশী। এক জরিপ থেকে জানা যায়, ৬-১১ মাস ৯২ শতাংশ ও ৬-৫৯ মাস বয়সী ৬৮ শতাংশ শিশু রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে এ হার ৪০ শতাংশ। আর গর্ভবর্তী মেয়েদের ৪৪ শতাংশ এ সমস্যায় ভোগেন।

গাযায় গণহত্যার লাইসেন্স দিয়েছিল ইসরাঈল

ইসরাঈলী বাহিনী গাযায় আগ্রাসনকালে নির্বিচারে গোলাগুলী বর্ষণ করে নারী-শিশুসহ নিরপরাধ ফিলিস্তীনীদের হত্যা করেছে। ইসরাঈলী সৈন্যদের এভাবে নিরপরাধ মানুষ হত্যার লাইসেন্স দিয়েছিল ঐ বাহিনীর অধিনায়কগণ। গাযা আগ্রাসনে অংশগ্রহণকারী ইসরাঈলী সৈন্যদের সাক্ষ্যসংবলিত একটি দলীল প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল। সাক্ষাৎকারে সৈন্যরা বলেছে, গাযায় অভিযানকালে তাদের উপর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে তারা যেন আদেশ মোতাবেক গোলাগুলী নিক্ষেপ করে। এ সময় তারা কাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে সেদিকে যেন না দেখে। সে সময় ইসরাঈল কমান্ডাররা সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিল, কোন শত্রুকে টার্গেট করার ব্যাপারে ইতস্তত করার চেয়ে নিরপরাধ লোককে আঘাত করাও উত্তম। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে জেনেভায় আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরাধের মামলা হয়েছে।

ইউরোপে অত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েছে

অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বিশ্বে আত্মহত্যা, হত্যা ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। দি ল্যানসিট নামক একটি প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা জানান, বেকারত্বের সংখ্যা এক শতাংশ বৃদ্ধির সাথে সাহে ৬৫ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার ০.৭৯ শতাংশ বেড়েছে এবং খুনের ঘটনাও একইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের গবেষকরা ১৯৭০-২০০৭ সালের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ২৬টি দেশের তথ্য ব্যবহার করেন।

মুসলিম জাহান

ইন্দোনেশিয়ার রকেট উৎক্ষেপণ

ইন্দোনেশিয়া ২০১৪ সাল নাগাদ কক্ষপথে উপগ্রহ প্রেরণের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে গত ২ জুলাই মহাকাশে সফলভাবে স্থানীয়ভাবে তৈরী একটি রকেট উৎক্ষেপণ করেছে। আরএক্স-৪২০ রকেটটি স্থানীয় সময় সকাল ৮-টায় পশ্চিম জাভা প্রদেশের গারুত অঞ্চলের একটি মঞ্চ থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়।

চীনে উইঘুর মুসলমানদের উপর নির্যাতন

গত ২৬ জুন চীনের গোয়াংডং প্রদেশে একটি খেলনা ফ্যাক্টরীতে দু'জন উইঘুর নারী শ্রমিককে হান সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক বলাৎকার এবং হত্যা করার পর উইঘুর সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১ জুলাই উইঘুর কংগ্রেসের মিউনিখ শাখা তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারাবিশ্বের চীনা দূতাবাসের সামনে গোয়াংডং ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয়ার পরই জিনজিয়াংয়ে দাঙ্গা শুরু হয় এবং ৫ জুলাইয়ে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এতে সরকারী হিসাবে প্রায় ১৮৫ জন উইঘুর মুসলমান নিহত এবং সহস্রাধিক আহত হয়। বেসরকারী হিসাব মতে নিহতের সংখ্যা ৮০০। সহিংসতা রোধে জিনজিয়াংয়ে কার্ফু জারী করা হয়। এমনকি ১০ জুলাই শুক্রবার জিনজিয়াংয়ের রাজধানী উরুমকির মসজিদগুলো বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয় এবং লোকজনকে ঘরে ছালাত আদায়ের আহ্বান জানিয়ে নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়া হয়। শুরু হয় উইঘুর মুসলমানদের উপর চীনা কর্তৃপক্ষের ব্যাপক নির্যাতন ও ধরপাকড়। পাশাপাশি হান সম্প্রদায় উইঘুর মুসলমানদের ঘর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ও ব্যাপক লুটপাট চালায়। ফলে প্রাণভয়ে হাযার হাযার উইঘুর মুসলমান জিনজিয়াং ছেড়ে পালিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত প্রদেশ জিনজিয়াংয়ের আয়তন ৬ লাখ ৪০ হাযার ৯৩০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১ কোটি ৯৬ লাখ ৩০ হাযার। এটি আয়তনে বিশাল চায়নার ৬ ভাগের ১ ভাগ। অথচ জনসংখ্যা মাত্র ৬৫ ভাগের ১ ভাগ। এখানকার প্রধান দু'টি জাতিসত্তা হ'ল উইঘুর ও হান। উইঘুর ৪৫ শতাংশ ও হান ৪১ শতাংশ। ১৯৬০ সালের শুরুতে এ প্রদেশে হান জাতিভুক্ত চীনাদের সংখ্যা পাঁচ শতাংশ। উইঘুরদের মধ্যে ৯৯ শতাংশ মুসলমান। এরা মূলতঃ তুর্কী বংশোদ্ভূত মুসলমান। এখানকার মুসলমানরা দু'বার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। একবার ১৯৩৩ সালে। আরেকবার ১৯৪৪ সালে। কিন্তু দু'বারই তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

নতুন ধরনের কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান লাভ

ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির এক্সএমএম নিউটন এক্স-রে মহাকাশ দূরবীন একটি নতুন ধরনের ব্ল্যাক হোল (কৃষ্ণগহ্বর) আবিষ্কার করেছে। এটির ভর পাঁচ শ' সূর্যের মিলিত ওযনের সমান। আবিষ্কারক বিজ্ঞানীদের অন্যতম লেসিস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ডঃ শিল ফারেল বলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক প্রশ্নের উত্তর অজানা। অজানাকে জানার ক্ষেত্রে আমরা এগোচ্ছি।

আসছে সৌরশক্তি চালিত বিমান

পৃথিবীর প্রথম সৌরশক্তি চালিত বিমানের প্রাথমিক সংস্করণ উন্মোচন করেছেন সুইজারল্যান্ডের অভিযাত্রী বারট্রান্ড পিকার্ড। তিনি এ বিমানটির মূল সংস্করণ করে বিশ্ব ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন। বিমানটির ডানার দৈর্ঘ্য ৬১ মিটার। তবে ওযন মাত্র দেড় হাযার কিলোগ্রাম। বিমানটি তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল, যাতে এটির ওযন হয় হাল্কা। থাকছে অত্যন্ত কার্যকর সোনার সেল, ব্যাটারি, মটর প্রপেলার, যাতে অন্ধকারেও এটি ছুটতে পারে। বিমানটি ৭০ কিলোমিটার বেগে উড়তে সক্ষম হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে ৮ হাযার মিটার উঁচুতে এটি উঠতে পারবে।

কৃত্রিম মরু সাগর

তুর্কমেনিস্তানে কারাকুম মরুভূমিতে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হচ্ছে বিশাল এক সাগর। ইতিমধ্যেই দু'টি কৃত্রিম প্রণালী থেকে ঐ মরু সাগরে পানি সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। দেশটির তুলাক্ষেত থেকে পানি সরবরাহ করা হবে কয়েক হাযার কিলোমিটার বিস্তৃত ঐ হ্রদে।

মূত্র যখন জ্বালানি

তেলের দাম বেড়েছে। সাশ্রয়ী জ্বালানির সন্ধান চলছে। জ্বালানী সংকট কাটাতে এবার বিজ্ঞানীরা যে উপায়ের কথা বলছেন, তা রীতিমত অভাবনীয়। মূত্র দিয়ে গাড়ি চালানোর কথা বলছেন তাঁরা। যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা নতুন এ প্রযুক্তির উদ্ভাবক। মূলতঃ হাইড্রোজেন- জ্বালানি নির্ভর গাড়িতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। নতুন এ প্রযুক্তিতে মূত্র থেকে সস্তায় হাইড্রোজেন জ্বালানী উৎপাদনের জন্য নিকেলযুক্ত ইলেকট্রোড ব্যবহার করবেন বিজ্ঞানীরা।

পেঁয়াজের রস থেকে বিদ্যুৎ

পেঁয়াজের রসকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটির বৃহত্তম পেঁয়াজ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান গিলস অলিয়ন্স ১৭ জুলাই চালু করেছে এ পদ্ধতি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পেঁয়াজ থেকে প্রথমে হচ্ছে রস। যাতে রয়েছে উচ্চমাত্রায় চিনি। রস থেকে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করে ব্যাকটেরিয়া। সেই গ্যাস প্রবাহিত করা হয় তিনশ' কিলোওয়াটের দু'টি জ্বালানি সেলের ভেতর দিয়ে। এতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪৬০টি ঘরের চাহিদা মেটাতে পারে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

ঝিনাইদহ ৩১ মে রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে স্থানীয় চোরকোল (দক্ষিণপাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকুব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হারূনুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আলীম, প্রচার সম্পাদক আব্দুল খালেক, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব সাঈদুর রহমান, কিসমত ঘোড়াগাছা শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহসিন বিশ্বাস প্রমুখ। সমাবেশে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

মানিকহার, সাতক্ষীরা ৭ জুন রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মানিকহার এলাকার উদ্যোগে মানিকহার দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মানিকহার এলাকার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আ.ন.ম. সাইফুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মানিকহার এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামালুদ্দীন।

ঝিনাইদহ ২৬ জুন শুক্রবার: অদ্য বাদ মাগরিব ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে স্থানীয় বেড়াশুলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকুব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হারূনুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আলীম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মী সমাবেশ ও আলোচনা সভা

কুমিল্লা ১৮ জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে কোরপাই কাকিয়ারচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা মিলনায়তনে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা হাফেয মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ ও সঊদী আরবের আল-খাবজী শাখার সেক্রেটারী হেদায়াতুল্লাহ মাষ্টার প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাফর ইকরাম।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ

আসুন! জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব করি

-পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ঢাকা ৩ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৩-টায় ঢাকা মহানগরীর বংশালস্থ মাজেদ সরদার কমিউনিটি সেন্টারে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহাতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতিকে শয়তানের আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ্র দাসত্বে পরিচালিত করা এবং অহি-র বিধানের আলোকে জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ করা। তাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ সর্বদা এ পথেই মানুষকে আহ্বান জানায়। তিনি বলেন, দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য অহি-র আলোকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো ব্যতীত বিকল্প কোন পথ নেই।

ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ জহুরুল হক যায়েদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফরীদুদ্দীন, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা

মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আহলেহাদীছ যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক। অনুষ্ঠানে সাধারণ জ্ঞান এবং তেলাওয়াতে কুরআন ও হেফযুল হাদীছ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ ছাড়াও তিন শতাধিক ছাত্র ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

কুরআন ও হাদীছ প্রতিযোগিতা : একই দিন সকাল সাড়ে ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয় মিলনায়তনে কুরআন তিলাওয়াত ও হাদীছ মুখস্থকরণ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সুরিটোলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেয মাওলানা আব্দুল আযীয ও বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেয মাওলানা মাহমূদুল হাসান। হাদীছ মুখস্থ পাঠের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, বাংলাদুয়ার জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আব্দুস সুবহান ও আহলেহাদীছ সমাজকল্যাণ পাঠাগারের (মালিটোলা) লাইব্রেরিয়ান মাওলানা আবুল কালাম প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, গত ১৯ ও ২৬ জুন মাদারটেক, বেরাইদ, কাঞ্চন, ডুমনী, পুরান বান্টী, বংশাল, উত্তরখান, নাল্লাপোল্লা, রাজাসন, নাসিরাবাদ ও ধর্মসুর কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণরা এই চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত যেলা 'যুবসংঘে'র পক্ষ থেকে 'সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ২০০৯' শিরোনামে ৩০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি সাধারণ জ্ঞানের লিফলেট বিলি করা হয়। যার জওয়াবের ভিত্তিতে উত্তীর্ণদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উক্ত প্রতিযোগিতায় রাজধানী ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে: মাদরাসাতুল হাদীছ (নাজির বাজার), মাদরাসা মোহাম্মাদিয়া আরাবিয়া (যাত্রাবাড়ী), মাদরাসা দারুল হাদীছ সালাফিয়াহ (পাঁচরুখী), রাণীপুরা মৌলভী সুলাইমান হাফিযিয়া মাদরাসা (কাঞ্চন, রূপগঞ্জ) আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীছ মাদরাসা (সুরিটোলা), মাদরাসাতুল হাদীছ কিন্ডার গার্টেন (নাজির বাজার), আহসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা), মাদরাসাতুস সালাফিয়া (যিন্দাবাহার লেন, ঢাকা), মালিটোলা হাফেযিয়া মাদরাসা ও উত্তর খান কাযী বাড়ী মাদরাসা। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক।

কর্মী সমাবেশ

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর ২৬ জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে চিরিরবন্দর থানাধীন আন্দারমুহা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদরীস, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আফসার প্রমুখ।

কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা

সাতক্ষীরা ১৬ জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২০০৯ সালের দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রদের এক সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং যশোর এম.এম. কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মুহাম্মাদ মহীদুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হুসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান, এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান প্রমুখ। কৃতী ছাত্রদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া বাঁকালের গোল্ডেন জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র খালিদ মু'তাছিম বিল্লাহ ও আব্দুর রাযযাক। অনুষ্ঠানে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

যশোর ১৯ জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার কেশবপুর থানাধীন জাহানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ২০০৯ সালে দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। নেতৃবৃন্দ কৃতি ছাত্রদের মাঝে শুভেচ্ছা পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময়ে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ বক্তব্য পেশ করেন।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৩ জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রহনপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় জালিবাগান হাফেযিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গনে ২০০৯ সালে এস.এস.সি ও দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংবর্ধনা ও এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি

মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আরীফুল ইসলাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমামুদ্দীন। সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ও এলাকা সভাপতি মুখতার বিন আব্দুল ক্বাইয়ূম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য পাঠাগার সম্পাদক নাহিদ খান। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ২০০৯-এ অনুষ্ঠিত এস.এস.সি ও দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় ৬০ জন ছাত্রকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল সোয়া ৪-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে কমরগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ে এক কৃতিছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফুযুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুছ ছবূর, বানিয়াপাড়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ড. বিলাল হোসাইন সালাফী, বুড়াইল ডিএস. ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা তোফায়েল আহমাদ, কমরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ কামারুল হক মা'ছূম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ২০০৯ সালে উত্তীর্ণ দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

বংশাল, ঢাকা ২৬ জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা যেলার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা মিলনায়তনে মাসিক মহিলা সমাবেশ এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সুরুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার অন্যতম সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। ঢাকার বংশাল, নাজিরা বাজার, বাংলাদুয়ার, সুরিটোলা ও মালিটোলাসহ বিভিন্ন মহল্লা থেকে প্রায় দু'শতাধিক পুরুষ ও মহিলা উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলাদের বসার পৃথক ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

পাশ্চাত্যের বাস্তবতা উপলব্ধি এবং আমাদের অর্বাচীনতা

আব্দুল আউয়াল ঠাকুর

হাইকোর্টের একটি রায়ের ফলে দেশ সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে বলে কোন কোন মহল মনে করছে। ইতিমধ্যে বামদর্শনে পরিপুষ্ট আইনমন্ত্রী মাদরাসাগুলোকে জঙ্গী প্রজনন কেন্দ্র এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন। সেই সাথে একমুখী শিক্ষার নামে ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে বলা হয়েছে, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদের প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানে মূলনীতি হইবে'। ৭২-এর সংবিধানে বলা হয়েছিল, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে'। আইনমন্ত্রী মূলতঃ সংশোধনীপূর্ব অবস্থান গ্রহণের পক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার এই অবস্থান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কোন প্রেক্ষিতেই বাস্তবসম্মত এবং যুগোপযোগী নয়। সোজা ভাষায় বললে এই দাঁড়ায়, তাড়া খেয়ে গোটা বিশ্ব যখন নীতি-নৈতিকতার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করেছে বাংলাদেশ তখন ধর্মহীন এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে এগুচ্ছে, যা সমাজগ্রন্থীর মূল চেতনাকেই ধূলিসাৎ করে দিবে।

বিশ্বে এখন চলছে চরম অর্থনৈতিক মন্দা। এই মহামন্দার মূল কারণ নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে বা হ'তে পারে সেদিকে না গিয়ে বরং একটি সুস্থ অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য পাশ্চাত্য দুনিয়া এখন নৈতিকতার দিকটিকে কেন গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন অর্থনৈতিক মন্দা থেকে উদ্ধারে অর্থনীতিতে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। প্রকৃত বিচারে ওবামা ও ব্রাউন নতুন কিছু বলেননি। বাজার অর্থনীতির প্রবক্তা এ্যাডাম স্মিথ তার তত্ত্বের সাথেই নীতি-নৈতিকতার কথা বলেছিলেন। স্মিথ তার এই বইটি লিখেছিলেন ১৭৭৯ সালে। তখন বিশ্বব্যাপী যে পরিস্থিতি ছিল তার প্রেক্ষিতে রাজ্য বিস্তারের চেয়ে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তারকেই স্মিথ সঠিক বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তার এই তত্ত্বের সূত্র ধরেই হোক অথবা তৎকালীন বিশ্ব বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য উভয়ই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ

Contents

করেছিল। বাস্তবত অর্থনৈতিক লাভের বিবেচনায় এবং প্রভাববলয় সৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থনৈতিক ঔপনিবেশ তত্ত্ব সঠিক বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই তত্ত্ব প্রয়োগের সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ স্মিথ বর্ণিত নৈতিকতার অংশ বাদ দিয়েছিল। শক্তিশালী অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ দুর্বল অর্থনীতির উপর চাপিয়ে দিতেই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। আর এর ফলে অনুন্নত স্বল্পোন্নত অর্থনৈতিক দেশগুলো দুর্বল এবং স্থানীয়ভিত্তিক হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অসাম্যের সৃষ্টি হয়। নীতি-নৈতিকতাহীন অর্থ ব্যবস্থায় আত্মস্বার্থ চরিতার্থের কারণে উৎপাদনের অন্যতম প্রধান শক্তি শ্রমিক শ্রেণীকে অবমূল্যায়ন করা হয়। শিল্পে তাদের অবদান অস্বীকার করা হয়। এই মহল মনে করে, শিল্পের মুনাফা মানেই মালিক, পরিচালক শেয়ারহোল্ডারদের নিজস্ব বিষয়। এর ফলে শুধু শিল্পে নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হ'তে থাকে। এর বিপরীতে জাপান নীতি-নৈতিকতাভিত্তিক শিল্প উৎপাদনের উদাহরণ সৃষ্টি করে। শ্রমিক শক্তিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করা হয়। কমিটমেন্টের কারণে মুনাফায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করায় সেখানে শ্রমিক অসন্তোষ নেই বললেই চলে। শিল্প উৎপাদনের নৈতিকতাবিহীন ও নৈতিকতাপূর্ণ উদাহরণের সুফল, কুফল এখনও বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান এবং সেই সাথে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সমাজ বাস্তবতায়ও সমভাবে কার্যকর রয়েছে।

অর্থনীতির নৈতিকতাহীনতার প্রভাব মূলতঃ পাশ্চাত্য রাজনীতিতেও পড়েছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের যে ঐতিহাসিক সংজ্ঞা দিয়েছেন আব্রাহাম লিংকন, বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতার আলোকে ঐ সংজ্ঞার সাথে আমেরিকান জার্মানী যোসেফ সম্পাটার আলোচনাও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মালিক যে জনগণ তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং রায় এই প্রক্রিয়ার হৃদয়। বস্তুতঃ বাস্তব অবস্থা এই যে, এই প্রক্রিয়া মধ্যপথে আটকে গেছে। কারণ চার/পাঁচ বছর পর একটি ভোট দেয়া ছাড়া জনগণের মূলতঃ কোন কার্যকর অংশগ্রহণ নেই। নির্বাচনের পরে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নেয় সরকার এবং প্রেসার গ্রুপ। কখনও কোথাও কোথাও শক্তিশালী শ্রমিক শক্তিও এ ধরনের প্রেসার গ্রুপ হিসাবে কাজ করে থাকে। এর ফলে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ এবং সরকারের মধ্যে এক ধরনের পরোক্ষ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এইসব কারণে উদার গণতন্ত্র অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। এই সুযোগে নৈতিকতাবিহীন সমাজ সৃষ্টি হচ্ছে এই ধরনের গণতান্ত্রিক সমাজে। সরকার জনগণের আস্থাহীনতার কারণে সমাজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এর ফলে উদার গণতান্ত্রিক তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, পাশ্চাত্য সমাজ একটি সুদূরপ্রসারী বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে। কারণ নৈতিকতাহীনতার চর্চার ফলে সমাজের সংহতি এবং সহমর্মিতা হারিয়ে যাচ্ছে। সমাজ শক্তি কাজ করতে পারছে না। নৈতিকতা ও সাংগঠনিক শূন্যতার কারণে রাষ্ট্রীয় বন্ধন সংহত থাকছে না। তারা মনে করেন, পারস্পরিক আত্মনির্ভরতার সাথে দায়-দায়িত্ব বৈধ সমাজের মূল ভিত্তি হ'লেও ব্যক্তিগতভাবে কোন গ্রুপ এক ধরনের সেক্যুলার নীতি প্রবর্তন করতে পারে বা এ ধরনের প্রবণতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, এই প্রবণতার ভিত্তিতে অতীতে যেমন কোন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তেমনি বর্তমানেও হ'তে পারে না। এ ধরনের সমাজ বিচ্ছিন্ন প্রবণতা কোনমতেই পুরো সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না। উদার গণতান্ত্রিক চর্চার ফলে সমাজ রাষ্ট্রে যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় তার প্রমাণ এবারের ভারতের নির্বাচনেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ষাট বছরের টানা গণতন্ত্র চর্চার পরে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি আঞ্চলিক নেতৃত্ব এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, এদের বাদ দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ ভারতের ঐক্যের মুল সুর হচ্ছে হিন্দুত্ববাদ।

আদিকাল থেকেই ধর্ম সমাজের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে আসছে। সমাজে আদি আইনও ধর্ম থেকেই এসেছে। ধর্মই একটি সমাজ সুগঠিত হ'তে প্রধান উপাদান হিসাবে কাজ করে এসেছে এবং আসছে। কারণ সমাজ গঠনের পূর্বাপর সম্পর্ক ধর্মের মাধ্যমেই নির্ণয় করা সম্ভব। সামাজিক এই ধর্মীয় ভিত্তিগুলোকেই আধুনিককালে 'স্যোসাল ক্যাপিটাল' (সামাজিক পুঁজি) হিসাবে মনে করা হয়। সমাজকে রক্ষার জন্য সামাজিক ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্য সামাজিক পুঁজি রক্ষায় পাশ্চাত্য দুনিয়ায় নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেখানকার গবেষকগণ পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন কিভাবে সামাজিক পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে মূল অর্ডারে ফিরিয়ে আনা যায়। যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে কিভাবে সামাজিক পুঁজিকে শক্তিশালী করা যায় এবং তা রাষ্ট্রীয় কাজে লাগিয়ে মৌলিক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করা যায় তার পরিকল্পনা করছেন। প্রকৃতপক্ষেই নৈতিকতাবর্জিত আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্রিক ভোগবাদী দর্শন বাস্তবায়নের বিরূপ প্রভাবের বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য সামাজিক বন্ধন ও দায়-দায়িত্বের পুনরুজ্জীবন করতে চাচ্ছে পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীরা। সারা দুনিয়া যখন সমাজ বন্ধন প্রত্যাবর্তনের অনুরূপ সমাজনীতি এবং রাজনীতি প্রবর্তনের পথে তখন একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশী সমাজকে পাশ্চাত্যের কোন কোন গ্রুপের পরিত্যক্ত তত্ত্বে বিভ্রান্ত করার পাঁয়তারা চলছে। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কার স্বার্থে এটা করা হচ্ছে। যে কোন পরিবর্তনই গ্রহণযোগ্য যদি তা সমাজের কল্যাণে হয়। কিন্তু সমাজশক্তির বিপরীতে অবস্থানকারী হ'লে অবশ্যই তা পরিত্যাজ্য।

পৃথিবীর অন্য যেকোন সমাজের কথা বাদ দিলেও বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতা নিয়ে স্পষ্টতই বলা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব নয় শতক থেকে শুরু হওয়া ব্রাহ্মণ্য নির্যাতনের পথ ধরে বার শতকের শেষ দশকে মুসলমানরা সারা উত্তর ভারত জয় করে এবং তের শতকের শুরুতে বৌদ্ধদের আমন্ত্রণ, সমর্থন ও সাহায্য নিয়ে বিহার ও পশ্চিম বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটায়। এর প্রায় একশ' বছর পর বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাম্যবাদের আদর্শেই এদেশের মানুষ ইসলামে আকৃষ্ট হয়েছিল। এই জনগোষ্ঠী নানা প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। সে কারণেই এদেশের রাষ্ট্র গঠন ও সমাজ গঠন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যে ধর্ম অত্যন্ত কার্যকর উপাদান হিসাবে কাজ করে আসছে। সর্বশেষ মুক্তিযুদ্ধেও ধর্ম বিশেষ অবদান রেখেছে। এরকম একটি ধর্মভিত্তিক এবং বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও এই জনগোষ্ঠীকে ধর্মহীন বা ধর্মদ্রোহী করার অপচেষ্টা নিঃসন্দেহে অর্বাচীন আচরণ বলে বিবেচিত।

॥ সংকলিত ॥

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪০১) আল্লাহ কি নিরাকার? তিনি কি সর্বত্র বিরাজমান?

-শামসুযযামান
বাউসা, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ নিরাকার সত্তা নন। তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর নিজস্ব আকার রয়েছে। যা কারো সাথে তুলনীয় নয়। তিনি বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*। অনুরূপ আল্লাহ্‌র সত্তা সর্বত্র বিরাজমান নয়। বরং তাঁর ইল্‌ম ও কুদরত অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান *(ত্বোয়া-হা ৪৬)*। তিনি সাত আসমানের উপরে আরশে সমাসীন *(ত্বোয়াহা ৫; মুসলিম হা/৮৩৬, 'মসজিদ' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৩০৩)*। এ বিষয়ে নমুনা স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি দলীল উল্লেখ করা হ'ল:

(১) আল্লাহ্‌র হাত: قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 'আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? *(ছোয়াদ ৭৫)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ 'বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন' *(মায়েদাহ ৬৪; আরো দ্রঃ আলে ইমরান ২৬, ৭৩, মুমিনূন ৮৮, ইয়াসীন ৮৩, যুমার ৬৭, ফাত্‌হ ১০, হাদীদ ২৯, মুল্‌ক ১)*।

(২) আল্লাহ্‌র চেহারা: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 'একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা অবশিষ্ট থাকবে' *(বাক্বারাহ ১১৫, ২৭২, আর-রহমান ২৭; এছাড়া রূম ৩৮, ৩৯, দাহ্‌র ৯, লায়ল ২০)*।

(৩) আল্লাহ্‌র পা: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ 'গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে। কিন্তু তারা সক্ষম হবে না' *(ক্বলম ৪২)*।

(৪) আল্লাহ্‌র কথা বলা: وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسَى تَكْلِيْماً 'আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি' *(নিসা ১৬৪; এছাড়া বাক্বারাহ ১৭৪, ২৫৩, আ'রাফ ১৪৩, ১৪৪, ইয়াসীন ৬৫, শূরা ৫১ দ্রঃ)*।

(৫) আরশে সমাসীন হওয়া: الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'রহমান আরশের উপর সমাসীন' *(ত্বোয়া-হা ৫; এছাড়া আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা'দ ২, ফুরক্বান ৫৯, সাজদাহ ৪, হাদীদ ৪)*।

মু'তাযিলাগণ 'আল্লাহ্‌র হাত' অর্থ করেছেন 'কুদরত ও নে'মত। কেউ 'আল্লাহ্‌র চেহারা' অর্থ করেছেন 'আল্লাহ্‌র সত্তা', কেউ করেছেন 'ক্বিবলা', কেউ করেছেন 'ছওয়াব ও বদলা'। আর কেউ বলেছেন এটি 'অতিরিক্ত'। এগুলো কোনটিই সঠিক নয়।

ইবনুল ক্বাইয়িম এসব গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৩-১৭৪ ও ১৭৪-১৮৮)*।

মু'আত্তিলাগণ 'আরশে অবস্থান' সম্পর্কিত সর্বমোট সাতটি আয়াতের অর্থ করেছেন 'মালিক হওয়া', কেউ করেছেন 'আরশ সৃষ্টির ইচ্ছা করা' ইত্যাদি। এইভাবে এঁরা ২৫ প্রকারের সম্ভাব্য অর্থ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এসবের প্রতিবাদে ৪২টি যুক্তি পেশ করেছেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৬-১৫২)*। ইমাম যাহাবী উক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় ৯৬টি হাদীছ, ২০টি আছার ও আহলেসুন্নাত পণ্ডিতগণের ১৬৮টি বক্তব্য সংকলন করেছেন *(যাহাবী, 'মুখতাছারুল 'উলু')*।

মূলতঃ উক্ত অর্থগুলো রূপক। আল্লাহ্‌র ছিফাতের বিষয়ে বর্ণিত আয়াতের এরূপ রূপক ও কাল্পনিক অর্থ করা গর্হিত অন্যায়। তাই এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম মালিক বিন আনাস (রহঃ) বলেছিলেন,

الإستواء معلوم والكيف مجهول و الإيمان به واجب والسوال عنه بدعة–

'সমাসীন' শব্দের অর্থ সুবিদিত, কিভাবে সেটা অবিদিত, এর উপরে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা বিদ'আত' *(ইমাম লালকাঈ, 'উছূলু ই'তিক্বাদ' ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৮৭ টীকা-২; শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৩; দ্রঃ থিসিস পৃঃ ১১৫-১১৭)।*

প্রশ্নঃ (২/৪০২) পবিত্র রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরের বেজোড় রাত্রি অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ এবং ২৯ -এর রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করে তারপর ইবাদত করা হয়। এই রাতে ওয়ায করে সময় ব্যয় করা কি হাদীছ সম্মত?

-মুহসিন আকন্দ
নাযিরা বাজার, বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ ক্বদরের রাত্রি তথা রামাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখ তিনদিন মসজিদে নববীতে জামা'আত সহকারে তারাবীহ পড়েছিলেন। উক্ত তিনদিনের প্রথম দিন রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২য় দিন মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ও ৩য় দিন স্ত্রী-কন্যাসহ সারা রাত্রি তথা সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ছালাত আদায় করেন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)*। তিনি কোন রাত্রিতে ওয়ায-নছীহত করেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত উক্ত রাতে সম্মিলিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত, দলবদ্ধ যিকর ও খানাপিনার আয়োজন করাও শরী'আত সম্মত নয়। বরং দীর্ঘ ক্বিরাআত ও রূকূ-সিজদার মাধ্যমে তারাবীহ্র ছালাত এবং যিকর-আযকার, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ ইস্তেগফারের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করাই সুন্নাত সম্মত।

প্রশ্নঃ (৩/৪০৩) জেলখানায় জুম'আ মসজিদ নেই। তাহ'লে জুম'আর ছালাত আদায়ের জন্য করণীয় কী?

-আমানুল্লাহ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ জুম'আর জন্য মসজিদ শর্ত নয়। বরং জামা'আত ও খুৎবা শর্ত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৫৭, ২৬০ পৃঃ; আবূদাঊদ, ইরওয়া হা/৫৯২)*। জুম'আ ও জামা'আতের সুযোগ দিলে জেলখানায় জুম'আ পড়বে নইলে যোহর পড়ে নিবে।

প্রশ্নঃ (৪/৪০৪) আমি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে প্রতি বছরই ২/৪টি করে ছিয়াম ক্বাযা করে ফেলি। পরে আর আদায় করিনি। এখন দেখি অসুস্থ ও সফর ছাড়া ছিয়াম কাযা করা যায় না। বিগত ছিয়ামগুলির ব্যাপারে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ এভাবে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়া বড় গোনাহের কাজ। যেহেতু বিগত ছুটে যাওয়া ছিয়ামগুলোর নির্ধারিত কোন হিসাব নেই। তাই অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। আশা করা যায় ক্ষমা হবে। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র রহমত হ'তে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করেন' *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪০৫) যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের আগে ৪ রাক'আত ও পরে ৪ রাক'আত সুন্নাত ছালাত পড়বে তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। এ হাদীছ কি ছহীহ?

-মামুন
রায়দৌলতপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ ছহীহ *(তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১১৬৭; বুলূগুল মারাম হা/৩৫০)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪০৬) জুম'আর খুৎবা অবস্থায় হাতে লাঠি রাখতে হবে কি?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাতে লাঠি নিয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করা সুন্নাত। হাকাম ইবনু হাযন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জুম'আর দিন হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেছি *(ছহীহ আবূদাঊদ, সনদ হাসান, হা/১০৯৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮; বায়হাক্বী ৩/২০৬, সনদ ছহীহ; বুলূগুল মারাম হা/৪৬৩)*। অনুরূপ ঈদের মাঠে এবং অন্যান্য স্থানেও বক্তব্যের সময় রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়েছেন *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১১৪৫, সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩১, ৩/৯৯; আহমাদ ৩/৩১৪, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য, মিম্বর তৈরীর পর রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নেননি বলে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) যে দাবী করেছেন তার পক্ষে কোন দলীল নেই *(যাদুল মা'আদ ১/৪১১ পৃঃ)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত দলীল বিহীন বক্তব্য উল্লেখ করে শুধু জুম'আর খুৎবার বিষয়টি সমর্থন করেছেন। আর ঈদের খুৎবাসহ অন্যান্য বক্তব্যের সময় হাতে লাঠি নেওয়া যাবে বলে উল্লেখ করেছেন *(আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৬৪, ২/৩৮০-৮৩ পৃঃ)*।

মূল কথা হ'ল, মিম্বর তৈরির পরও রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছেন। কারণ মিম্বর তৈরি হয়েছে ৫ম হিজরীতে আর হাকাম বিন হাযন ৮ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আগমন করেন এবং জুম'আর দিনে রাসূল (ছাঃ)-কে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেন *(ছহীহ আবূদাঊদ, সনদ হাসান, হা/১০৯৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮)*। উল্লেখ্য, হাকাম বিন হাযন (রাঃ) কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন সে ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া

Contents

যায়। ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, ৮ম হিজরীই সঠিক *(ইতহাফুল কেরাম শরহে বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১৩২, হা/৪৬৩-এর আলোচনা)*।

দ্বিতীয়তঃ হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার হাদীছটি ব্যাপক। রাসূল (ছাঃ) সব সময় হাতে লাঠি নিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়। **তৃতীয়তঃ** মিম্বর তৈরির পর তিনি আর হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেননি একথার পক্ষে কোন দলীল নেই। **চতুর্থতঃ** ছাহাবীদের মধ্যেও মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় *(তারীখে বাগদাদ ১৪/৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪০৭) জনৈক ব্যক্তি বলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। কিন্তু কুরআনের ভাষায় জানা যায়, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তাহ'লে কি পৃথিবী স্থির? কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এনামুল
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী সবই ঘুরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আকাশের সবকিছু নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরনশীল' *(ইয়াসীন ৪০)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪০৮) জানাযার ছালাতে ছানা পড়া যাবে কি?

-আহমাদ
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে ছানা পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জানাযার ছালাতে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়া সুন্নাত। দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরূদ পড়বে, তৃতীয় তাকবীর দিয়ে জানাযার দো'আ পড়বে। তারপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে *(নাসাঈ হা/১৯৮৯ ও ১৯৮৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪০৯) ইসলামী ব্যাংকে ৫/১০ বছরের মেয়াদে যে টাকা রাখা হয় তার যাকাত দিতে হবে কি?

-আবুল কালাম আযাদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত টাকা নেছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত দিতে হবে। কারণ এ টাকার উপর তার পূর্ণ মালিকানা রয়েছে *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৫৭৩, সনদ ছহীহ)*। তিনি ইচ্ছা করলে যখন-তখন টাকা উঠিয়ে খরচ করতে পারেন।

প্রশ্নঃ (১০/৪১০) যে সংগঠন শিরক-বিদ'আতমুক্ত নয় সে সংগঠনের সাথে জড়িত থাকা যাবে কি? নারীদের সংগঠন করা বাধ্যতামূলক কি?

-তাসনীমা খাতুন
সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ যে সংগঠন শিরক-বিদ'আত মুক্ত নয় সে সংগঠনের সাথে জড়িত থাকা যাবে না। একদা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীনের দিকে আহ্বানকারীরা জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে জনগণকে আহ্বান করবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। একথা শুনে হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! বিষয়টি আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলুন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তারা আমাদের মতই মানুষ হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, এ সময় আমার করণীয় কী হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এ সময় মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, সে সময় যদি কোন মুসলিম দল ও মুসলিম দলনেতা না থাকে, তখন আমি কী করব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি বিচ্ছিন্ন সমস্ত দল পরিত্যাগ করবে। যদিও তোমাকে নির্জনে গাছের শিকড়ের পাশে আশ্রয় নিতে হয়। সেখানে থেকে মরে গেলেও বাতিল দল থেকে বেঁচে থাকতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮২)*।

'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা যরূরী' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ নির্দেশ মুসলিম নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য *(দ্রঃ তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৩; আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪)*। সুতরাং মুসলিম নারীরাও শিরক-বিদ'আতমুক্ত ও ছহীহ সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত জামা'আতের অধীনে সংঘবদ্ধ থেকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন যাপন করবে।

প্রশ্নঃ (১১/৪১১) প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কি কবরে চাপ দেওয়া হবে? সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-কে কেন চাপ দেওয়া হয়েছিল?

-সোলায়মান
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সকল মুমিনকেই কবরে চাপ দেওয়া হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কবরে একটি চাপ রয়েছে। কেউ যদি এ চাপ থেকে নিরাপদে থাকত কিংবা পরিত্রাণ পেত তাহ'লে সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) পরিত্রাণ পেতেন *(আহমাদ, ত্বাহাবী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৬৯৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, এ কারণেই সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-কেও কবরে চাপ দেয়া হয়েছিল।

প্রশ্নঃ (১২/৪১২) অনেক সময় মুড়ি, ভর্তা কিংবা ভাতের সাথে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া হয়। জনৈক আলেম বলেছেন, কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া হারাম। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান দানে বাধিত করবেন।

-ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া হারাম নয়। তবে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছ খাবে সে যেন মসজিদে না আসে। কারণ মানুষ যাতে কষ্ট পায় ফেরেশতাগণও তাতে কষ্ট পায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দুর্গন্ধ দূর হওয়ার পর মসজিদে আসবে *(আবূদাঊদ হা/৩৮২৬)*। অতএব এমতাবস্থায় মিসওয়াক সহ ওযূ করে গন্ধ দূর করে মসজিদে আসবে।

প্রশ্নঃ (১৩/৪১৩) অলী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয় না। কিন্তু অমুসলিম নারী মুসলমান হ'লে তার অলী কে হবেন?

-সোনালী খাতুন
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ এমন মহিলার অলী হবেন দেশের নেতা বা সমাজের নেতা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে তার বিবাহ বাতিল। তিনি বাতিল কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেন। তারপর বলেন, যার কোন অভিভাবক নেই, দেশের শাসক তার অভিভাবক হবে' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩১৩১ 'বিবাহ' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪১৪) ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত দিতে হবে কি?

-শারমীন
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ব্যবসায়রত সম্পদের মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে *(আবূদাঊদ হা/১৫৭৩, সনদ ছহীহ)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে সব সম্পদের উপর এক বছর পার হবে তাতে যাকাত দিতে হবে' *(আবূদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯২; মিশকাত হা/১৭৮৭)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪১৫) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে গেলে অথবা ইমামের আগে চলে গেলে করণীয় কী?

- আব্দুল মুমিন
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ মুক্তাদীর ভুলের সহো সিজদা লাগে না *(ইরওয়া ২/১৩১, হা/৪৫৪-এর আলোচনা দ্রঃ)*। যথাযথ খেয়াল রেখে সূরা ফাতেহা পড়ার চেষ্টা করতে হবে। কারণ সূরা ফাতেহা ছাড়া ছালাত হয় না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪১৬) মিথ্যা এবং কৌশলের মধ্যে পার্থক্য কী?

-মনীরুল ইসলাম
বায়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ মিথ্যা কবীরা গুনাহ যা তওবা ব্যতীত ক্ষমা হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় পাপ তিনটি। তার অন্যতম হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা হ'তে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাক' *(হজ্জ ৩০)*। 'কৌশল' ভাল ও মন্দ উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা কৌশল করে' 'এবং আমিও কৌশল করি' *(তারেক্ব ১৫-১৬)*। এখানে মানুষের কৌশলকে ষড়যন্ত্র ধরতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কৌশলকে ভাল মনে করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৭/৪১৭) কেউ কেউ মসজিদে যিকর করতে করতে এক পর্যায়ে বিকট শব্দে যিকর করে। এভাবে যিকর করা যাবে কি?

-নুরে ঈমান
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ চিৎকার করে যিকর করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (ছাঃ) চুপে চুপে যিকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক মিনতি সহকারে ও সংগোপনে' *(আ'রাফ ৫৫ ও ২০৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে চুপে চুপে ডাক। তোমরা যাকে ডাক তিনি অন্ধ ও বধির নন। তোমরা ডেকে থাক সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা এক সত্তাকে। তিনি তোমাদের সাথে থাকেন। আর যাকে তোমরা ডাকছ তিনি তোমাদের সওয়ারীর গর্দানের চাইতেও তোমাদের নিকটবর্তী আছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪১৮) পানের সাথে জর্দা খাওয়া যাবে কি? জর্দার দুর্গন্ধ মুখে থাকলে ছালাত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফিউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ জর্দা তামাক থেকে তৈরী বস্তু। আর তামাক হ'ল মাদকের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তা খাওয়া হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ১৫৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'সকল মাদক দ্রব্য হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৯)*। তিনি বলেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ 'যা বেশী খেলে মাদকতা আনে, তার কমটাও হারাম' *(তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩৬৪৫)*। তিনি সাবধান করে বলেন, يَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا 'আমার উম্মতের কিছু লোক মাদক সেবন করবে। আর তারা তাকে অন্য নাম দিবে' *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪২৯২)*। অতএব বিড়ি, তামাক, জর্দা, সিগারেট, গুল ইত্যাদি থেকে

Contents

সাবধান। এগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব হারাম বস্তু যারা খায় তাদের ছালাত কবুল হবে কি-না সন্দেহ।

প্রশ্নঃ (১৯/৪১৯) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে মারইয়াম, আসিয়া ও হাজেরা দুনিয়ায় নেমে এসে ধাত্রীর কাজ করেন। একথা কি সত্য?

- আবু সাঈদ
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত কথা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (২০/৪২০) যেসব ফকীর-মিসকীন ছালাত আদায় করে না তাদেরকে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে কি?

-সমশের
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ নেকী পাওয়া যাবে। এমনকি চোর, ধনী বা কোন কবীরা গোনাহগার ব্যক্তিকে ছাদাক্বা করলেও নেকী পাওয়া যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৭৬)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪২১) মি'রাজের সময় আরশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে জুতাসহ আরশে যেতে বলেছিলেন। উক্ত কথার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

- আছাবুদ্দীন মোল্লা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর ঃ উক্ত কথা মিথ্যা ও বানাওয়াট। আরশের মালিক একমাত্র আল্লাহ। অন্য কেউ তাতে আরোহন করতে পারে না।

প্রশ্নঃ (২২/৪২২) পায়খানার ট্যাংকির উপরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-হাফীযা লিপি
চৌরাহা মাদরাসা
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ পায়খানার ট্যাংকি কিংবা পায়খানার ছাদের উপর ছালাত আদায় করাতে কোন দোষ নেই। কারণ উপরে ছাদ কিংবা ছাদের ন্যায় ঢাকনা থাকার কারণে স্থানটি পবিত্র। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের জন্য সমগ্র যমীনকে সিজদার স্থান এবং মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬ 'তায়াম্মুম' অধ্যায়; ছহীহ আবূদাঊদ হা/৪৮৯)*। স্থানটি পবিত্র হওয়ার কারণে ব্যাপক ভিত্তিক উক্ত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, 'কবরস্থান এবং টয়লেট ছাড়া সমগ্র যমীন হচ্ছে মসজিদ' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৪৯২)*। লক্ষণীয় হ'ল, টয়লেটের মধ্যে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। টয়লেটের ছাদ কিংবা ট্যাংকি এ নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (২৩/৪২৩) মা, বোন ও নিকটাত্মীয়া অথবা অন্য কোন মহিলা পারিবারিক কবরস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও যিয়ারত করতে পারবে কি?

-মাসঊদুর রহমান
সুলতানপুর, চাঁদপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে। একদা আয়েশা (রাঃ) তার ভাই আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাক্র-এর কবর যিয়ারত করেন। তাঁকে বলা হ'ল, রাসূল (ছাঃ) কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, পরে তিনি অনুমতি দিয়েছেন *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, আহকামুল জানায়েয, 'মহিলাদের কবর যিয়ারত' বিষয়ক আলোচনা)*। এছাড়া তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে কবর যিয়ারত করার দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন *(মুসলিম হা/৯৭৪, 'জানাযা' অধ্যায়; নাসাঈ হা/২০৩৭; আহমাদ হা/২৫৩২৭)*।

মহিলাদের দ্বারা কবরস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা মর্মে স্পষ্ট কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। আর কবরস্থান পরিষ্কার করাও যরূরী নয়। তবে বেশী আবর্জনা হ'লে এবং তা পরিবেশের ক্ষতির কারণ হ'লে যে কেউ তা ছাফ করতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৪/৪২৪) কোন ব্যক্তি ১০ হাযার টাকায় ২০ শতক জমি গ্রহণ করল এবং এক বছর পর জমির মালিককে জমি ফেরত দিল। মালিকও টাকা ফেরত দিল। এই পদ্ধতি কি জায়েয? এই পদ্ধতিতে উপার্জিত অর্থ সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-হাফেয আব্দুল মালেক
হাজারীর হাট, বেলকা
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি শরী'আতে নিষিদ্ধ। কারণ দশ হাযার টাকা দিয়ে উপকার করার বিনিয়ে জমিটি এক বছর চাষাবাদ করে সে উপকার গ্রহণ করেছে যা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং বাতিল পন্থায় সম্পদ ভক্ষনের শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা বাতিল পন্থায় সম্পদ ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'হে মানুষ! তোমরা যারা ঈমান এনেছ তারা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না' *(নিসা ২৯)*।

উল্লেখ্য, কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করার পর ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হ'লে আর ঋণদাতা তাকে সুযোগ দিলে এর জন্য জান্নাত লাভ করার মত নেকী রয়েছে *(বুখারী হা/৩৪৫২)*। এছাড়া অন্য হাদীছে রয়েছে, 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অপারগ ব্যক্তিকে সুযোগ প্রদান করবে অথবা তার ঋণ মওকূফ করে দিবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন *(তিরমিযী*

Contents

হা/১৩০৬; আহমাদ হা/৮৪৯৪)। এজন্য কেউ ঋণ দিলে ছওয়াবের নিয়তে দেয়া কর্তব্য, লাভ করার নিয়তে নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/৪২৫) মহিলারা কবরে মাটি দিতে পারে কি?

-আব্দুর রহীম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ মহিলারা কবরে মাটি দিতে পারে মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং রাসূল (ছাঃ) মহিলাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/১২৭৮, 'জানাযা' অধ্যায়; মুসলিম হা/৯৩৮)*। যখন জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে তখন তাদের দ্বারা মাটি দেয়ার অনুমতি থাকে না। যদিও তারা জানাযার ছালাত আদায় করতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৬/৪২৬) ইফতারের সময় হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ করা যায় কি?

- মুহাম্মাদ আফসার
আন্ধারমুহা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইফতারের পূর্বে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নির্দিষ্টভাবে ইফতারের সময় দো'আ কবুল হয় মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৩; মিশকাত হা/২২৪৯)*। তবে ছিয়াম পালনকারীর দো'আ কবুল করা হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৭৫২)*। সুতরাং কেবলমাত্র ইফতারের সময়ই নয়, বরং ছিয়াম অবস্থায় যেকোন সময় দো'আ করার বিষয়টিই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নঃ (২৭/৪২৭) কর্তৃপক্ষের মৌখিক অনুমতি সাপেক্ষে রেলওয়ের জায়গায় নির্মিত একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদে ১৫/১৬ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করা হচ্ছে। এখন উক্ত মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কিন্তু কোন কোন মুছল্লী বলছেন ওয়াকফকৃত জায়গা ছাড়া জুম'আ ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ফসিয়ার রহমান
নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যশোর।

উত্তর ঃ অস্থায়ীভাবে যে কোন পবিত্র স্থানে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্য সিজদার স্থান এবং মাটিকে পবিত্র করে দেয়া হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬ 'তায়াম্মুম' অধ্যায়; ছহীহ আবূদাউদ হা/৪৮৯)*। অতএব জুম'আর ছালাত হোক কিংবা অন্য কোন ছালাত হোক জায়েয হওয়ার জন্য কোন স্থান ওয়াক্ফকৃত হওয়া শর্ত নয়। অবশ্য কোন স্থানে স্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করতে হ'লে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ওয়াক্ফ কিংবা ক্রয় করে নিতে হবে। জুম'আর ছালাত কায়েম করার জন্য মসজিদ শর্ত নয়। বরং জুম'আ অন্যান্য ফরয ছালাতের ন্যায় একটি ফরয ছালাত। ওমর (রাঃ) নির্দেশ প্রদান করেন, তোমরা যেখানেই একত্রিত হবে জুম'আ কায়েম কর *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫৯৯ -এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪২৮) সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করা যায় কি?

-মুছত্বফা কামাল
দেবিদ্বার ফাযিল মাদরাসা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইসলামে সন্তানকে ত্যাজ্য করার কোন বিধান নেই। সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হ'লে তা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর জন্য সন্তানকে পিতা-মাতা ক্ষমা না করলে আখেরাতে উক্ত সন্তান কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। পিতা-মাতা কর্তৃক কোন সন্তানকে ত্যাজ্য করা হ'লে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রেহেমের সম্পর্ককে ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/ ২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪২৯) মৃত পিতা-মাতাকে জান্নাতবাসী বলে সম্বোধন করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রবিনুয্যামান
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শুধু মৃত পিতা-মাতা নয়, বরং কোন ব্যক্তিকেই জান্নাতী বলে সম্বোধন করা যাবে না। কেবল তাদেরকেই জান্নাতী বলা যাবে যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬১১৮)*। কারণ কে জান্নাতবাসী তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জাম'আতের আক্বীদা। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর কোন ছাহাবী কোন ব্যক্তিকে জান্নাতী বলেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-কে এক আনছারী শিশুর জানাযাতে ডাকা হ'ল। আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এর জন্য সুসংবাদ, এতো জান্নাতী চড়ুই পাখিগুলোর মধ্যকার একটি। সে তো কোন মন্দ কর্ম করেনি এবং মন্দ কর্ম তাকে স্পর্শও করেনি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আয়েশা! আরো কিছু বলবে কি? কারা জান্নাতী আর জাহান্নামী তা আল্লাহ তা'আলা তখনই নির্দিষ্ট করেছেন যখন তারা তাদের পিতা-মাতার পিঠে ছিল *(মুসলিম হা/২৬৬২; নাসাঈ হা/১৯৪৭; আবূদাউদ হা/৪৭১৩)*। উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ নিশ্চিতভাবে কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যায় না।

Contents

প্রশ্নঃ (৩০/৪৩০) সাহারীর আযান সম্পর্কে কিছুসংখ্যক আলেম যুক্তি পেশ করে বলেন যে, রামাযান মাসে সাহারীর আযান দিলে সারা বছর উক্ত আযান দিতে হবে এবং তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে হবে। এ দাবীর সত্যতা জানতে চাই।

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ রামাযান মাসে সাহারীর আযান দিলে সারা বছর উক্ত আযান দিতে হবে এমন দাবী করা যথার্থ নয়। স্বর্ণযুগে অধিকাংশ ছাহাবী নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত ছিলেন বিধায় তখন সারা বছর সাহারীর আযান চালু ছিল *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৮২)*। বর্তমানেও কোথাও নফল ছিয়ামে লোকেরা অভ্যস্ত থাকলে উক্ত আযান দেওয়া যাবে। যেমনভাবে মক্কা-মদীনায় এখনো উক্ত আযান চালু রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাহারী কিংবা তাহাজ্জুদ কোন একটির সাথে উক্ত আযান খাছ নয়। বরং উভয়টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৩১) মসজিদে কা'বা গৃহের ছবিযুক্ত টাইল্স লাগানো কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কা'বা গৃহের ছবিযুক্ত টাইল্স মুছল্লীর মনোযোগ ফিরিয়ে নিতে পারে, সেকারণ এ থেকে বিরত থাকা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ ছবি থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যা মুছল্লীর মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং মুছল্লীকে অমনোযোগী করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭; আলবানী, আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব, পৃঃ ৪৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৩২) ভবিষ্যৎ বিপদের 'ঝুঁকি তহবিল' হিসাবে ইসলামী বীমা করা যাবে কি? উক্ত অর্থের যাকাত প্রদান করতে হবে কিভাবে?

-আবদুল্লাহ
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ এরূপ বীমা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন- কেউ জীবনবীমা করল এ মর্মে যে, সে মারা গেলে কোম্পানী তার মৃত্যুর পরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তার সন্তানদেরকে প্রদান করবে। এর শর্ত হচ্ছে সে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বীমা কোম্পানীতে জমা দিবে। এখন সে যদি এক বছর পর মারা যায় তাহলে কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর ব্যক্তি লাভবান হবে। আর যদি সে দীর্ঘ দিন জীবিত থাকে তাহ'লে মাসে মাসে অর্থ প্রদান করে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর কোম্পানী লাভবান হবে। অর্থাৎ যিনি মাসে মাসে টাকা জমা দিচ্ছেন তিনি হয় প্রদত্ত অর্থের চেয়ে বেশী পাবেন অথবা কম পাবেন। তিনি লাভ লোকসানের অনিশ্চয়তার মাঝে ঘুরপাক খাবেন। এটিই তো আসল জুয়া। যাকে আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন *(মায়েদাহ ৯০)*।

গাড়ী বীমার বিষয়টিও একইরূপ। হয় গাড়ীর মালিক লাভবান হবে না হয় কোম্পানী লাভবান হবে। অতএব এরূপ বীমা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা কর্তব্য। মনে রাখতে হবে যে, নিরাপত্তা দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। অন্য কেউ আপনার বা আপনার সন্তানদের নিরাপত্তা দিতে পারে না।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৩৩) প্রায় একশ' বছর পূর্বের একটি মসজিদের পার্শ্বে ৫ শতক জমি আছে। এলাকাবাসী ঐ জায়গাটুকু সহ মসজিদ সংস্কার করতে চায়। কিন্তু কিছু লোক বলছে, বহুদিন পূর্বে ঐ স্থানে কবর ছিল। তবে এখন কবরের কোন অস্তিত্ব নেই। এক্ষণে এলাকাবাসীর জন্য করণীয় কী?

-মুছল্লীদের পক্ষে
মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ এরূপ স্থানে মসজিদ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভিত খুঁড়ে কোন হাড়-গোড় পাওয়া গেলে তা সরিয়ে অন্যত্র কবর দিতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৭২ পৃঃ; তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৯১)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৩৪) শবে মি'রাজ উপলক্ষে বেশী বেশী একটা হাদীছ বলা হয়, 'ছালাত মুমিনদের জন্য মি'রাজ স্বরূপ'। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবু ছালেহ
ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি হাদীছ হিসাবে সমাজে প্রসিদ্ধ থাকলেও এর কোন সনদ নেই। ইমাম রাযী তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করলেও তিনি কোন সনদ বর্ণনা করেননি *(তাফসীরে কবীর ১/২১৪, সূরা ফাতিহার তাফসীর দ্রঃ; মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ 'ঈমান' ও 'মি'রাজ' অধ্যায়)*। আর সনদ বিহীন হাদীছই জাল।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৩৫) ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ২০ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত হাদীছের অবস্থা জানতে চাই।

-জাফর ইকরাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইয়াযীদ ইবনু রূমান থেকে ওমর (রাঃ)-এর যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হ'ত বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা 'যঈফ' এবং ২০ রাক'আত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে যে বর্ণনা এসেছে তা

'মওযূ' বা জাল *(আলবানী, হাশিয়া, মিশকাত হা/১৩০২)*। পক্ষান্তরে ওমর (রাঃ) তামীম আদ-দারী ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে বিতর সহ **১১** রাক'আত তারাবীহর ছালাত আদায় করার আদেশ করেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৩০২ 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৩৬) 'তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ কর না'। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মুহাম্মাদ খুরশেদ আলম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ ছহীহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَــرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

'তিনটি মসজিদ ব্যতীত (ছওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা যায় না। সেগুলো হল. মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আক্বছা' *(বুখারী হা/১১১৫; মুসলিম হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৬৯৩ 'ছালাত' অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৩৭) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ানোর সময় উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে মৃত ব্যক্তি ভাল ছিল কি-না জিজ্ঞেস করেন। এভাবে জিজ্ঞেস করা কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল লতীফ
হেতেম খাঁ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে এধরনের স্বীকারোক্তি নেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। তবে মানুষ নিজেদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় যা বলে সেটাই মৃত ব্যক্তির জন্য গৃহীত হয়ে যায়। চাই তা খারাপ মন্তব্য হোক বা ভাল হোক *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৬২)*। উল্লেখ্য, 'তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের উত্তম কার্যসমূহ উল্লেখ কর এবং তাদের মন্দকর্ম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাক' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ ও মুনকার *(আলবানী, মিশকাত হা/১৬৭৮)*। সমাজে চালু এই অভ্যাসটি বিদ'আত, যা দ্রুত পরিত্যাজ্য *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৩৮) কেউ অসুস্থতার কারণে বা দুগ্ধবতী, গর্ভবতী মহিলারা রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করতে অক্ষম হ'লে তাদের জন্য করণীয় কী?

-মুহাম্মাদ আনছার
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, খুলনা।

উত্তরঃ অতি বৃদ্ধ বা চিররোগী ব্যক্তি ছিয়াম পালনে অক্ষম হ'লে প্রতি ছিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকীন বা দরিদ্র ব্যক্তিকে তিনি খানা খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মহিলারাও ছিয়ামের বিনিময়ে ফিদইয়া স্বরূপ ফকীর-মিসকীন বা দরিদ্র ব্যক্তিকে অনুরূপভাবে খানা দিতে পারেন' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৪০৮; নায়লুল আওত্বার ৫/৩০৮-৩১১)*। দৈনিক নিয়মিত মিসকীন না পেলে একদিনে ত্রিশজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো যাবে। আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি পাকিয়ে একদিনে ত্রিশজন মিসকীনকে ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে খাইয়েছিলেন *(ফাৎহুলবারী 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৫০৫ দ্রঃ ৮/২৮ পৃঃ; তাফসীরে ইবনে কাছীর বাক্বারাহ ১৮৪; ১/২২১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৩৯) 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্ম শিক্ষা কর' এটা কি হাদীছ?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কথাটি শী'আদের রচিত একটি প্রসিদ্ধ জাল হাদীছ *(আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ সাঈদ দেমাস্কী, আহাদীছু ইয়াহতাজ্জু বিহাশ শী'আ, পৃঃ ৬৬)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৪০) কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করতে হবে? টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা যাবে কি?

-যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্যশস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও চাউল যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের কিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিষে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিষে খাওয়া যায় না। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) ফিৎরা হিসাবে প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিসমিস থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'ছাদাক্বাতুল ফিতর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা প্রদান করার কোন প্রমাণ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে চালু থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা দিয়েছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বেই জমা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬, দ্রঃ ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২০/৯০)*। আজও সঊদী মুসলমানগণ তাদের খাদ্য দ্বারা ফিৎরা দিয়ে থাকেন।